কার্‌বালা।



শ্রীআবদুল বারি-প্রণীত।

—০—

নোয়াখালী, মাইজ্‌দী হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১।০] [কাগজে ১৲।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌।
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র।

নোয়াখালীর সুপ্রসিদ্ধ 'আর, কে, জুবিলী' হাইস্কুল
যাঁহার স্বদেশ-প্রীতি ও শিক্ষানুরাগের
অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ ;—
নিরহঙ্কার ও সর্ব্ববর্ণে সমভাবের দ্বারা যিনি
সার্ব্বজনীন প্রীতি লাভ করিয়া ধন্য ও বরেণ্য
হইয়াছেন ;—
চরিত্র, বিনয়, দয়া, ধৈর্য্য ও ক্ষমা
বিবিধ সাধুগুণগ্রামে যাঁহার পুণ্যময় জীবন
বিমণ্ডিত ;—
যাঁহার নিঃস্বার্থপরতা ও মধুর ব্যবহারে
প্রকৃতিমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ ;—
এবং যে বদান্য কর্ম্মী পুরুষ অপরাপর বহুবিধ সদ্‌গুণ ও অকৃত্রিম
রাজভক্তি প্রভাবে রাজপ্রদত্ত গৌরবাত্মক উপাধি
ভূষণে অলঙ্কৃত ;—
নোয়াখালী হরিনারায়ণপুরের সেই শ্রদ্ধেয় ভূম্যধিকারী

শ্রীযুক্ত রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর

মহোদয়ের পবিত্র করকমলে
দীন গ্রন্থকারের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে
উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচী।



এই "কার্‌বালা" পুস্তক ৩ নং কলেজস্কোয়ার "মখদুমি লাইব্রেরী"
কলিকাতা এবং পোঃ মাইজদী, নোয়াখালী,—ঠিকানায়
গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

মুসলমানধর্ম্মসংস্থাপক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দং) প্রিয়তমা কন্যা ফতেমার গর্ভে, এমামহাসেন ও এমামহোসেন নামক ভ্রাতৃ যুগল জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান জগতের ধর্ম্মগত নেতৃত্ব লইয়া যৌবনে, ইহাঁদের সঙ্গে তৎকালীন দুষ্ক্রিয়াসক্ত, প্রবল-প্রতাপ দামেস্কসম্রাট্ এজিদের বিরোধ উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য উক্ত দামেস্কপতিও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। 'জয়নব্' নাম্নী একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী ললনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া এজিদ তাঁহাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিলে উক্ত যুবতী, স্খলিতচরিত্র সম্রাটের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ এমাম হাসানের সহিত পরিণয় সূত্রে সম্মিলিতা হন। এমাম দ্বয়ের সহিত দামেস্কপতির বিরোধের ইহাও একটী অন্যতর কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন। দুরাত্মা এজিদ ষড়্-যন্ত্র করিয়া বিষ প্রয়োগে এমাম হাসানকে নিহত ও এমামগণের বন্ধু কুফাধিপতি 'আবদুল্লা জেয়াদ'কে প্রচুর অর্থদানে ও বিশাল রাজ্য প্রদানের আশ্বাসে প্রলুব্ধ করতঃ তাহার ছলনাকৌশলে এমাম হোসেনকে সপরিবারে মদিনা হইতে বহির্গত করাইয়া পথভ্রান্ত বিপন্ন এমামকে এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটীশ (আরব্য ভাষায় যাহাকে 'ফোরাত' বলে) নদীর নিকটবর্ত্তী কার্‌বালা নামক স্থানে ভীষণ নিপীড়নের সহিত বধ করেন। ইহাই মহরমের ঘটনা, এবং এই শোকাবহ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই

'কার্‌বালা' কাব্য লিখিত হইয়াছে। 'মহরম' মোস্‌লেম জগতের একটী হৃদয়বিদারক ও গভীর শোকোদ্দীপক ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু মোস্‌লেমজগৎ বলিয়া নয়, জগতের ইতিহাসেও এরূপ আর একটী শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। বিষাদের ডালি হৃদয়ে লইয়া ও অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া 'কার্‌বালা' লিখিয়াছি। এইজন্য বর্ত্তমান কাব্যখানিতে প্রধানতঃ করুণ রসেরই আধিক্য ঘটিয়াছে।

'কার্‌বালা'র পরিকল্পনা প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের উপর সংস্থাপিত। বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইহাতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি, ধীর, নিরপেক্ষ, উদারভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 'কার্‌বালা' পাঠ করিয়া, যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মও তাহার প্রতিষ্ঠাতা অতি মানুষিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি, বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাগণের শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব সমধিক বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল ও আত্মার সম্যক্ পরিতৃপ্তি হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে, মুসলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিত্য কথিত, কতিপয় মধুর আরবী, পারশী শব্দ প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দের কিয়দংশ, আহারে, বিহারে যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনোভাব পরিব্যক্ত করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষায় সম্ভবমতে ঐ পদগুলি ক্রমে আসন লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা স্বভাবতঃই মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ এই যুক্তির পরে নির্ভর করিয়াই আমি, স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গমাতৃভাষার প্রতি ভক্তি আকর্ষণ মানসে, 'কারবালায়' সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক পদ প্রয়োগে সাহসী হইয়াছি। আমার মতে বঙ্গভাষাকে হিন্দু মুসলমান উভয়

জাতিরই পাঠোপযোগী ও সমধিক প্রীতিপ্রদ করিয়া এরূপভাবে, নব-কলেবরে, গঠিত করার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি আমি সবিনয় স্বীকার করিতেছি যে, এসম্বন্ধে বঙ্গীয় মনস্বী পাঠক ও সমালোচকগণ যে অভিমত প্রকাশ করিবেন, তদনুসারেই আমি 'কারবালা'র ভাবী কলেবর গঠনের প্রয়াস পাইব। কিন্তু তাহা পাঠকপাঠিকাগণের দয়ার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। পাঠের বোধ সৌকর্য্যার্থে গ্রন্থশেষে,—পরিশিষ্টে, উক্ত বৈদেশিক শব্দগুলির বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবিত গ্রন্থে 'বিশ্বাস' ও 'বিশ্বাসী'—শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ইস্‌লাম' ধর্ম্মের অন্য নাম 'বিশ্বাস'; যাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদিগকে বিশ্বাসীও বলা যায়। এই দুই অর্থেই আমি 'বিশ্বাস' ও 'বিশ্বাসী' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। পাঠকগণ একথা স্মরণ রাখিবেন।

এইগ্রন্থ প্রণয়নে আমি ঋষিকল্প, পুণ্যচরিত শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, সঞ্জীবনী সম্পাদক মহাশয় প্রণীত 'মহম্মদ চরিত' ও বাঙ্গালার উদীয়মান বিখ্যাত ঐতিহাসিক, সুলেখক বাবু রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত 'ইস্‌লাম কাহিনী'—নামক পুস্তক হইতেও অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও যেরূপ উদারতা এবং সমপ্রাণতার সহিত ইস্‌লাম ইতিবৃত্তের সত্যোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এই জন্য কোরাণ প্রভৃতি বহু মুসলমান গ্রন্থের অনুবাদক ৺গিরিশচন্দ্র সেনও আমাদের নিকটে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

পরিশেষে আমি গভীর আনন্দ ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, প্রধানতঃ যাঁহার প্রাণান্ত চেষ্টায় ও অদম্য কর্ম্মশক্তিগুণে আমার মাতৃভূমি নোয়াখালী বিদ্যালয় রত্নহারে বিভূষিত, যিনি অপূর্ব্ব শিক্ষানুরাগের প্রভাবে নোয়াখালীবাসীর চিরস্মরণীয় ও বরণ্য হইয়াছেন ;—তথাকার সেই ভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয় ও মাতৃভাষাভক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্, বঙ্গভূমির সুসন্তান, মাননীয় শ্রীযুক্ত মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, আই, সি, এস, মহোদয় বহুবার এই অক্ষম গ্রন্থকারকে আশীষ বচনে মাতৃভাষার সেবায় প্রণোদিত এবং নোয়াখালী ভুলুয়ার জমিদার, কলিকাতা,—পাইক পাড়া রাজ-বংশধর, বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের কিয়দংশ সাহায্য করিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁহাদের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির এ দান সাহিত্য-সেবকের প্রতি এরূপ অনুগ্রহ বর্ষণ, অচিন্ত্য ঘটনা ও অভাবনীয় সৌভাগ্যব্যঞ্জক। চট্টগ্রাম বিভাগের এসিষ্টাণ্ট স্কুল ইন্স্পেক্টর, সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত মৌঃ আবদুল আজিজ বি, এ, ও নোয়াখালীর বর্ত্তমান স্কুল ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত মৌঃ আবদুল হালিম মহোদয় এই গ্রন্থ প্রচার জন্য আমাকে উৎসাহিত ও কোন কোন বিষয়ে উপকৃত করিয়াছেন বলিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদেরও সাধুবাদ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব ও গুরুস্থানীয় ব্যক্তি 'কার্‌বালা' প্রণয়ন ও প্রচারপক্ষে আমাকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও আমি গভীর প্রেম, শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

সাহিত্যজগতে, 'কার্‌বালা' হস্তে সসম্ভ্রমে ও কম্পিত-কলেবরে এই আমার প্রথম প্রবেশ ; সুতরাং এই গ্রন্থখানিতে ভাব, ভাষা

ছন্দ, বর্ণ ও ব্যাকরণগত কোন দোষ পরিলক্ষিত হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্ষমা ও দয়ার পাত্র সন্দেহ নাই। আবার নানা কারণে, তাড়াতাড়ি বহি বাহির করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রুফ্ দেখার দোষেও পুস্তকে নানা ত্রুটী ঘটিয়াছে। এজন্য আমি নিরতিশয় দুঃখিত আছি। শুদ্ধিপত্র দিয়াও গ্রন্থকে নির্দ্দোষ করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করিয়া বাধিত করিবেন।

পোঃ মাইজ্দী,—
নোয়াখালী।
১৩১৯ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ।

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার



কার্‌বালা।

প্রথম সর্গ।

কার্‌বালা-ক্ষেত্র।

বিতর করুণা এই দীন হীনে
মঙ্গল-আলয় জগত-পতি !
তোমার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত চরাচর,
তুমি দয়াময় সবার গতি !
দাও নব বল অধম সন্তানে,
অসীম অব্যক্ত শকতি-খনি !
দাও এ দীনের হৃদয় মাঝারে
হে দীনদয়াল কবিত্ব-মণি !

অন্তরে নিয়ত এ কামনা মোর,-
বঙ্গমাতৃভাষে করুণ-গানে
গাহিয়া 'কার্‌বালা' বিষাদগীতিকা,
জাগা'ব বেদনা বাঙ্গালী-প্রাণে !
বল দয়াময় ! এই আশা মম
অংশতঃ সফল হবে কি কভু ?
উত্তাল তরঙ্গ দুর্লঙ্ঘ্য সাগর
তরিতে ভেলায় পারিব প্রভু ?
আমি মহা মূর্খ, অযোগ্য, অক্ষম,
কবির আসনে বসিতে চাই ;
চাহি যশোরত্নে ভূষিতে ললাট,
অথচ সম্বল কিছুই নাই !
সুমধুরভাষা 'শ্রীমধুসূদন,'
'হেম, নবীনাদি', যে বঙ্গপুরে
ঢালিয়া মধুর কবিত্ব-প্রবাহ
ভাসাইল দেশ আনন্দনীরে !
যে বঙ্গসাহিত্য রম্য কাব্যোদ্যান
ধ্বনিত তাঁদের ললিত তানে,
হবে আমোদিত সে কাব্য-কানন
এ বলিভুকের নীরস গানে ?

যেখানে 'ভারত' কবিত্ব ছটায়
করিলা বিমুগ্ধ মানব-মন,
তথা মোর এই 'কার্‌বালা'-সঙ্গীতে
হবে কি দ্রবিত পাঠকগণ?
যে পুণ্য এশিয়া কবিত্বের ভূমি,—
'ফেরদৌশী', 'সাদি', 'বাল্মিকী' ঋষি,
কবি 'কালিদাস', 'ব্যাস', 'ভবভূতি',
ছড়াইলা সুধা-কবিত্বরাশি।
সেই পুণ্য ভূমে এ ক্ষীণ প্রয়াশ
হইবে সকল আশা কি হয়?
অক্ষম-সম্বল এই 'কার্‌বালা'য়
নিবেকি আদরি শিক্ষিতচয়?
জানি গগনের নক্ষত্রনিকর,
জানি সাগরের প্রবাহচয়,
করিতে গণনা, রাখিতে ধরিয়া,
মানবশকতি পরাস্ত হয়!
মানব হইয়া চন্দ্রমা যেমন
লাভ করা কভু সম্ভব নয়,
পদব্রজে যথা উন্নত পর্ব্বত
আরোহিতে পঙ্গু অক্ষম হয়;—

তদ্রূপ দুরাশা এ সংকল্প মোর,
বুঝি এ বিষয়ে অযোগ্য আমি ;
কিন্তু ক্ষম হ'তে বল কতক্ষণ,
দাসে দয়া প্রভু করিলে তুমি ?
করুণায় তব এ মর জগতে
অসম্ভব প্রভো কি আছে কাজ ?
কত দীন মূর্খ তব দয়া-বলে
হ'তেছে পূজিত জগত মাঝ !
অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার বিধাতঃ !
করদাসে বিন্দু-করুণা দান ;
এই 'কার্বালা'র প্রতি রন্ধ্রে, রন্ধ্রে,
ফুটুক হে দেব ! বিষাদতান।
বিশ্ব প্রেমময়, 'নবীমোহাম্মদ'
প্রিয়তম তাঁর সন্ততিগণে,
ভীষণ পীড়নে 'কার্বালা'-প্রান্তরে
বধিল 'এজিদ' অধর্ম্মরণে।
সেই শোকগাঁথা রচি বাঙ্গলায়,
শুনাইব মোর স্বদেশিগণে ;
শোক-অশ্রু,—মম হৃদয় খুলিয়া
মিলাব তাঁদের অশ্রুর সনে।

প্রথম সর্গ

নহি কবি আমি, না জানি সঙ্গীত,
তাল মান জ্ঞান কিছুই নাই,
আছে শুধু মোর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস,
ক্ষীণ কণ্ঠে গান শুনা'তে চাই!
পাইয়া আঘাত হৃদি অন্তস্তলে,
কাঁদে যদি কেহ কাতরস্বরে;
হলেও কর্কশ সে বিলাপ তার,
গলি করুণায় শুনে ত নরে?
কুহরে কোকিল সুললিত রাগে,
বায়সেও গায় বিকট রবে;
যদিও কবিরা গাইছে মধুর,
ভাঙ্গা সুরে গাই আমিও তবে!
কোথায় কল্পনে! বসগো আমার
পাতিয়া আসন হৃদয়মাঝ;
নব নব ছন্দে, নব ভাবরসে
পারি যেন ভাষা সাজা'তে আজ!
ওহে বঙ্গময়ি মাতৃভাষা মোর!
কর দীনে এই আশীষ দান;
করিতে বর্দ্ধন তোমার গৌরব,
পারি যেন আমি সঁপিতে প্রাণ।

কার্‌বালা

যে দেশের ভূমে লভেছি জনম,
পুষ্ট দেহ যার সমীরে, জলে ;
সে দেশের ভাষা ভুলি, ডাকিব কি
বিমাতারে মোর জননী বলে ?
একাগ্র সাধনা, গাঢ় ভক্তিফুলে
না করিয়া মাতৃ-ভাষার সেবা,
বিশাল ধরায় বল কোন্ জাতি,
উন্নতি কখন লভি'ছে কেবা ?
শেষ নিবেদন দয়াময় মোর,
কর এ করুণা দাসের 'পরে !
পারি যেন প্রভো রচিতে "কার্‌বালা"
বঙ্গমাতৃভাষে তোমার বরে !
পূর্ণ কর তবে পূর্ণকর দেব ।
সমবেদনায় সবার প্রাণ ;
হিন্দু, মুসলমান শুনুক সকলে,
"কার্‌বালার" এই বিষাদগান !
আমার ক্রন্দনে শিখুন সকলে
কাঁদিতে বিপন্ন নরের দুখে,
হ'লে বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত বাঙ্গালী,
হবে মৃত্যু মোর পরম সুখে !

প্রথম সর্গ

অই আরবের ভয়ঙ্কর মরু,
দিগন্ত বিস্তৃত ভীষণ স্থান !
অগ্নিরাশিপ্রায় জ্বলে বালুকণা,
নিরখিলে হয় স্তম্ভিত প্রাণ !
শাঁ শাঁ বহিছে তপ্ত সমীরণ,
কত তীক্ষ্ণ,—তীব্র উত্তাপ তার ;
নাহি ছায়া সেথা, নাহি পশু, পাখী,
ধূ, ধূ, ধূ,—প্রান্তর, না আছে পার !
বিশুষ্ক,—উত্তপ্ত,—ভয়াবহ স্থান,
মার্ত্তণ্ডকিরণ যন্ত্রণাপ্রদ ;
নাহি সে প্রান্তরে জীমূত বর্ষণ,
নাই নদ, নদী, তড়াগ, হ্রদ !
এই বিশ্বশ্রুত প্রসিদ্ধ 'কার্‌বালা',
শোভে-দূরে তার 'ফোরাত' নদী,
বিশ্বজনত্রাস, বিকটদর্শন,
নাহি সীমা তার,—নাহি অবধি !
নাই মরূদ্যান, সে বালুকা মাঝে,—
নাহি ছায়া-স্নিগ্ধ বিটপিচয়,
নাই অন্য তরু, মরু-স্বাভাবিক—
অত্যল্প খর্জ্জুর লক্ষিত হয় !

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এ বিকট স্থানে
অগণ্য শিবির যাইছে দেখা,
যেমন সিন্ধুর ফেনপুঞ্জময়---
ধবল উত্তাল লহরী-রেখা !
বহু দূরব্যাপী অসংখ্য শিবির,
শোভিছে বিরাট্‌ মরুর বুকে !
কত সুষমায় সেজেছে 'কার্‌বালা'
যেন ফুলহার পরিয়া সুখে !!
যেই ভয়ঙ্কর ভীষণ মরুতে
যুগে যুগে কেহ না যায় কভু,
সে প্রান্তরে আজ যায় কেন দেখা,—
সারি, সারি, সারি বিরাট্‌ তাঁবু ?
একি চমৎকার ! অপূর্ব্ব ঘটনা !!
সত্যই শিবির অইত অই !!!
এসহে পাঠক, হ'য়ে অগ্রসর
কি ব্যাপার এই জানিয়া লই !
হের হের অই শিবিরের মাঝে
রহিয়াছে কত অসংখ্য জন,
আছে কত প্রৌঢ়, যুবক, যুবতী,
বড় ছোট কত বালক গণ !

শিবিরে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, মেষ,
গৃহ-পালা পশু রয়েছে শত,—
হংস, নখাযুধ বিবিধ বিহঙ্গ,
অব্যক্ত নিনাদ করিছে কত !
'কোরাণ' আবৃত্তি, 'আজান' আরাবে
নির্জ্জন 'কারবালা' জীবন্ত আজ,
বুঝিনু হেরিয়া মোস্লেম ইঁহারা,
কিন্তু কেন হেন মলিন সাজ ?
খেলেনা শিবিরে আনন্দ-লহরী,
নাই কেন কারো বদনে হাসি ?
কেনবা এসব নব-নারী-মুখ
ঢে'কেছে বিষাদ-কালিমারাশি ?
চিনেছি দেখিয়ে তাঁবুর গঠন,
আরবের লোক ইঁহারা ঠিক্,
পর্দ্দা-আবরিত সে প্রতি শিবিরে,
দুলে দ্বারে দ্বারে সুরম্য চিক্ !
সুদৃঢ় বলিষ্ঠ পুরুষ যতেক,
কিন্তু যোদ্ধাবোধ না হয় সবে ;
হইলে যুদ্ধার্থী, সঙ্গে শিশু, নারী,
গৃহ, দ্রব্যরাজি কিহেতু তবে ?

তাহ'লে রহিত সমরসম্ভার—
বিপুল 'রসদ', অস্ত্রের স্তূপ ;
হইলে বণিক্ নাই কেন সাথে
পণ্যদ্রব্যচয় বিবিধরূপ ?
অভ্রান্ত যাত্রিক হইলে ইঁহারা,
না রহি নিশ্চয় এখানে সবে,
'মঞ্জিল'-ভবনে, 'ফোরাত'-বেলায়,
গিয়া সবে সেথা রহিত তবে।
তবে কি ইঁহারা পথভ্রান্ত যাত্রী !
নারিয়া করিতে গন্তব্য স্থির,
ফেলিয়া শিবির ভীষণ মরুতে,—
ঘুরিছে অন্বেষি পানীয় নীর ?
একি সর্ব্বনাশ ! অই কে শিবিরে !!
মস্তিষ্কে বিকার নাই ত মোর ?
তপ্ত বালুপানে চাহিয়া ত মম,
পড়েনি নয়নে তিমির ঘোর ?
আমি ত জাগ্রত ? নিদ্রিত ত নহি ?
নহে ত এ সব মায়ার বাজী ?
নহে মরীচিকা, কুহক দর্শন,
অইযে শোভিছে শিবিররাজি ?

নহে যদি মম মস্তিষ্কবিকৃতি,
নয়নের ধাঁধাঁ, বিকার ঘোর,
অই ত শিবিরে 'এমাম হোসেন'
ঘুচিল এখন সংশয় মোর !
'নবীমস্তফা'র স্নেহের দৌহিত্র,
ধর্ম্মাত্মা 'আলীর' সুযোগ্য সুত।
কেন হেথা তিনি, যাঁহার জনমে
হয়েছে আরব গৌরব পূত ?
অইযে সঙ্গীয় লোকজন তাঁর---
বালক, রমণী, পুরুষগণ :
কে ইঁহারা সবে, কেন এই স্থানে,
লইয়া সন্ধান তর্পিব মন !





দ্বিতীয় সর্গ।

কারবালা প্রান্তর,—এমাম শিবির।

'কারবালা' মরুর মাঝে শিবির ভিতরে,
'এমাম হোসেন' মগ্ন গভীর চিন্তায় ;
অতীতের কত স্মৃতি উদিয়া অন্তরে,
দহিছে হৃদয় তাঁর বিষম ব্যথায় !
বিগত ঘটনারাজি হইয়া স্মরণ,
মুকুর-বিম্বিতপূর্ণ প্রতিবিম্বপ্রায়—
ফুটিল মানসপটে ; পাইয়া বেদন
হৃদয়ের অন্তস্তলে, বসিলা শয্যায় !
নির্ঝরিণী মত হায় ! প্রবল গতিতে
ছুটিল হৃদয়স্থিত সেই ব্যথারাশি।
বিষাদ অন্তরে বীর আপনা হইতে
কহিতে লাগিলা গত কাহিনী প্রকাশি ;—

"অদূর অতীত কালে এই যে আরব,
ছিল কি ভীষণ স্থান ধরণী ভিতরে ;
কি দুর্নীতিপরায়ণ ছিল লোক সব,
আজিও স্মরিতে তাহা শরীর শিহরে !
যে আরব-সিন্ধু আজ নির্ব্বাত জলধি,
একদা বহিত তথা অশান্তি-তুফান,
ছিল কত ব্যভিচার, ছিল না অবধি ;
নাহি ছিল নিরাপদ ধন, পদ, মান" !
"নারীর সতীত্বরত্ন, কামুক-তস্করে
হরিত নির্ভয়ে নিত্য ; ললনা সতত
গৃহদ্রব্যচয়সনে একই প্রকারে
হ'ত অধিকারস্বত্বে অর্জ্জিত,--বর্জ্জিত" !
"ছিল লোক উশৃঙ্খল, কলহপ্রবণ,—
মারামারি, রক্তারক্তি করিত নিয়ত ;
অবাধে দেশেতে নিত্য চলিত লুণ্ঠন,—
দুর্ব্বল নিরীহ যত ছিল সশঙ্কিত" !
"সমর, রমণী, সুরা ছিল কাম্য সার,—
করিত যুবক এই ত্রিশক্তি সাধনা ;
উচ্চ লক্ষ্য, দিব্য জ্ঞান, নাহি ছিল কার ;
ছিল এদেশের হায় কি ঘোর লাঞ্ছনা" !

"প্রকৃত সাধনামার্গ সবে তারা ভুলি,
করিত বহুল জড়পদার্থ অর্চ্চনা,
দেবপ্রীতি-কল্পে সদা দিত নরবলি,
পরম পিতার নাহি করিত সাধনা"।
"ছিল মিথ্যা প্রবঞ্চনা অঙ্গের ভূষণ,
দাসত্বপ্রথার ঘৃণ্য পাশব পীড়নে—
থর থর করি দেশ কাঁপিত সঘন ;
শৃগাল, কুকুর,—জ্ঞান ছিল দাসগণে" !
"আরব ভূমির এই বিপদের কালে,
পাশবিক পাপস্রোত করিতে বারণ,
ভাসাইতে বিশ্বধাম আনন্দ-হিল্লোলে,
ছড়া'তে পাপান্ধ ভবে ধরমকিরণ" ;—
"উদ্ভাসিতে বিশ্বভূমি স্বরগ-বিভায়,
সঞ্জীবিতে নবালোকে পতিত মানবে,
অবনত জাতি—দেশ, রক্ষিতে ধরায়,
পড়িল জ্যোতিষ্ক এক মোহান্ধ আরবে" !
"সেই মহা পুণ্যজ্যোতি, 'নবী মোহাম্মদ',
জগতের ভক্তি শ্রদ্ধা, গৌরবের ধন,
নাশিতে ধরার ভার, অধর্ম্ম, আপদ,
লভিলা আরবভূমে পবিত্র জীবন" !

"সাম্য, দয়া, ভ্রাতৃভাব অপূর্ব্ব বিশ্বাসে,
একেশ্বর-বাদিতার মধুর ঝঙ্কারে,—
বিক্ষুব্ধ আরবে প্রেম-শান্তির বাতাসে,
সে মহামানব মুগ্ধ করিলেন নরে" !
"ঘোষিলা জলদস্বরে বিশ্বাসিপ্রবর,—
"উপাস্য ধরণীতলে শুধু নিরঞ্জন,
নহে কেহ লঘু গুরু, তুল্য সব নর,"
শ্রদ্ধায় আরব ইহা করিল গ্রহণ"।
"নবী প্রচারিত সত্য, ইস্‌লাম-সুধায়,—
বিশ্বাস, মমতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বপ্রভাবে,
বিশ্বজয়ী ত্যাগ, ক্ষমা, প্রেমের ধরায়,
করিল সুস্নিগ্ধ, তৃপ্ত, তাপিত মানবে" !
সত্য ও অসত্য মাঝে, আলোক আঁধারে,
বাজিল অবশ্য দ্বন্দ্ব, তুমুল ঘটনা,
বিমল ইসলাম-জ্যোতি নাশি পাপাঁধারে
করিল আনন্দে বিশ্বে বিজয় ঘোষণা" !
"ইস্‌লামের খরস্রোতে নিল ভাসাইয়া
দুরনীতি, পাপাচার,—আরব ভূমির ;
ছিন্ন ভিন্ন মহাভূমি, বৈষম্য ভুলিয়া,
ভক্তিভরে পদে তাঁর নোয়াইল শির" !

"যে ইস্‌লাম-নবতরু আরব-বিপিনে,—
কাণ্ডে, শাখা, পত্রে, আজি হ'তেছে শোভিত ;
ঢে'কে সে একদা বিশ্ব শান্তি-ছায়াদানে,
করিবে কলুষ-দগ্ধ ধরা শীতলিত"।
"সে ইস্‌লাম-প্রচারক নাহি ভূমণ্ডলে,
নাহি তাঁর অনুগামী শিষ্যচতুষ্টয় ;—
স্থাপি মহাধর্ম্মরাজ্য বিশ্বাসের বলে,
ক'রেছে অনন্তযাত্রা তাঁরা সমুদয়"!
"কি আশ্চর্য্য সময়ের ক্রমবিবর্ত্তন,
কি রহস্য-আভরণে ভাগ্য বিজড়িত !
কে বলিবে কি ঘটনা ঘটিবে কখন ?—
ভাবী-কাল-পটে কিবা র'য়েছে চিত্রিত" ?
"জীবননাট্যের প্রতি ঘটনা, অধ্যায়,—
সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষিলে হয় কত জ্ঞান,
দেবতা—অসুর লোক মুহূর্ত্তে ধরায়,
সংসার ক্ষণেকে স্বর্গ, নরক সমান" !
"স্রষ্টার অচিন্ত্য সৃষ্টি করিলে দর্শন,
খেলে কত ভাবরাজি হৃদয়কন্দরে !
কি বিচিত্র মায়াময় ধরা কুঞ্জবন,
ভাবিলে বিমুগ্ধ হ'য়ে ভাবুক শিহরে" !

"আছুক বিশাল সৃষ্টি, মোর কর্ম্মপটে,—
কত তত্ত্ব, কত দৃশ্য হ'তেছে চিত্রিত ;
আমি অভিনেতা বিশ্ব-দর্শকনিকটে
করি প্রতি দিন কত দৃশ্য অভিনীত" !
"রছুলের প্রিয় কন্যা 'ফতেমা জোহরা',
গুণবতী, সাধ্বী, সতী, জননী আমার,
পিতা ধর্ম্মবীর 'আলী' ভকতি-ফোয়ারা ।
সে শ্রদ্ধেয় গুরুজন নাহি আজি আর" !
"পে'য়েছি কৈশোর বাল্যে কি সোহাগ, মায়া,
প্রতিবেশী আত্মীয়ের সাদর যতন ;
ভাসে মনে গতস্মৃতি, সে সুখের ছায়া,—
ছিলাম সবার প্রিয়, কণ্ঠের রতন" !
"প্রভাতে, সায়াহ্নে সুখে গিয়া ক্রীড়াস্থলে,
শিখিতাম রণবিদ্যা, অস্ত্রের চালনা ;
সংগ্রাম-নৈপুণ্যে মুগ্ধ করিয়া সকলে,
লভিছি কতই প্রীতি, মঙ্গলকামনা" !
"কালপট বিবর্ত্তনে মিলাইল ধীরে—
হিতাকাঙ্ক্ষা বহুতর পবিত্র জীবন,
আশা কুহকিনী ক্রমে সাজিয়া মধুরে
উদিল যৌবনে করি মানসরঞ্জন" !

১৭

"সে সুখের কালে হায় ! দুর্ভাগ্য-জলদ—
ছাইল জীবনাকাশ, 'এজিদ' পামর
নাশিল ভ্রাতাকে মোর, বাড়িল বিপদ ;
গ্রাসিল আমায় ভীম শোকের সাগর" !
"সৌন্দর্য্য, কর্ত্তৃত্ব তরে, দুর্জ্জন পামর,
বধিল ভ্রাতাকে মোর কালকূট দিয়া ;
ভেঙ্গে আহা মম সেই আশা-গিরিবর,
কালসিন্ধু-মহাগর্ভে গেছে মিলাইয়া" !
"বিজিত দামেস্ক-রাজ্য পিতার আমার,
'ইস্‌লাম'প্রচার হেতু, যুক্তি অনুসারে,
পাইল 'মাবিয়া' সেই দেশ অধিকার ;
ধ্বংসোন্মুখ আলীবংশ তার পুত্রকরে" !
"কালের বিচিত্র পট করে' উত্তোলন,
দেখা'বে কে ভবিষ্যতে কি হ'বে ঘটনা ?
একথা অন্তরে কেহ করেনি চিন্তন,
দামেস্ক, আরবে, হ'বে অপ্রীতি রটনা" !
"যে ললনা-সৌন্দর্য্যের মহা আকর্ষণে—
বহিবে রক্তের নদী কারবালা-প্রান্তরে ;
হেন কত বিমোহিনী অতৃপ্ত যৌবনে,
মিলায়ে অনন্তে হেথা যাইবে অচিরে" !

"জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-পত্নী মোর 'জয়্‌নব' সুন্দরী,—
সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে 'এজিদ' পামর
ছিল লালায়িত, তাঁর পাণির ভিখারী,
ঘৃণায় কামুকে বিবি নাহি দিল কর" !
"হ'লে পরিণয় তাঁর মোর ভ্রাতৃসনে,
হ'ল মনঃক্ষুণ্ণ অতি এজিদ দুর্জ্জন ;
বাজিল বিষম শেল তাহার পরাণে ;
কেহ কেহ বলে তাও বিরোধ-কারণ" ।
"সত্য হইলেও তাহা হেতু অন্যতর,
ইস্‌লাম-নেতৃত্ব-লোভ, কারণ প্রধান ;
তাই নাশে দুরমতি প্রাণের সোদর,
চাহে মোরে বিনাশিতে এজিদ 'শয়তান' !"
"কি ঘোর বিপদ এ'সে হ'ল উপস্থিত,
হ'লাম অনর্থ আমি মোস্‌লেম জগতে ;
মহা ভ্রাতৃভেদে এ'যে আরব কম্পিত,—
মূল সূত্রপাত তার হ'ল আমা হ'তে" !
"করিল দামেস্ক-পতি সমর-ঘোষণা,
সাজিল বিশ্বাসিবৃন্দ রক্ষিতে আমায় ;
দেখিলাম মনে মনে ক'রে বিবেচনা,—
ভ্রাতৃরক্ত-পাতে—দেশ রঞ্জিব কি হায়" ?

"আমিই অনর্থ, দোষী, অশান্তির মূল,—
আরব-দামেস্ক-দ্বন্দ্ব আমার কারণে ;
আমাকে নাশিবে যেই বিদ্বেষ ত্রিশূল,
আঘাতিবে কেন তাহা জাতীয় জীবনে" ?
"নীরব, প্রশান্ত, প্রিয় আরব আমার !
বৃথা কেন মোর তরে মাতিবে সমরে ?
হ'য়ে অশান্তির হেতু, কেন আমি তার
সুখ, শান্তি, ধন, জন চাই নাশিবারে" ?
"হ'ব স্বেচ্ছা নির্ব্বাসিত স্বদেশকল্যাণে,—
শোক, ব্যথা, মন্দ ভাগ্য ল'য়ে আপনার ;
বিরাজুক চিরশান্তি আরবপ্রাঙ্গণে ;
নাশিতে সে দেব-ধন সাধ হয় কার" ?
"আবদুল্লা জেয়াদ মোর প্রিয় মিত্রজন,
কুফা-প্রদেশের খ্যাত প্রবল ভূপতি ;
লিখে মোরে বার বার,—করিয়া গমন
রাজ্যে তাঁর, নিষ্কণ্টকে করিতে বসতি"।
হইল বাসনা মনে ছেড়ে' মাতৃভূমি,
বন্ধুরাজ্য কুফাদেশে করিতে গমন ;
বিরোধ নিবৃত্তিকল্পে, দেশ ত্যজি আমি,
ইচ্ছিনু যাইব তথা ল'য়ে পোষ্যগণ"।

"পরম পবিত্র যাহা স্মরণীয় স্থান,—
অনন্ত নিদ্রায় যথা 'হজরত' শায়িত ;
ভ্রাতৃমৃত্যু পর তথা ক'রে অবস্থান,
করিতাম যথাবিধি ধর্ম্ম প্রচারিত"।
" 'মাবিয়া' খলিফা-রূপে করিয়া উত্থান,
ইস্‌লামের বহু বিধি দিল বিবর্জ্জিয়া ;
দেখে ধর্ম্মরূপান্তর হ'য়ে ক্ষুব্ধ প্রাণ
চলিত মোস্লেম মোর ব্যবস্থা মানিয়া"।
"নবীর সে পুণ্য, পূজ্য, 'রওজা' ভবনে
করি অবস্থান, আমি প্রতি জুম্মা বারে,
কোরাণ হদিশ-উক্ত ইস্‌লামবচনে—
তোষিতাম জিজ্ঞাসুকে শক্তি অনুসারে"।
"পূর্ব্ববৎ শিষ্য-ভোজ্যে আনন্দ অন্তরে
করিতাম সপোষ্যেতে জীবন যাপন ;
সচীব রাজ্যের আয়ে দরিদ্রনিকরে,
ইস্‌লাম-বিধানমতে করিত পালন"।
"ছিল প্রিয়, চিরাভ্যস্ত অনশন-ব্রত,-
বাল্যে যা মায়ের কাছে করে'ছি অভ্যাস ;
ক্ষুধায় সপোষ্যে হ'য়ে উপাসনা-রত,
তাহার তীব্রতা—ক্লান্তি করিতাম নাশ" !

"ধনলুব্ধ নহি মোরা দীন-বংশধর,
ইস্‌লামের সেবা চর্চ্চা প্রিয়বংশব্রত ;
ত্যাগ, ক্ষমা, সাম্য, ঐক্য, সাধনানিকর,
সে'ধে প্রাণ হ'ত কত পবিত্র উন্নত"।
সে পুণ্য 'রওজা' ছেড়ে যাইতে 'কুফায়'
নিষেধিল সনির্ব্বন্ধে, বিশ্বাসী সকল,
কত নিবারিলা মোরে ললনা সবায় ;
না শু'নে যাইতে তথা হইনু চঞ্চল"।
"প্রতারণা, অস্থিরতা কুফার ভূষণ,
শিথিল-প্রতিজ্ঞ, লোভী, উৎকোচের দাস,
বিশ্বাসঘাতক, ভণ্ড, কুফাবাসিগণ,
বহুবার বন্ধুগণ করিল প্রকাশ"।
"চপলতা-স্রোতে মোর নিল ভাসাইয়া,
সেই সব বন্ধুদের হিত-উপদেশ ;
যে'তে দৃঢ়কল্প মোরে সকলে দেখিয়া,
অন্তিমে এ অনুরোধ করিলা বিশেষ" !
"হজরত! করিবে যদি কুফায় গমন,
প্রেরি অগ্রে তবে এক আরব সরদার,
ল'য়ে জেনে' ভালমন্দ সব বিবরণ,
সঙ্গত বুঝিলে যাওয়া উচিত তোমার"।

"সেবিতে তোমায় তারা, রক্ষিতে বিপদে
প্রস্তুত একান্ত যদি, যাও তবে তুমি,
লভিতে প্রবোধ শান্তি ; বিরোধ-সঙ্কটে
আঁধারিয়া চিরতরে এ মদিনা-ভূমি" !
"নয়, হেন মন্দরাজ্যে করিয়া গমন,—
ত্যজিতে অকালে এই অমূল্য শরীর,
ছাড়িতে তোমায় মোরা পারি কি কখন ?
যাউক বিশ্বাসী ব্যক্তি—এই শেষ স্থির" !
"বিশ্বাসী 'মোস্‌লেম' বীর হ'য়ে মনোনীত
যাইতে সে কুফা দেশে সর্ব্বসম্মতিতে,
সহস্র সৈনিক ল'য়ে হ'য়ে আনন্দিত—
রওয়ানা হইয়া গেল কুফার পানেতে" !
"কুফায় মোস্‌লেম যে'য়ে প্রেরিল লিখন,—
"সুসংবাদ, ভাল সব কুফার কাহিনী" ;
দূরিল সংশয়, তথা করিতে গমন
হইনু অস্থির, ব্যস্ত, নাচিল পরাণী"।
"পড়িল রোদনরোল মদিনা নগরে,
অস্থির হইল কেঁদে বিশ্বাসী সকল ;
বিয়োগ ভাবিয়া মোর কাতর অন্তরে,
নর নারী বাল বৃদ্ধ বিষাদবিহ্বল" !

"চাহিল সকলে, প্রিয় মদিনা ছাড়িয়া
বঞ্চিতে আমার সনে যাইয়া কুফায় ;
রক্ষিতে স্বদেশ, ধর্ম্ম, সবে বুঝাইয়া
নয়নের জলে কত তিতিলাম হায়" !
"সে প্রবোধ না শুনিয়া এ'সে মোর সনে,
আত্মীয় বান্ধব বহু ল'য়ে পরিবার,
ত্যজিয়া সুখের পুরী, এ ভীষণ স্থানে,—
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কত করে হাহাকার" !!
"হৃদির আবেগভরে, আকুলিত মনে
না করিয়ে আয়োজন, মহাব্যস্ততায়,
প্রচুর রসদ, জল না লইয়ে সনে,
এ'সেছি ভুলিয়া পথ মরু কারবালায়" !
"বিপক্ষ পাইয়া টের ঘিরেছে প্রান্তর,
রোধিয়াছে আট ঘাট, ফোরাতের তীর,
বিষম তৃষ্ণায় মোরা সকলে কাতর ;—
অস্থির বালকগণ করি নীর নীর" !
"যে'য়ে বহুবার দূত বিপক্ষের স্থানে,
চাহিয়াছে সকাতরে ফোরাতের জল ;
হয়নি দয়ার লেশ অরাতির প্রাণে,
দেয়নি তথাপি বারি নিঠুর সকল" !

"মোর সনে বহুতর র'য়েছে রমণী;
বালক, বালিকা, কত দুগ্ধপোষ্য শিশু ;
বুঝি এ প্রান্তরে তারা ত্যজিয়া ধরণী—
লভিবে অনন্তশয্যা এক সঙ্গে আশু"।
"বিভীষণ মরু এই শূন্য লোকালয় !
কোথায় মদিনা মোর প্রিয় বাসস্থান ?
চলে'ছি যে কুফা, কোথা সেই স্থান হয় ?
সবংশে এখানে বুঝি ত্যজিব পরাণ" !
"মোস্‌লেম বান্ধব মোর র'য়েছে কুফায়,
সহস্র সৈনিক সহ প্রাণের দোসর,
আজি এ বিপদে বীর কোথা তুমি হায় !
হইবে কি দেখা আর ধরণী ভিতর" ?
"ধন, মান, পদ, রাজ্য নানা আকর্ষণে,
যদিও অনেকে গেছে বিরোধী পক্ষেতে,
তুমি হেন হিতাকাঙ্ক্ষী মোরে এ জীবনে—
পার্থিব ঐশ্বর্য্য লোভে পার কি ভুলিতে" ?
"উদ্ধারিতে নবীবংশ মুক্ত অসি করে,
সজীব থাকিলে বীর মাতিবে সংগ্রামে,—
বহিবে রক্তের নদী সমরপ্রান্তরে ;
হবে অরি ছিন্ন ভিন্ন তব বীর্য্যে—নামে" !

'এমাম হোসেন' হেন বিবিধ চিন্তায়
বাহ্য-জ্ঞানবিরহিত, কাতর বিষাদে ;
দর দর ধারে ঘর্ম্ম বাহিরিছে গায়,
ইতস্ততঃ হাঁটে, চায় মর্ম্মন্তুদ খেদে !
হেন কালে দৌবারিক প্রণমি চরণে
কৃতাঞ্জলি পুটে বলে, "হজরত এমাম্ !
দাঁড়ায়ে কুফার দূত র'য়েছে প্রাঙ্গণে,
করিছে উদ্দেশে তব সম্ভ্রম প্রণাম" !
"কুফা" এই শব্দের মৃদু উচ্চারণে,
অমৃত সেবনে যেন ঘুচিল জড়তা।
"কোথায় রে দূত" বলে' ডাকিলা সঘনে,
আসিয়া সম্ভ্রমে দূত নোয়াইল মাথা।
হ'য়ে ব্যস্ত, আত্মহারা আলিঙ্গি 'কাসেদে',
কহিলা ইমাম, আয় "হিতৈষী আমার !
আবদুল্লা- জেয়াঁদ বন্ধু মোর এ বিপদে
হ'য়েছে নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ বড় বেএক্তার ?"
"আছেত মোস্‌লেম মোর কুফাতে কুশলে ?
আছে না মঙ্গলে সব আরব সিপাই ?
পথ ভুলে' আমি হেথা এই যে মুস্কিলে,
শুনে'ছে কি মোস্‌লেম ও আবদুল্লা ভাই" ?

"তোমায় তাঁহারা বুঝি করে'ছে প্রেরণ,
চিনা'য়ে কুফার পথ নিতে মোসবারে ?
হইয়া দয়ার্দ্র বুঝি প্রভু নিরঞ্জন,
সহায় প্রেরিল ঘোর অকূল পাথারে" !
ব্যস্ততায় এমামের কাতর আহ্বানে,
'কাসেদ' ব্যথিত স্তব্ধ সরে না বচন ;
গভীর আঘাত, ব্যথা, পাইয়া সে প্রাণে,
হইয়া অধৈর্য্য খেদে জুড়িল ক্রন্দন !
সম্বরি হৃদয়-বেগ "আয় নামদার"
কাঁদিয়া কহিল দূত "হজরত এমাম !
বলিতে হৃদয় ফাটে কুফার মাঝার,
"সহিদ" হইল তব ইয়ার তামাম" ।
"নাহিক মোস্‌লেম বীর আর এ ধরায়,
নাই এক জন তব আরব্য লস্কর,
পাপী আবদুল্লার আহা পাপ মন্ত্রণায় –
ত্যজিছে অন্যায় রণে সবে কলেবর" !
কাঁদিল এমাম শুনে' করে' হাহাকার !
ছুটিল প্রবল বেগে অশ্রুর ঝরণা,
ফাড়িল গায়ের জামা হ'য়ে বেকারার,
পাইয়া হৃদয়ে তীব্র গভীর যাতনা !

কহিলা হোসেন কেঁদে "হে মোস্লেম ভাই !
মহাবীর আরবের দুর্জ্জয় সমরে,
ত্যজিলে অকালে প্রাণ কুফা-ভূমে যাই,—
ফেলিয়া একাকী মোরে অরাতি-সাগরে"।
"আমার দক্ষিণবাহু, মহাশিরো তাজ,—
জীবনতরির মোর দক্ষ কর্ণধার ;
নবীবংশ রক্ষাকরা ছিল তব কাজ,
সে গুরু কর্ত্তব্য ভাই সাধিবে কে আর" ?
"কি ঘোর বিপদ্ মোর, কোথা আজি তুমি ?
মদিনার বহুতর শিশু, নারী সনে—
সবংশে পশিয়া আহা কারবালায় আমি,
ভীষণ যাতনা ভোগি মরিছে পরাণে।"
"রক্ষিবে কে ! এ বিপদে হায়রে বান্ধব !
জীবনের শেষ আশা ! নিবিলে অকালে ;
ফেলে মোরে ধরাকূপে হিতাকাঙ্ক্ষী সব
মিশিছ ক্রমেই যে'য়ে অনন্তের কোলে !"
"হায় আরবের প্রিয় সহস্র জীবন !
মিলাইলে চিরতরে কুফার প্রান্তরে,—
যে'য়ে মোর হিতকল্পে, করি প্রাণপণ,
ছেড়ে প্রিয় পরিবার, মাতৃভূমিতরে।"

"কহ দূত দয়া করি শুনি সে কথন,
কুফার সে দুর্ঘটনা, ভীষণ প্রলয় !
মরিল কেমনে মোর প্রিয় লোকগণ,
কওনা বিবরি তাহা শুনি সমুদয় ?"
"নির্ব্বাত জলধি যেনে প্রেরি জন-তরি,
চিন্তি নাই ডুবিবে তা অবিশ্বাস-ঝড়ে ;
হ'লাম সর্ব্বস্বহারা—কড়ার ভিখারী,
আবদুল্লা পাপীর ঘোর বঞ্চনায় পড়ে !"
"যখন সকলে গেল কুফার সহরে,
বলিল কাঁদিয়া দূত আবদুল্লা 'হারাম'
মোস্লেমে আদরি নিয়ে মহা সমাদরে,—
গোপনে 'এজিদ' কাছে ভেজিল 'পয়গাম' ।"
"মহাবীর আরবের এমাম বিশ্বাসী,
সহস্র সৈনিক সহ মোস্লেম-কেশরী,
আমার কৌশলে মুগ্ধ কুফাভূমে আসি ;
পাঠাও বিপুল সেনা বিনাশিব অরি ।"
"মিশিলে প্রবল নদী, মহা-সিন্ধুসনে,
নিবারে কে গতি তার ? এমাম সহিতে
মিশিয়া মোস্লেম বীর পশে যদি রণে,
কে আছে সে মহাগতি পারে যে রোধিতে ?"

সেই সমবেত শক্তি প্রবল ধারায়
ভাসিবে তোমার চির আশার কল্পনা,
ভাসে তৃণরাশি যথা নীরধি বন্যায় ;
যাইবে কোথায় চ'লে র'বেনা ঠিকানা"।
"প্রসারিয়া মায়া-পাশ করে'ছি বন্ধন,
মোহ-মুগ্ধ নরসিংহ পারি কি ছাড়িতে ?
দক্ষ সেনাপতি, সৈন্য,—পাঠাও রাজন্‌
অচিরে একুফাপানে,—অরাতি বধিতে !"
"মহাকায়-গজসনে মিশিলে শার্দ্দূল,
পারে কি মৃগেন্দ্র বল রক্ষিতে জীবন ?
তব সহ রণে আসি মিলিলে আবদুল,
নিশ্চয় এবার তবে এমাম-পতন !"
"হইবে খতবা পাঠ মোস্‌লেম জগতে
তব হিতকল্পে প্রতি মসজিদঘরে,
র'বেনা বিরোধী আর আরব দেশেতে ;
ধ্বংসীভূত শত্রু তব হ'বে এই বারে।"
"এবার 'জয়নব' লাভ হ'বে তব স্থির,
শোভিবে সে বামে তব ইন্দ্রাণীর মত ;
গর্ব্বিত আরব ভয়ে নোয়াইবে শির,—
গরুড় দেখিলে যেন অহিকুল নত !"

"কৌশলে মোস্‌লেম হাতে এমাম নিকটে
দিয়াছি লিখা'য়ে ইহা "আরজ হজরত !
আবদুল্লা জেয়াদ এই বিষম শঙ্কটে
প্রাণান্ত সাহায্য তব করিবে 'আল্‌বত' !"
"প্রকৃত বিশ্বাসী সেই নবীর উম্মত,—
কুফার স্বাধীন নৃপ, প্রবল প্রতাপ ;
বড় ইচ্ছা করে তাঁর,—তোমার 'খেদ্‌মত',
দমিতে দুশ্মন তব বিপদ সন্তাপ !"
"সসৈন্যে আনন্দে এথা রহিলাম আমি,
ল'য়ে পোষ্য-পরিবার, হে এমাম বর !
সত্বর রওয়ানা হও কুফাপানে তুমি,
না শুনিয়া কারো কথা না করিয়া ডর।"
"জাঁহাপানা, মহামান্য দামেস্ক-ভূপতি !
এই মাত্র দূতমুখে পাইলাম তত্ত্ব,—
ল'য়ে নিজ পরিজন তব অরিপতি
এমাম, মদিনা হ'তে হ'য়ে বিনির্গত"—
"রজনীর সুনিবিড় তিমির প্রভাবে,
তব সুপ্রসন্ন, দীপ্ত অদৃষ্টের জোরে,
দিক্-ভ্রান্ত, পথ-হারা হ'য়ে তাঁরা সবে,
যে'তেছে ভীষণ মরু কার্‌বালা-প্রান্তরে।"

"উপস্থিত শুভ যোগ সঙ্কল্প সাধনে,
পাঠাও দু'ভাগে সৈন্য কার্বালা, কুফায়.
বিলম্ব সঙ্গত নহে অরাতি নিধনে ;
জাঁহাপানা, শত্রুবধে এই সদুপায়।"
"তোমার চরণে মোর শেষ নিবেদন,
করি'ছি যে স্বার্থলোভে নবীবংশ নাশ,
রক্ষিও সে প্রতিশ্রুতি এই আকিঞ্চন ;
সৌজন্যে তোমার মোর সুদৃঢ় বিশ্বাস" !
বলিতে মুহূর্ত্ত ক্ষোভে নীরবিল দূত,
হুঙ্কারিয়া ঘনরবে বিকট গর্জ্জনে
ধীরতার অবতার ফতেমার সুত,
কহিলা বিকট নাদে, ঝটিকা-স্বননে,—
"অবিশ্বাসী, মহাপাপী, আবদুল্লা পামর,
মোস্লেম-কুলের ছাই, বিশ্বাস-ঘাতক,
না ভেবে' অন্তরে বিন্দু নরকের ডর,
সঞ্চিল অনন্ত তরে অক্ষয় পাতক !"
"নশ্বর ঐশ্বর্য্য-লোভে, মানের আশায়
"ইমান" অমূল্য ধন, ডুবাইল নাম,
প্রতারক কত ঘৃণ্য হইল ধরায়,
পোষিত হৃদয়ে পাপী কত ঘৃণ্য কাম" !

"নবী মাতামহ মোর, ধর্ম্মপ্রচারক,
আমি সমাধির তাঁর সেবক অধম,
জানিতাম তারে খাঁটি রছুল-সেবক,
করিল সে আহা কিবা জুলুম বিষম !"
"লিখিল আমায় "এ'স নির্ভয়ে কুফায়,"
"লিখা'ল মোস্লেমে দিয়া সে কথা হারাম,"
ত্যজিয়া মদিনা আমি তাহার কথায়,
করিনু কি আহাম্মুকি বোকামির কাম !"
"বহুতর লোক, শিশু, অবলা আওরত,—
আরবের নিরদোষ অধিবাসিগণে,
বাহিরি কথায় তার, এই মছিবত !
ঠেকিনু বিষম ফাঁদে কার্বালাপ্রাঙ্গণে।"
"তিনদিন অনশন সবে জলের কারণে,
শিবিরে রন্ধন নাই, উঠিছে রোদন ;
মরে যত শিশুগণ সলিল বিহনে,—
পিপাসায় অনাহারে লোক সর্ব্বজন !"
"রে দুর্ম্মদ মহাপাপী আবদুল্লা সয়তান !
কি করিলি কি করিলি ধনের মায়ায়,
বহা'য়ে শোণিতস্রোত নাশি এত প্রাণ,
কি গুরু পাপের-বোঝা লইলি মাথায় !"

"জলদে" "জলদে" বলে আধ আধ স্বরে,
সন্তান অমূল্য নিধি, পেয়ারের ধন,—
ত্যজিবে পরাণ সবে জননীগোচরে ;
কেমনে মা অভাগিনী ধরিবে জীবন" ?
"ডুবা'লি 'কাফেলা' মোর শোকের সাগরে,
জ্বলিবি নরকে পাপী অনন্ত জীবন !
কি ভীষণ কালানল বিদগ্ধিবে তোরে,
কাঁপিছে হৃদয় মোর করিতে স্মরণ !"
"মোস্‌লেমের সাধ্বী পত্নী আছে 'কাফেলায়',
বল্ রে অধম তাঁরে শুনাব কেমনে,—
এহৃদি বিদার কথা ? কি বলিয়ে তাঁয়
প্রবোধি দুখিনী আহা করিব জীবনে !"
"হারাইয়া জীবনের সুখের সম্বল,
হইয়া বঞ্চিতা আহা পতি-পুত্র-সুখে,
হইবে অভাগী কত অস্থিরা পাগল ;
এ চির জীবন তাঁর যা'বে কত দুঃখে !"
"মিলিবে কুফায় যে'য়ে পতির সহিত,
আছে তথা দুই সুত হৃদয়রতন,"
বেঁধে বুক ঐ আশায়, হ'য়ে আনন্দিত,
অভাগিনী মোর সনে করিছে গমন।"

"শুনিবে সে যবে, তাঁর সে আশাতরণী
গেছে কুফা-সিন্ধু-মাঝে ডুবিয়া অতলে,
কেমনে উঃ শোকাকুলা ধরিবে পরাণী ?
বিঁধিবে হৃদয় তাঁর কি ভীষণ শেলে !"
কাঁদিল সকলে এই অশুভ শ্রবণে,
পড়িল রোদনরোল, অস্থির এমাম,
কহিল কাসেদ পুন বিষাদিত মনে,
হজরত হোসেনে করি "তস্‌লিম" প্রণাম।
"এজিদ পাইয়ে পত্র হ'ল আনন্দিত,
বিজয় আশায় হ'ল প্রফুল্ল বদন,
আনন্দ-পুলকে দেহ হ'ল রোমাঞ্চিত !
লিখিল মদিনা যথা অলিদ মারওয়ান"।
কুফায় মোস্লেম আছে লিখিল জেয়েদ,
যে'য়ে ত্বরা সেই দেশে ঘেরিয়া তাঁহায়,
সসৈন্যে বিনষ্ট কর অথবা কয়েদ ;—
কুফায় জীবিত তারা যেন নাহি রয়"।
"এইমাত্র কাছে মোর লিখিল আবদুল,
সদলে এমাম আজ যে'তে সে কুফায়,
রজনী আঁধারে করি গন্তব্যের ভুল,
যাইছে ভীষণ মরু "দস্ত কারবালায়" !

"লক্ষ সৈন্য সমবায়ে 'সীমার', 'ওমরে',
পাঠা'য়ে দিতেছি তথা এমামে বধিতে ;
সাধিয়া কুফার কার্য্য অতীব সত্বরে,
তোমরাও কারবালায় মিশিবে রণেতে।"
"পে'য়ে রাজকীয় আজ্ঞা 'অলিদ', 'মারওয়ান'.
উঠায়ে শিবির-রাজি ত্বরা মদিনার,
কুফার সহরপানে করিয়া প্রয়াণ,
আচ্ছাদিল সৈন্যজালে চারিধার তার।"
"বলিল,—'জেয়াদ' চক্রী মোস্লেমের তরে,
অগণ্য দামেস্ক সৈন্য ঘিরিছে আসিয়া
লুঠিতে সহর মোর, বধিতে তোমারে ;
বিনাশি অরাতি এস উভয়ে মিলিয়া।"
"কুফার প্রবল সৈন্য মিশে তব সনে,
নাশিবে এজিদ-দর্প সমরপ্রান্তরে ;
যেন আর দুরাত্মান কভু এ জীবনে,
এমামের মন্দভাব না কল্লে অন্তরে।"
"সাজিয়া সসৈন্যে রোষে মোস্লেম সরদার,
বধিতে দামেস্ক-সেনা,—তোমার অরাতি,
বাহিরিল বীরদাপে করে' 'মার' 'মার' ;
করিল দুষ্কার্য্য এক জেয়াদ দুর্ম্মতি!"—

"নিক্ষেপি আরব-সৈন্য সে শত্রু-সাগরে,—
রোধিল দুর্গের দ্বার জেয়াদ 'সয়্তান্' ;
ইচ্ছিল আশ্রয় তারা না পে'য়ে সহরে,
ভয়াবহ রণে যেন করে আত্মদান !"
"বুঝিল মোস্লেম সব, ঘোর ষড়যন্ত্র,
আবদুল্লা পাপীর ঘৃণ্য অন্যায় ছলনা ;
আকস্মিক দুশ্চিন্তায় হইয়া বিভ্রান্ত,
পাইল সরল প্রাণে গভীর যাতনা !"
"জীবনে নিরাশ হ'য়ে, তোমার দর্শনে,
প্রিয় জন্ম-ভূমে আর আত্মীয় বান্ধবে,
কহিলা কাতরস্বরে প্রিয় সঙ্গিগণে,—
এ'স লভি বীর-শয্যা এ কাল আহবে।"
"দেখিব না বুঝি আর প্রিয় জনগণ,
এমামের—স্বদেশের সে প্রিয় মূরতি !
এ'স তবে কুফা-ভূমে করে' ঘোর রণ,
চিরতরে বীরত্বের লভিগে সুখ্যাতি।"
"বীরপুত্রপ্রসবিনী আরব জগতে,
প্রিয় সুত মোরা তার, স্বাধীনতা প্রাণ,
স্মরি প্রিয় মাতৃভূমি, হাসিতে হাসিতে
ত্যজিয়া এ দেহ, তার বাড়াইব মান !"

কারবালা

"হ'বে একদিন যদি অবশ্য মরণ,
ধ্বংসশীল এই ধরা ক্ষণিক আবাস,
বিসর্জ্জিয়া কেন তবে স্বাধীনতা ধন,—
হ'ব ভীরু, কাপুরুষ, দৌর্ব্বল্যের দাস ?"
"প্রকৃত বীরের মত মুক্ত অসিকরে,
বিনাশি বিপক্ষগণে, প্রাণান্ত আহবে ;
ভাসা'য়ে জীবনতরী শোণিতের নীরে,
এসনা আনন্দে যাই দেবধামে সবে।"
"আল্লা হো আকবর" রবে বিকম্পি মেদিনী,
ক্ষণ-প্রভা-রশ্মি প্রায় ঝলসি কৃপাণ -
আরম্ভিলা মহারণ, কাঁপায়ে ধরণী,
অরবের সেই প্রিয় সহস্র পরাণ !"
"সেই দ্বিসহস্র ভুজে হইল কি বল,
প্রিয় ভূমি মদিনার সুধাময় নামে।
কি সুরভী উত্তেজনা করিল চঞ্চল,—
পশাইতে শান্তিময় নন্দনের ধামে !"
"রঞ্জিল রুধির-রঙ্গে কুফার প্রান্তর,
অসংখ্য বৈরির মুণ্ড গড়াগড়ি যায়,
দামেস্ক সৈনিক রণে হইয়া কাতর,
যথা রম্ভা তরু, ঝড়ে পড়িছে ধরায় !"

"দেখিল জেয়াদ উঠে "মিনার" উপরে—
মুষ্টিমেয় আরবীর অতুল বিক্রম ;
বহিছে শোণিতস্রোত সমরপ্রান্তরে ;
প্রত্যেক আরবী যেন কালান্তক যম !"
"করিছে রাক্ষসী নৃত্য, কোদণ্ড টঙ্কার,
ছুটিছে রক্তের ধারা ঝলকে ঝলকে !
'দীন্' 'দীন্' 'মার্' 'মার্' শব্দ হুহুঙ্কার !
বিধ্বংস দামেস্ক-সেনা পলকে পলকে !"
"জ্বলন্ত ভাস্কর-তুল্য মোস্লেম-সর্দার,
অরাতি অস্থির তাঁর অমানুষী তেজে ;
শুইছে সমরে কত সংখ্যা নাই তার,
কাঁপিছে সমরাঙ্গন গম্ভীর গরজে !"
"স্বল্পসংখ্য আরবীর দেখি পরাক্রম,
সমর-চালনা-নীতি, দুর্জ্জয় সাহস,
আবদুল্লা জেয়াদ মনে গণিল বিষম ;—
শৌর্য্য বীর্য্য শক্তি তাঁর হইল অবশ।"
"দেখিল সভয়ে পাপী, দামেস্ক-সৈনিক,—
ঝড়-ভগ্ন তরু যেন, শুইছে সয়নে ;
পলাইছে দিকে দিকে মেষের অধিক—
কুক্কুর তাড়িত প্রায়, ভয়ভীত মনে !"

"প্রমাদ গণিল দেখে' মোস্লেম-বিজয়,
চিন্তিল বিষণ্ণ চিতে ভাবী হিতাহিত,
কুফাতে দামেস্ক-সেনা হ'লে পরাজয়,
মোস্‌লেম এমামসনে মিশিবে নিশ্চিত।"
"এ দুই বীরের হ'লে শুভ সম্মিলন,
হইবে দুর্জয় এক প্রবল শকতি,—
নাশিবে দামেস্ক—কুফা করে' ঘোর রণ ;
র'বেনা মোদের তবে রাজ্য, বংশ, জ্ঞাতি।"
"এরণে পরাস্ত হ'লে ডুবিবে অতলে,
এজিদের আকাঙ্ক্ষিত "নেতৃত্ব," "জয়নব,"
আমার লাভের অঙ্ক ডুবাইবে জলে,—
অর্থ, রাজ্য, পদ, মান যত ইতি সব।"
"মোস্‌লেমের বীর্য্যে শুধু আজি কুফা নয়,
কম্পমান থর থর দামেস্ক-আসন।
রাজ-ভাগ্য আমাদের পাবে ঠিক লয়,
যদি আজ আরবীরা জয় করে রণ।"
"সেই প্রতারণা মোর হ'লে প্রচারিত,—
করে'ছি এমাম সনে যেই ঘৃণ্য কাজ,
বিশ্ব-নর-কুলে আমি হ'ব কি ঘৃণিত !
ঘোষিবে কু-কীর্ত্তি মোর মানবসমাজ।"

"কলঙ্কের ডালি যবে ল'য়েছি মাথায়,
অবশ্য পশিব এই অরাতি-সংগ্রামে ?
যা আছে অদৃষ্টে হ'বে, যা করে ধাতায়,
মিশিয়া 'মারওয়ান' সহ বধিব মোস্লেমে।"
"বাহিরিয়া কুফাপতি সসৈন্যে সমরে,
মিশি—মারওয়ানের সহ আরম্ভিল রণ ;—
ঘিরিল মোস্‌লেম বীরে সৈন্য স্তরে স্তরে,
বরিষার ধারাপ্রায় চমূ অগণন।"
"জয়াশায় স্ফীত-বক্ষ, শ্রান্ত ক্লান্ত রণে
আরব সৈনিকবৃন্দ, দেখিল সভয়ে।
ঘিরিছে তা'দিগে এ'সে কুফা-সৈন্যগণে ;
'মার্‌ওয়ান' 'জেয়াদ' রণে মিলিত উভয়ে।"
"ঘৃণা-বিজড়িত কণ্ঠে পরুষভাষায়,
নাদিল মোস্লেম, যেন জলদ-নিক্কণ ;—
"রে দুরন্ত অবদুল্লা ঘোর দুরাশয়,
প্রতারক-শিরোমণি, অধম জীবন !"
"এজিদ হইতে পাপি ! ঘৃণ্য তুই বেশী,
তোর মত জগতে কে বিশ্বাসঘাতক ?
মাখিলি বদনে যেই কালিমার রাশি,
লইলি মস্তকে যত বিপুল পাতক ;—

"কম্বি যুগযুগান্তর নরকে যাপন,
করিলে অনন্তকাল মহাদণ্ড-ভোগ,
এ পাপে বিমুক্তি তোর হ'বে না কখন;
সঞ্চিলিরে চিরতরে কত পাপরোগ।"
"কলুষিলি ধরা-বক্ষ ওরে নীচাশয়,
কুসুমে কীটের মত মিত্ররূপে তুই—
দংশিলি ছলনা-বিষে, জীবন সংশয়;
হৃদয়ের অন্তস্তলে রন্ধ্র, শনি হই!"
রঞ্জিলি নরের রক্তে কুফারপ্রান্তর,
সোণার মদিনা পুরী করিলি শ্মশান;
ইস্‌লামের কত ক্ষতি করিলি পামর,—
বধিয়া অকালে বহু বিশ্বাসীর প্রাণ।"
"ইস্‌লামের বর্দ্ধমান যৌবন-কৈশোরে,
তার এই ভয়াবহ বিপদের দিনে,
রঞ্জিলি আপন রাজ্য স্বধর্ম্মীর নীরে,
কি ভীষণ আঘাতিলি তাহার পরাণে!"
"বলিল জেয়াদ হেসে; হতাশ যুবক!
রম্য ধরা—কুঞ্জবন ছেড়ে অনিচ্ছায়
যে'তেছ অকালে চলে'; এ রণপাবক
দহিবে অচিরে, যা'বে মিশে কাল-গায়।"

"পে'তেছ আঘাত কত ছাড়িতে জীবন !
এদশায় এ যাতনা সকলেরি হয় ;
বলিলেও আরো শত কঠোর বচন,
এ অন্তিমে দোষ তব ক্ষমিব নিশ্চয়।"
"আনন্দ-বারতা এক বলিব তোমারে,
শুনিলে যাতনা তব হ'বে লঘুতর,
হেরিলে নিজের মত বিপন্ন অপরে,
ধীরতা সান্ত্বনা ভাব উপজে সত্বর !"
"প্রাণাধিক মিত্র তব হোসেন যে আজ,
হারা'য়ে কুফার পথ নিবিড় আঁধারে,—
উপনীত কার্‌বালার মরুভূমি মাঝ ;
রঞ্জিতে মরুর বক্ষ বুকের রুধিরে।"
"কহিলা মোস্লেম কেঁদে করি 'হায়' 'হায়' !
কি মরম-ভেদী কথা শুনা'লিরে মোরে,
পুণ্য-স্মৃতি রছুলের র'বে না ধরায় ?
হ'বে কি নির্ব্বংশ তিনি ধরণী ভিতরে ?
"হে এমাম ! ছিল তব এই লেখা ভালে,
পড়ে প্রতারণা-ফাঁদে ত্যজিতে পরাণ ?
কত ধর্ম্মভাব, পুণ্য লইয়া অকালে
নব ফল-প্রসূ তরু পতনসমান"।

"দুগ্ধপোষ্য শিশু, নারী, ল'য়ে পরিবার,
সোণার মদিনা পুরী করে' বিসর্জ্জন,
ভীষণ মরুতে বুঝি মরণ তোমার ;—
লিখিল বিধাতা এই অশুভ লিখন !"
"মোস্লেম পর্ব্বত হ'তে নেত্র-রন্ধ্র দিয়া,
বাহিরিল অশ্রু-নদী তিতি দেহাচল—
মুখ, বুক, জঙ্ঘা, পদ, ভূমি ভাসাইয়া—
বহিতে লাগিল তেজে করে' কল্ কল্" !
"ভেসে' গেল দুঃসংবাদ-প্রবল-সলিলে—
মোস্‌লেমের নির্ভীকতা, বীরভাব যত ;
উলঙ্গ কৃপাণ গেল খসে' মহীতলে,
হইল অজ্ঞান, হ'য়ে ভূতলে পতিত !"
"এ পতন মহানিদ্রা ঘুচিল না তাঁর ;
কুফার ভূমিতে এবে হ'ল চির তরে,
সে সহস্র প্রিয় বীর শায়িত তোমার—
চির তরে, কীর্ত্তি-ক্ষেত্র সে কুফা-প্রান্তরে !"





তৃতীয় সর্গ।

কার্‌বালা প্রান্তর,—এজিদ শিবির।

মিষ্ট জলা, কলকলা ফোরাত পূরব তীরে,
দামেস্ক-শিবির-রাজি শোভিছে কি বাহারে!
উড়িছে বিচিত্র-বর্ণ-খচিত্ত পতাকাচয়,
ধ্বনিছে বিকট নাদে উষ্ট্র, গাধা, গজ, হয়।
হ'তেছে মধুর তালে জাতীয় সঙ্গীত গান,
বাজিছে সমরবাদ্য উঠিছে গভীর তান!
সে বাদ্যের তালে তালে ফোরাত সঙ্গীত গে'য়ে,—
তর তর তর বেগে চলে'ছে নাচিয়ে ধে'য়ে।
মিশিতে অনন্তসনে কি আনন্দভাব তার,
বিদায়-সম্ভাষভরে চুম্বিছে সে দুই ধার!
সজ্জিত শিবিরমাঝে বহুমূল্য সুখাসনে,
উপবিষ্ট সেনাধ্যক্ষ 'ওমর' প্রশান্ত মনে।

নিকটে 'সামার' তাঁর সহযোগী সেনাপতি,
চলে'ছে তাঁদের আজ গোপন মন্ত্রণা অতি !
আশু-সম্ভাবিত রণ বিজয়ের উচ্চাশায়,
কি আনন্দ সীমারের ফুটিয়া উঠিছে গায় !
হ'য়ে মত্ত দুরাশায় সীমার পুলক ভরে,
বলিল সফল চেষ্টা হ'ল এত দিন পরে।
সদলে শিকার আজ আবদ্ধ অচ্ছেদ্য পাশে,
হোসেন কার্‌বালাভূমে, মোস্লেম কুফার দেশে।
হয়ত হইয়া গেছে মোস্‌লেমের প্রাণ নাশ,
ফুরাইছে হোসেনের সাধের মরতবাস !
'মারওয়ান', 'অলিদ' বীর মোস্‌লেমে বিনাশ করি,
মিশিবে মোদের সনে নাশিতে এমাম অরি !
'আবদুল্লা' 'জেয়াদ' বন্ধু আসিবে কুফার পতি,
এইবার এমামের নাহি আর অব্যাহতি।
অগণ্য সৈনিক-জালে ঘিরিছে ফোরাত-তীর,
পারিবে কি নিতে অরি নদীর পানীয় নীর ?
অবরুদ্ধ মরুমাঝে পিপাসায় অনাহারে,
বিনারণে মহাশত্রু ধ্বংস হ'বে এই বারে।
পূর্ণ হ'বে 'এজিদের' হৃদয়ের মনস্কাম,
নাশিবে এমামবংশ বিশ্বে না রহিবে নাম।

হইবে মদিনা মক্কা এজিদের করগত,—
'খলিফা' স্বীকার তারে করিবে আরবী যত।
হ'বে সে মোসলেম রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি,
'জয়নব' মহিষী হবে গরবিণী ভাগ্যবতী !
অপরূপ কালপট বিবর্ত্তিছে নিজ হ'তে,
নবদৃশ্য অভিনেতা প্রবেশিবে এদেশেতে !
ভাগ্যবান্ এজিদের রাশিচক্র আবর্ত্তনে,
সুখসূর্য্য সমুদিত মধুর পুলকতানে !!
অদূর ভবিষ্যকালে আরব-নেতৃত্বাকাশে,
জ্বলিবে এজিদ-রবি, তীব্র-করে মহোল্লাসে।
মোদের সৌভাগ্য-গ্রহ হ'বে সঙ্গে উজ্জ্বলিত,
এমাম-বিনাশ অন্তে যাহা তাঁর অঙ্গীকৃত।
উত্তরিল সেনাপতি ওমর গম্ভীর, ধীর,—
বলেছ' সত্যই তুমি হে মিত্র সীমার বীর !
ধরার এজীব-ধ্বংসী, ভীষণ, বিকট অংশে,
এমাম হোসেন হ'বে বিনাশিত মিত্র-বংশে।
ভাতিবে এজিদ-ভাগ্য সৌভাগ্য-রবির করে,
উড়িবে দামেস্ক-ধ্বজা মক্কা মদিনার শিরে।
লভিব সম্মান মোরা, যদিও [illegible] রাজি,
কিন্তু ভাই [illegible] আজি

দহি'ছে বিষম দাহে, পোড়ে যেন দাবানল—
বনভূমি ; ভ্রাতৃবর ! মন মোর কি চঞ্চল !
আজীবন যুদ্ধে রত, রণে পাই কত সুখ,
যুদ্ধস্থলে কি আনন্দ হেরিলে অরির মুখ।
ধমনী নাচিয়া উঠে যে'তে রণস্থলমাঝে,
ভুলি ক্ষুধা, তাপ, ভয়,—মাতিলে সমর কাজে।
"কিন্তু এ'সে কার্‌বালার পাশব, অধর্ম্ম রণে,
বিবেকের কি যন্ত্রণা ভোগিতেছি নিত্য প্রাণে।
বিপক্ষ বিপন্ন, তাঁর ল'য়ে পোষ্য পরিবার,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আহা করিছে কি হাহাকার !
সমর ইচ্ছুক নহে, পথভ্রান্ত ক্ষুণ্ণ জনে,
কেমনে বধিব বল, হেন অনুচিত রণে ?
অপোগণ্ড বহু শিশু, অসহায় কুলনারী,
অস্ত্রহীন নরগণে কেমনে বিনাশ করি ?
খে'য়ে জীব স্বাদু জল লভিতে নূতন প্রাণ,
র'য়েছে ফোরাত এই মরুধারে বহমান।
রোধিয়াছি মোরা তার স্বাভাবিক জলধারা,
কত নর, কত পশু, পিপাসায় যা'বে মারা !
আরব-উদ্ধারকর্ত্তা, মহাপ্রাণ মোহাম্মদ,
অসহায় বংশে তাঁর আহা আজি কি বিপদ !

গৃহচ্ছেদে, অত্যাচারে, ছিন্ন ভিন্ন এই দেশ,
পরিয়াছে গুণে যাঁর সত্য ও শান্তির বেশ ;
এ নব জীবন দেশ পে'য়েছে যাঁহার গুণে,
করিব নির্ব্বংশ তাঁরে কেমনে অধর্ম্মরণে ?
নাহি কাজ জয়-মাল্যে, পশিব না এ সমরে,
অক্ষয় কলঙ্ক কেন লইব মস্তকোপরে ?
হব পাপী, মহা ঘৃণ্য, কালে কালে ইতিহাসে,
হইবে নরকে গতি পরকালে এই দোষে !
করে'ছি জীবনে আমি অসংখ্য ভীষণ রণ,
হেন অনুচিত যুদ্ধ করি নাই কদাচন।
দস্যু-তস্করের মত পথিকের 'পরে পড়ে',
বধিব জীবন তার নিব কি সর্ব্বস্ব কেড়ে' ?
যাপিয়া গৌরব-আয়ু, ধর্ম্ম-রণস্থলমাঝে,
অন্তিম সময়ে হেন মাতিব গর্হিত কাজে ?
ন্যায়ের বিমলালোকে করি সদা বিচরণ,
অন্যায় তিমিরে শেষে করিব কি পদার্পণ ?
নারবিলা সেনাপতি আঘাত পাইয়া প্রাণে,
'সীমার' প্রমাদ বড় চিন্তিল আপন মনে।
ভাবিল শিকার এসে পড়িয়াছে বাগুরায়,
ব্যাধের দৌর্ব্বল্যে বুঝি ছুটে সে পলা'য়ে যায় !

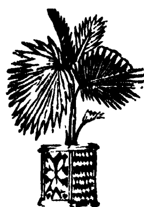
এত চেষ্টা, অর্থনাশ, যে এমাম বিনাশিতে,
পদোন্নতি, ধন, মান, লাভ হ'বে যে কাজেতে!
বিনাশিবে দয়াঝড়ে আশা-অট্টালিকা ধন ?
ভেসে' যা'বে 'এজিদের' এ বিরাট আয়োজন ?
যাঁর মস্তকের মূল্য বহু ধন, রাজ্য হয়,
বেশী দিন দেওয়া তাঁরে বাঁচিতে উচিত নয়।
'ওমর' হ'য়েছে বৃদ্ধ,— পূর্ণ তাঁর নাম, কাম ;
আমিত যুবক,—চাই পদ, ধন, যশ, নাম।
সম্রাট্ এমাম্ মুণ্ড—পারি যদি দেখাইতে,
সৌভাগ্য-ভাস্কর মোর বিভাসিবে ভালমতে !
পাইব জায়গীর, ধন, রহিব আমীরি হালে,
স্মরিবে দামেস্ক মোর এই কীর্ত্তি কালে কালে।
হ'ব রাজ-প্রিয়পাত্র, যদি এই কার্য্য করি,
পাইব নিশ্চয় তবে আরবের সরদারি।
ভাবি মনে এই সব হ'য়ে কম্পান্বিত প্রাণ,
বলিল "হে সেনাপতি কর বাক্য অবধান"।
"এজিদের ভৃত্য মোরা তাঁর অর্থে ধরি প্রাণ,
তাঁর শত্রু তাঁর মিত্র করিব তদ্রূপ জ্ঞান"।
"চাকরের স্বাধীনতা নাহি কোথা কোন কালে,
চলিতে হইবে তারে মনিবের হালে চালে"।

চাকর ধারিবে কেন দর্শন, বিজ্ঞান ধার ?
প্রগাঢ় যুক্তি ও তর্ক পাণ্ডিত্যে কি কাজ তার ?
অধীন পারে কি কভু ভাল মন্দ বিবেচিতে ?
কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য কর্ত্তার ইঙ্গিত মতে।
চাকরের স্বাধীনতা মনিবের ইচ্ছাগত,
নাচিবে তুড়িতে তাঁর কলের পুতুল মত।
নাহি তার ইচ্ছাশক্তি, হিতজ্ঞান, স্বাধীনতা,
কিবা তার ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সরলতা।
চাই নিত্য হাসি, কান্না, চাকরের তহবিলে,
শুষ্ক হাসি, মায়াকান্না দেখা'বে দরকার হ'লে।
পরাধীন জীবনের মরতে নরক ভোগ,—
ঘুচিবে না, না-দূরিলে ঘৃণিত দাসত্ব রোগ !
ঐ সব নানা গুণে না হইলে বিভূষিত,
হয়না অধীন জন মনিব-পছন্দ মত।
ভাসা'য়ে বিবেক—ধর্ম্ম প্রভুর বাসনা-জলে,
ইঙ্গিতে হইবে ভৃত্য চালিত ধরণীতলে।
মোরা পরাধীন লোক নাহি স্বাধীনতা ধন,
করিতে অবশ্য বাধ্য কার্‌বালার এই রণ।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম রণ কেন বিচারিব মনে ?
হইবে এজিদ দায়ী তজ্জন্য ঈশের স্থানে।

ভেবে দেখ মনে মনে যাঁরা রাজকীয় অরি,
কেমনে তা সবে মোরা দয়া প্রদর্শন করি ?
রোধিতে ফোরাত-তীর মনিবের আজ্ঞাবাণী,
পারি কি বিপক্ষে তাঁর দিতে সে নদীর পানী ?
নিযুক্ত হ'য়েছি মোরা করিবারে এই রণ,
অন্যথা করিলে হ'বে কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন।
হ'ব তবে রাজদ্রোহী, বিশ্বাস ভঙ্গের দোষী,
করিব তদ্রূপ কাজ মনিবের যাহা খুসি,
শত্রু কি দয়ার পাত্র, বিশ্বাসভাজন হয় ?
অরি ত নিয়ত অরি, সে কভু বান্ধব নয় !
যে করে বান্ধব জ্ঞান প্রকৃত শত্রুর তরে,
নির্ব্বোধ তাহার মত নাহি আর এ সংসারে !
করে যে শত্রুকে ক্ষমা দয়াগুণে অনায়াসে,
দুর্ব্বল বলিয়া তারে শত্রুজন উপহাসে !
বিতরিবে দয়া-ধন প্রকৃত পাত্রের তরে,
অপাত্রে অর্পিলে তাহা দৌর্ব্বল্য-সূচনা করে !
শত্রুতে কি ছোট, বড়, যুবক, বালক জ্ঞান,
দহে নাকি বহ্নিকণা সুবিশাল রম্য স্থান ?
কণামাত্র কালকূট জীবন বিনাশ করে,
বিষধর অহি-শিশু-দংশনে মানব মরে।

করে না কি ব্যাঘ্রশিশু নরের শোণিত পান ?
করে ত কুকীর্ত্তি-কণা লাঘব মানীর মান !
বিনাশে গোমূত্র-বিন্দু বিপুল দুগ্ধের সার,
সামান্য আঘাত ক্রমে ধরিছে বৃহদাকার !
নবীর আলীর বংশ জ্বলন্ত পাবককণা,—
একটী বালকো যেন ভীষণ সর্পের ফণা।
ধর্ম্মবলে বলী তাঁরা, রণরঙ্গে সুনিপুণ ;
বলে মত্তহস্তী তুল্য, বীরত্বের কত গুণ !
দেখে'ছি আলীর বীর্য্য লোমহর্ষ মহারণ !
অতুল বিক্রমে কত নাশিত মানবগণ !
সুযোগ্য, সুপুত্র তাঁর এমাম অজেয় বীর,
সমরে অমরপ্রায়, অচল অটল স্থির।
পশিলে কারবালা-রণে দেখিবে বীরত্ব তাঁর,
নহে সে প্রশান্ত-কূপ, মহানদী দুর্নিবার !
ভাসা'বে কার্‌বালা-ক্ষেত্র নরের রুধির-স্রোতে,
রঞ্জিবে ফোরাত-নীর নররক্তে অচিরেতে।
রবি-করে পরিশুষ্ক কার্‌বালা-বালুকা যত,
বিপুল শোণিত-নীরে সরস হইবে কত !
এ'সেছি প্রবলসনে কার্‌বালায় রণকাজে,
কেমনে পলা'য়ে যাবো পোড়া মুখ চোক্ বুজে ?

দিবে লোকে টিটকারি, ডুবিবে আশার তরি
এজিদ নাশিবে বংশ ভীষণ পীড়ন করি !
নিব কি কলঙ্ককালি মেখে নিরমল মুখে ?
অরিকে নাশিব,—নয়, মরিব সমর-সুখে।
করিব প্রাণান্তপণে কার্‌বালার এ সমর,
বধিব বিপক্ষে,—নহে, ত্যজিব এ কলেবর।
হউক কলঙ্ক, পাপ—যা আছে লিখন ভালে,
কাপুরুষ-মত হ'য়ে পলা'ব কি কার্য্যকালে ?





চতুর্থ সর্গ।



কার্‌বালা প্রান্তর,—এমাম শিবির।

এমাম ও তদীয় সহধর্ম্মিণী সাহার বানু—

কাতর বচনে কহে বিধুমুখী,
কি গতি হইবে হায়!
জলের অভাবে, শিবিরের লোক,
ভূমে গড়াগড়ি যায়!
মরে পশুগণ, কি ঘোর চীৎকার!
বিকট প্রলয়প্রায়!
করে' 'জল' 'জল,' ত্যজিছে পরাণ
দুগ্ধপোষ্য শিশু হায়!

সন্তানের শোকে ক্ষুব্ধা, উন্মাদিনী,
অবলা জননীগণ।
করাঘাতি বুকে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,
হারা'য়ে হৃদয়ধন।
এ শুষ্ক মরুর তীব্র রবিকরে,
পরিত্রাহি ডাকে সবে।
কত মুখরিত নির্জ্জন কার্‌বালা
ব্যথিত কাতর রবে!
পারি না দেখিতে, হেন বিভীষণ
বিভৎস ঘটনা আর।
মরমে মরমে লাগিছে আঘাত
যেন শেল ক্ষুরধার।
কাঁদিতে কি দুঃখী এসেছি জগতে?
কাঁদিবে জীবন ভ'র?
কাতর বিলাপে, হয়না ব্যথিত,
এমন নির্দ্দয় নর।
দয়াল প্রভুর সৃষ্টির'প্রধান
মানুষ নিঠুর কেন?
ব্যথিতবেদনে, শিশুর রোদনে,
গলে না কি কা'রো মন?

প্রাণের আরাম, স্নেহের সন্তান—
মায়ের হৃদয়নিধি।
ধরিছে জীবন, কিসে নরগণ
তাহাকে পরাণে বধি ?
জীবে প্রেমভাব, শিশুতে করুণা,
নাহি কি মরতপুরে ?
বিপন্ন-পীড়ন ঘোর কুহেলিকা
এল কি জগৎ ঘেরে ?
সে পুণ্য-মদিনা, আর দেখিব না,
যেখানে এ ভাব নাই ;
দয়ায়, ক্ষমায়, হ'য়ে বিমণ্ডিত
মানব সকলি ভাই !
দেখিলে পরের বিপন্ন সন্তান,
নয়নে অশ্রুর ধার,
টে'নে নর তারে, ল'য়ে হৃদি স্থলে,
মুছায় নয়ন তা'র !
মদিনার সেই, পুণ্য দৃশ্যরাজি,
বল প্রাণ-স্বামী মোর !
দেখিব না বুঝি এ জনমে আর,
জীবন-নিশা যে ভোর !

বিপক্ষ নিকটে, যে'য়ে প্রাণনাথ !
বিনয়ে কাতরে বল,
শিশুগণ তরে দয়া করি তা'রা
দেয় যেন কিছু জল।
শিশু কি দুশ্মন, শিশু কি অপর,
শিশু কি নিজেরি নয় ?
বলিবে বিস্তারি শিশুর অবস্থা,
দিবে জল মনে হয় !
শিশুর ব্যথায়, পোড়েনা পরাণ,
হেন কি মানুষ আছে ?
দেখুক অবস্থা মোর এ' শিশুর,
ন্যাওহে তাদের কাছে !
বলিও সে সবে দেখা'য়ে ইহায়,
হেন শীর্ণ সব শিশু !
ঘোর পিপাসায় অস্থি-চর্ম্ম সার,
মরিছে অকালে আশু।
স্নেহের আক্‌বর, অস্থির আসগর,
প্রাণের সখিনা ধন ;
কাসেম, জয়্‌নালে করে' নিরীক্ষণ
যদিও কাঁদিছে মন।

মজে'ছি আমরা পুত্র কন্যা ল'য়ে,
তাতে নয় তত দুখ ;
অন্য জননীর সন্তান-ব্যথায়
যেমন জ্বলিছে বুক।
লভিয়া সাধের মানব জনম,
কত আশা,—কর্ম্ম ল'য়ে,
শৈশব-জীবনে, আত্মীয় সকল
যে'তেছে বিদায় হ'য়ে ?
লও, তব হাতে সঁপিছি রতন,
হয় দেখিব না প্রাণে,
এর প্রাণ দিয়ে(ও) যদি পাই জল,
সান্ত্বনা মানিব মনে !
এক সন্তানের প্রাণ বিনিময়ে,
পাইলে ফোরাত-পানা,
হইবে স্বার্থক গর্ভরক্ষা মোর,
বাঁচিবে অসংখ্য প্রাণী,
অরিগণ কাছে তুমি নাহি গেলে,
নাথ ! আমি যাব তবে,
আরব্য মাতার দুখের কাহিনী
বিবরি কহিব সবে !

সম্ভ্রম, সরম, মান অপমানে
দিয়ে সব বিসর্জ্জন,
বিমুক্ত ময়দানে, যাব আমি তথা,
যেখানে বিপক্ষগণ !
ক্রন্দনের রোলে, করিব কোমল,
কঠিন বিপক্ষগণে,
অবলা-ক্রন্দনে রমণী-সন্তান
বেদনা পাইবে প্রাণে !
করুণ ক্রন্দনে, মাতৃভাবে মোর
হয়ে ক্ষুব্ধ আত্মহারা।
শোকে আন্দোলিত, হয়ে স্ফীতবক্ষঃ
ছুটিবে ফোরাত-ধারা !
অদম্য অজেয়, বাহুবলে শত্রু,
সত্য হইলেও তবে,
অব্যর্থ মাতৃত্ব ব্রহ্মবাণ ক্ষেপি,
পরাস্ত করিব সবে !
সামরিক শক্তি, পাশবিক বল,
তুচ্ছ মার হৃদি কাছে,
এই গুণে নারী শক্তি-মন্দাকিনী,
জগজ্জয় করিয়াছে !

কাঁদিলা এমাম,　　লুপ্ত নদীপ্রায়
　　হৃদয়ে বিষাদ ধারা !
স্নেহ-নির্ঝরিণী　　পত্নীর রোদনে
　　হইলা পাগলপারা !
বলে প্রেমময়ি,　শান্তিদাত্রী মোর—
　　সংসার-মরুর ছায়া,
মরত বাসিনী,　　নন্দন অপ্সরা,
　　ভূষিতা মানবী কায়া !
আর্ত্তের ক্রন্দনে,　　পরের ব্যথায়,
　　কত জ্বালা তব বুকে ;
ভুলে' আত্মব্যথা,　শোক, দুখরাশি,
　　চিন্তিতা পরের দুখে !
পরচিন্তাশীলা,　　কি আত্মবিস্মৃতা,
　　দয়াবতী তুমি বিশ্বে !
যায় নিজ সব,　　নাই সেই জ্ঞান,
　　পরচিন্তা-রেখা আস্যে !!
কি স্বরগদৃশ্য !　　মরিতেও যাঁর
　　পরহিতচিন্তা মুখে,
হইয়া বিভোর　　বিশ্বপ্রেম-ভাবে,
　　জীবন ত্যজিছে সুখে !

সে মাতা মানবী,   যে কেবল ইচ্ছে
    গর্ভজ সন্তান-সুখ ;
দেবী সে জননী,   বিশ্বসুত-তরে
    বিদরে যাঁহার বুক !
লুব্ধ, ভ্রান্ত জীব,   বিচিত্র জগত,—
    আশা মরীচিকাময় ;
বাসনা-ছলনে   হ'য়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট,
    ঘুরিছে মানবচয় !
ঢাকি'ছে প্রগাঢ়   স্বার্থ-কুজ্ঝটিকা
    ঈশরম্য সৃষ্ট দেশ,
পরার্থপরতা,   জীবে প্রেমভাব,
    অদৃশ্যে করিছে শেষ !
নিজস্ব সাধিতে   ভয়াবহ দ্বন্দ্ব
    নর পরস্পর অরি,
স্বার্থের কুহকে,   নির্দ্দোষ মানবে,
    মানুষ মারিছে ছুরি !
অবিদ্যা-দংশনে,   মুগ্ধ হ'য়ে নর,
    ভুলিয়া মোক্ষের পথ ;
জ্বলিতে নরকে   অনন্ত জীবন
    হইছে কুকাজে রত।

চতুর্থ সর্গ

কার্‌বালার এই নির্দ্দোষ পীড়ন
স্বার্থের বিকট খেলা,
নাচিয়া তাধেই প্রবৃত্তি-অসুর
করিছে তাণ্ডব মেলা !
ভ্রাতৃবিদ্বেষের রাজসূয়ে আজ
মেতে'ছে বিপক্ষগণ,
বিশ্ব-প্রেমভাব হইয়া বিস্মৃত
করিতে অন্যায় রণ।
আশা প্রলোভন— প্রগাঢ় বারিদ
ঢেকেছে বিপক্ষাকাশ !
দয়া-ভাস্করের বিমল কিরণ
সে মেঘে করিছে নাশ !
স্বার্থ-পরিশুষ্ক অরি-হৃদি-ভূমে,
মাতৃত্ব হ'বে না উপ্ত,
নীরস কুস্থানে ফলেনা উদ্ভিদ
সে যে মরু কত তপ্ত।
জানি গৃহাশ্রমে স্নেহ-সুরধুনী
তোমরা অনন্ত-ধারা,
ছুটি শতধারে প্রেমের হিল্লোলে,
করিছ মানুষে হারা !

কিন্তু এ মরুতে সে মাতৃত্ব-ধারা
হইবে না ফলবতী ;
তব মনোবাঞ্ছা হ'বে না সফল
যে আশা করে'ছ সতি !
বিষণ্ণ বদনে, ছল ছল চোখে,
সে মুমূর্ষু সুত বুকে,
বিষাদের ডালি হৃদয়ে লইয়া
কহিলা বিপক্ষে দুখে।
"জলের অভাবে আমার শিবির
হ'য়েছে শ্মশানপ্রায় ;
ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, মায়ের সর্ব্বস্ব
অকালে মরিয়া যায় !
দেখ এই শিশু ক্ষুৎপিপাসায়
হয়েছে মরার প্রায় ;
এই শিশু-সম শীর্ণ শিবিরের
সকল বালক হায় !
সন্তান-সম্পদে হয় সবে সুখী
এই মর বিশ্বধামে,
জান তা'র মায়া, দাও কিছু জল,
আল্লাহো নবীর নামে।

দোষী যদি আমি তোমাদের কাছে,
বধ মোরে জল বিনে ;
দাও কিছু বারি, এই নিরদোষ
মুমূর্ষু বালকগণে।
কি দোষে বধিছ লোক জনে মোর,—
উষ্ট্র গাধা ঘোড়া আদি ?
রক্ষা করি সবে, মার না আমায়,
পা'বে ধন মান যদি।
পারি না সহিতে মাতার রোদন,—
শিশুর দুর্দ্দশা যত ;
দয়া করে' ভাই, চে'য়ে খোদাপানে,
ছাড় ফোরাতের পথ।
কাতর বচনে, তিন বার হেন,
এমাম্ বিপক্ষ-স্থানে,
চাহিয়া সলিল হইয়া বিমুখ
আঘাত পাইলা প্রাণে !
আবার বিষাদে কহিলা এমাম,
গভীর যাতনা বুকে ;
হইল না আর্দ্র, তোমাদের প্রাণ,
পিপাসার্ত্তগণ-দুখে ?

মরণের ভয়,　　　শেষ ফল জ্ঞান,
　　নাই বুঝি কারো প্রাণে ?
মহাধ্বংস অন্তে,　　হিসাবের দিনে,
　　কি বলিবে ঈশ-স্থানে ?
এ ভীষণ স্থানে,　　জল রোধ করে,
　　বিনাশিলে এত নর ;
সঞ্চিলে যে পাপ,　　হ'বে না খণ্ডন
　　অনন্ত জীবন ভ'র।
বিধাতার প্রিয়,　　সৃষ্টির প্রধান,
　　নির্দ্দোষ মানব নাশে,
ভোগিবে দুর্ভোগ,　　গভীর নরক,
　　পড়িবে প্রভুর রোষে।
তৃষ্ণার্ত্ত বালক　　কহিছে কাঁদিয়া,—
　　'জল দে' 'জল দে' মাতা !
তিতিছে অভাগী　　নয়নের জলে,
　　কি দিবে, সলিল কোথা ?
বাল, বৃদ্ধ, যুবা,　　সবাই কাতর,
　　চারি দিন অনাহার ;
মরে উষ্ট্র, গাধা,　　অশ্ব, অজগণ,
　　করে' দুখে কি চীৎকার !

ভূতল-শয়নে গড়াগড়ি যায়,
শিবিরের সব মোর;
দুর্ব্বল সবাই, পারে না চলিতে,
নয়ন হ'য়েছে ঘোর!
যদিও অধীর যুবক যুবতী,
এখনো র'য়েছে জ্ঞান;
হ'য়েছে নিস্তেজ অবোধ সন্তান,
রক্ষ হে তাদের প্রাণ।
শুকাইছে মোর স্তনের জীবন,
বাঁচিবে শিশুরা কিসে?
চুষিয়া চুষিয়া মায়ের রসনা,
এখনো জীবনে আছে।
রছুলের শিষ্য তোমরা সকল,
তুলিয়া "ইস্‌লাম" বাণী,
মাতিয়া অন্যায় অধর্ম্ম-সমরে,
কেন নাশ এত প্রাণী?
যদি ইচ্ছ রণ, ছাড় জল-রোধ,
কর তবে রণ-খেলা,
ভীষণ পীড়নে কেন নিপীড়িছ,
রোধিয়া ফোরাত-বেলা?

হয়, সবে মোর ছাড় গতি-পথ,
যাই আমি মদিনায়;
পরিজনগণ, বালক, রমণী,
ল'য়ে সঙ্গে সবাকায়।
না ছাড়িলে মোরে, কর এই কাজ,—
ছাড় পথ ভাইগণ!
যা'ক তা'রা সবে মদিনা চলিয়া,
মোর সনে কর রণ।
পরুষবচনে, সগর্ব্বে 'সীমার'
হজরত এমামে বলে;—
"নিজ দুর-ভাগ্যে স্বজনের সনে
এ'সেছ এখানে চ'লে"।
শিষ্য, মিত্র-সনে, সবংশে এমাম,
বন্দীকৃত তুমি আজ;
ছাড়িয়া তোমায়, পারে কি 'এজিদ'
করিতে মূর্খের কাজ?
তব হেতু কত, দামেস্ক আরবে,
অশান্তি,—ভীষণ দ্বন্দ্ব;
বল কোন্ মূঢ় ছেড়ে দিয়ে তোমা
বাড়া'বে অধিক মন্দ?

জাতীয়-অঙ্গের অশান্তি-বীজের
মূলোচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় ;
বড়, ছোট অরি নহে কেহ ক্ষম্য,
সর্ব্বজন দণ্ডনীয়।
এ'সে এই খানে, 'এজিদ' সবংশে
পড়িলে তোমার করে,
হ'লে বুদ্ধিমান্, না বধিয়া প্রাণে
তুমি কি ছাড়িতে তাঁ'রে ?
ছাড়ে কভু ব্যাধ সদলে শার্দ্দূল
এ'সে যদি পড়ে ফাঁদে,
সে ব্যাঘ্র-বংশের দুরবস্থা হে'রে
যদিও পরাণ কাঁদে ?
যেই সর্ব্বভুক্ সর্ব্বস্ব বিনাশে,
সে বহ্নি নাশিতে হ'লে,
ছাই ভস্ম তা'র ক্ষুদ্রতম কণা,
বল কে না আর্দ্রে জলে ?
এ ভ্রাতৃবিরোধে, তুমি ও এজিদ
হ'য়েছ অনর্থ সার ;
সবংশেতে এক, না হ'লে ধ্বংসিত
যা'বে না বীজাণু তা'র।

নতুবা এ দেশে শান্তির সঞ্চার
হইবে ভরসা নাই ;
ভঙ্গিতে বিরোধ, তোমার কি তাঁ'র
আত্মদান করা চাই।
'এজিদ' প্রবল, তাঁহার বিনাশ,
আপাত সম্ভব নয় ;
দেশ, ধর্ম্ম—হিতে আত্মদান তব
করিতে উচিত হয়।
কঠোর কর্ত্তব্য সমর চালনা,
সেনানী সুযোগ-দাস ;
পাইলে সুযোগ বিলম্ব অন্যায়
করিতে বৈরির নাশ।
রণভূমে দয়া নীতি-বহির্ভূত,
বিজয়কামনা চাই ;
ছলে কিম্বা বলে বিনাশিবে শত্রু,
দৌর্ব্বল্য দেখা'তে নাই।
প্রভুর আদেশ করিতে পালন,
কোরাণে বিধান আছে ;
তাঁহার নিষেধে, ফোরাতের জল
পা'বে না মোদের কাছে।

মরিছে তোমার আত্মীয়, স্বজন,
ক্ষুণ্ণ মোরা খুব তা'তে ;
রাজকীয় আজ্ঞা করে' উল্লঙ্ঘন
নারিব সলিল দিতে।
রণরঙ্গ-ভূমি বড় শক্ত স্থান,
নির্দয় সৈনিকগণ ;
দয়ার হিল্লোলে দ্রবিবে না কেহ,
গলিবে না কোন জন।
দিতেছি লিখন তব কাছে মোরা,
সে মতে না হ'লে কাজ ;
'জল' 'জল' করে' বলিছি এমাম
পাইও না আর লাজ।
জনৈক ইহুদী দামেস্ক-সেনানী
গর্ব্বিত ইস্‌লাম-দ্বেষী ;
অশিষ্ট ভাষায়, রূঢ়তর স্বরে,
কহিল এমামে রোষি।—
"পড়ে কার্‌বালায় বিষম বিপদে,
হারা'য়ে চৈতন্য,—দিশা ;
সমরের দোষ করিলে কীর্ত্তন
প্রকাশি উন্নত ভাষা।

যে যুদ্ধকার্য্যকে চিত্রিলে হোসেন!
অন্যায়,—অধর্ম্ম নামে,
গতপ্রাণ তব পূর্ব্বপুরুষেরা
এই কার্য্যে মর-ধামে।
বজ্রমুষ্টি ভরে, তীক্ষ্ণ অসি ধরি,
বিনাশি নির্দ্দোষী নর,
করে'ছেন নবী ইস্‌লাম-ধরম
প্রচার ধরার 'পর।
ঘোর যুদ্ধপ্রিয় ছিল মোহাম্মদ,
বিনাশিছে কত জন;
বহু নররক্তে আর্দ্রিছে ভুবন
করিয়া ভীষণ রণ।
সমর-দুর্ম্মদ ছিল তব পিতা,
তাঁ'র তরবারি-বলে,
প্রধানতঃ এই ইস্‌লাম-প্রচার
হ'য়েছে ধরণীতলে।
দেশ আক্রমণ, জাতি,—জীব ধ্বংস,
ইস্‌লামের নিত্য কাজ;
হেন মুগ্ধ নিন্দা করিলে এমাম,
নাহি তব বিন্দু লাজ।

বাঁচাইতে প্রাণ, সাজিয়াছ সাধু,
মুখে কত ধর্ম্ম উক্তি ;
করিতে মোদের দয়া আকর্ষণ,
দেখা'তেছ কত যুক্তি !"
'ইস্‌লাম' 'নবীর' মিথ্যা অপবাদ,
বিধর্ম্মীর মুখে শুনি ;
গর্জ্জিল এমাম, কাঁপিল কার্‌বালা,
যথা ভীম ঘন ধ্বনি !—
"হিংসক-বিধর্ম্মি, ঘোর মিথ্যাবাদি,
স্থূলদর্শি বেইমান,
তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে কাটিব রসনা
করি তোর শত খান !
ভীষণ পীড়নে, বধ জল বিনা,
সহিব নীরবে যত ;
ইস্‌লামের নিন্দা, নবীর অখ্যাতি,
করিলে করিব হত।
"ইস্‌লাম প্রচার বাহুবলগুণে,
তীক্ষ্ণ তরবারিধারে,"
বলে যে এ কথা, শতবার বলি—
"ঘোর মিথ্যাবাদী" তা'রে।

উদিলে চন্দ্রমা গগনের কোলে,
আলোকে জগত হাসে ;
ফুটিলে গোলাপ বিশ্ব আমোদিত
মনোহারী মিষ্টবাসে।
নবী মোহাম্মদ, পশ্চিম গগনে
বিকাশি ইস্‌লাম-শশী,
নরহৃদি ধরা করিল উজল
কলুষ-আঁধার নাশি।
শান্তি, সাম্য, প্রেম—অপূর্ব্ব সৌরভে
বিমোহিয়া বিশ্ব নরে,
গৌরব-আসন লভিছে ইস্‌লাম
ভূমণ্ডলে সমাদরে !
বিশ্বহিতকর ঐশ্বরিক তত্ত্ব
যত্নে প্রচারিতে হয় ;
স্বেচ্ছায় মানব বরিছে তাহায়
নিজগুণে তা'র জয় !
সিন্ধুর লহরী আসিলে ধাইয়া
ভীম গরজনভরে ;
পারে কি কখনো মানব-শকতি
রোধিয়া ফিরাতে তা'রে ?

ভাসে না সে বাধা সেখর তরঙ্গে,
অস্তিত্ব মিশে না তায় ?
পাপ, বাধা বিঘ্ন ইস্‌লাম-প্রবাহে
ভাসিছে কালের-গায় !
বিশ্বক্ষতিকর, অসত্য জিনিষ
সমাজ চাহে না যাহা,
পারে কি মানুষ জনসঙ্ঘস্তরে
চিরতরে দিতে তাহা ?
পারিলে 'আসাদ', 'মোসেলামা' পাপী,
পূজিত হইত ভবে ;
ইস্‌লামের হেন না হ'য়ে উন্নতি,
বিনাশ পাইত তবে।
বরিছে ইস্‌লামে স্বেচ্ছায় সমাজ,
বল—অস্ত্র নহে মূল ;
বিদ্বেষের বশে পামর ইহুদী
করিছিস্‌ মহাভুল।
অসূয়ার বশে, বিরাগ-নয়নে,
করে যদি নিরীক্ষণ।
মাহাত্ম্য, গুরুত্ব লোক কি কাজের
বুঝে কি মানবগণ ?

হইয়া অতীত রাগ অসূয়ার,
সাম্য-দূরবীন চোখে,
পরীক্ষিলে তত্ত্ব— ঘটনা, নরের
সদ্‌গুণ তবে ত দেখে !
'একেশ্বর বাদ,' 'একতা,' 'ভ্রাতৃত্ব,'
ইস্‌লামের মূল সূত্র ;
প্রচারিল ইহা এক দীনহীন
দুখিনী বিধবাপুত্র !
নাহি ছিল তাঁ'র এক কপর্দ্দক,
বাহুবল, ধন, জন ;
হেন অসহায় দীন দুখী ব্যক্তি,
করে কি সম্বলে রণ ?
আরব-নিবাসী পৌত্তলিক সব
প্রতিপক্ষ ছিল তাঁ'র,
দরিদ্র রছুল কোথা পা'বে বল,
ধন, জন, তরবার ?
যখন খোদেজা, দীক্ষিল ইস্‌লামে
স্বেচ্ছায় রজনীকালে ;
প্রথম প্রচার সেইত নবীর,
তাও কি হ'য়েছে বলে ?

স্বেচ্ছায় যে কালে   দুই এক করে’
বিশ্বাস লইতে নরে,
তখন কি বলে   ইস্‌লাম প্রচার
হ’য়েছে জিজ্ঞাসি তোরে ?
যবে বহুতর   মদিনার লোক
গোপনে দীক্ষিত হল,
তখন নবীর   বাহুবল, ধন,
বলরে কিছু কি ছিল ?
দাঁড়ায়ে প্রান্তরে; পথে ও বাজারে,
যখন ইস্‌লামধন ;
একাকী রছুল   করিত প্রচার;
তখন কোথায় রণ ?
সশিষ্য নবীকে,   পৌত্তলিকগণ,
বধিতে চাহিলে প্রাণে ;
বিরোধ-শঙ্কায়,   যখন হজরত
চলে’ গেল গিরি বনে ;
পথে ঘাটে তাঁ’রে,   চাহিত বধিতে
যে কালে বিধর্ম্মিগণ,
তখন তাঁহার   পক্ষাশ্রিত হ’য়ে
কেহ কি করে’ছে রণ ?

করি ষড়যন্ত্র, মক্কা-বাসিগণ
বধিতে চাহিলে তাঁ'য়,
রক্তপাতভয়ে, নীরবে হজরত
মদিনা চলিয়া যায়।
ইস্‌লাম-দীক্ষিত মোস্‌লেম সকল
বিধর্ম্মীর অত্যাচারে,
ছেড়ে মাতৃভূমি, ল'য়ে পরিবার,
চলে' গেলা দেশান্তরে!
তবু শান্তিপ্রিয় বিশ্বাসী সকল
করে নাই কোন রণ;
পরন্তু বিধর্ম্মী হজরত রছুলে
করে'ছে কি নিপীড়ন!—
মেরে'ছে নবীকে বিধর্ম্মিনিচয়,
বহিছে শোণিতধারা;
তবু মোহাম্মদ প্রতিহিংসা-কল্পে
হন নাই ধৈর্য্যহারা!
হইলে হজরত তপস্যা-নিরত,
বলিতে বিদরে মন,—
গলিত-পুরীষ দিত শিরে তাঁ'র,
পামর বিধর্ম্মী জন!

ধরে' নাসা, কর্ণ, দাড়ি, গোঁপ তাঁ'র,
করে'ছে কি অপমান !
স্মরিয়া সে সব, যুগ-যুগান্তর
কাঁদিবে মোস্লেমপ্রাণ।
হেন নিগৃহীত হ'লেও রছুল,
ভ্রাতৃভাবে—প্রেমভরে
দিয়ে কোলাকুলি, করে'ছে বিমুগ্ধ
সে সব বিধর্ম্মী নরে !
কহিছে "বিধাতঃ ! এ সব মোহান্ধ
হ'য়েছে বিপথগামী ;
সত্যের আলোকে, জ্বলন্ত বিশ্বাসে,
সুপথ দেখাও তুমি"।
"মানব অপূর্ণ, পদে পদে ভ্রম,
দোষ, ত্রুটি রাশি রাশি ;
হতভাগাগণে ক্ষম নিরঞ্জন
নিজগুণ পরকাশি !"
অনন্য সদ্গুণে,—ক্ষমা, প্রেম, ত্যাগে,
ইস্লাম লভিছে জয় ;
ওরে অর্ব্বাচীন, হিংসক বিধর্ম্মী,
আসুরিক বলে নয়।

নবীর নেতৃত্বে কয়টী সমর
করে'ছে মোস্লেমগণ;
শক্তিসাধনায় ধর্ম্মপ্রচারার্থে
নহে তাহা কদাচন।
সেই সব রণ, রক্তারক্তি কাণ্ড,
'ইস্‌লাম'-প্রচারে নয়;
তস্কর হইতে রক্ষিতে সর্ব্বস্ব,
হ'য়েছে শোণিত ক্ষয়।
গভীর সাধনা, প্রাণান্ত আয়াসে,
লভে লোক যেই ধন;
হরিবারে তাহা চাহিলে তস্কর,
চুপ রহে কোন জন?
ত্যজি জন্মস্থান, প্রিয় মক্কা-ভূমি,
পীড়িত উত্যক্ত হ'য়ে,
শিষ্যগণ ল'য়ে, শান্তিপ্রিয় নবী,
রহিলা মদিনা যে'য়ে।
তাতেও সন্তোষ না লভি বিধর্ম্মী,
ইস্‌লাম উচ্ছেদতরে,—
অকথ্য পীড়ন করিলা আরম্ভ
তথাও তা'দের 'পরে।

হইয়া আক্রান্ত সে দূর ভূমেও,
সম্পদ—জীবনতরে,
না করে' সমর, সজীব মানুষ
নীরব থাকিতে পারে ?
আত্মরক্ষা-বৃত্তি হয় না প্রবল
তখন নরের মনে ?
রক্ষিতে সর্ব্বস্ব অনিচ্ছা সত্ত্বেও
মানব মাতেনা রণে ?
হরিতে সম্বল আসিলে ডাকাত,
কেন নীরবে চে'য়ে থাকে ?
নাশিতে জীবন এলে আততায়ী,
সহজে কে ছাড়ে তা'কে ?
রক্ষিতে 'বিশ্বাস,' ধন, জন, প্রাণ;
হ'য়েছে সে সব রণ ;
ইস্‌লাম-প্রচারে সেই যুদ্ধকাণ্ড
ঘটে নাই কদাচন।
আসুরিক বলে ইস্‌লাম-প্রচার,
কহে কেহ কভু যদি ;
লক্ষ কোটী কণ্ঠে, বিশ্বনর তা'রে
বলিবেক "মিথ্যাবাদী"।

মোস্লেম এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে,
আছে অভিযানে রত ;
করি দিগ্বিজয়, অসংখ্য প্রদেশ
করিতেছে কবলিত !
এই দৃশ্য কিছু নহে অশোভন,
অঘট্য ঘটনা নয় ;
প্রচারিতে জ্ঞান এই ভূমণ্ডলে
কালে কালে হেন হয়।
দেখ জগতের অতীত কাহিনী,
সভ্যতা-বিস্তার তথ্য ;
ধন, মান, জ্ঞানে হ'য়ে সমুন্নত
লভি জাতি সার সত্য ;—
সে নব শ্রীবৃদ্ধি, জ্ঞান উদ্দীপনা
বিলাইতে বিশ্বময়,
সভ্যতম জাতি দেখ কালে কালে
করে'ছেন দিগ্বিজয়।
ছিল মহা-গ্রীস উন্নত যখন,
দর্শন, বিজ্ঞানে, ধনে ;
বিলা'য়ে সে জ্ঞান করিতে কৃতার্থ
এ বিশ্ব-মানবগণে।

সুসন্তান তা'র বীর সেকান্দর
করে'ছেন দিগ্বিজয়,
গ্রীসীয় সভ্যতা, মহাজ্ঞানরত্ন
ছড়াইয়া ধরাময় !
ইরান, মিশর, প্রাচ্য ভারতের
দেখ পুরা ইতিহাস,
করি দিগ্বিজয় সে সব দেশীরা
করে'ছে অজ্ঞতা নাশ।
জাতীয় সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, ধনে
জাতির উত্থান হ'লে,
বর্দ্ধমান জাতি হেন দিগ্বিজয়ে
মাতিবেক কালে কালে।
বিশ্বাস, সভ্যতা, প্রচারিতে ভবে,
মোস্লেমের দিগ্বিজয় ;
কি প্রাচীন জাতি, কি পুরাণো সত্য,
বিনষ্ট করিতে নয়।
ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, বিশ্ব-রন্ধ্রে, রন্ধ্রে,
বাহিরে, মানব-চিতে,
র'য়েছে বিরোধ, কি প্রবল দ্বন্দ্ব,
সৃষ্টির প্রথম হ'তে !

চলিবে অনন্ত, থামিবে না ইহা
পাপ ধ্বংস নাহি হ'লে ;
স্বরগবিভায় মহাসত্য-জ্যোতিঃ
ধরা নাহি উদ্ভাসিলে !
'ইস্‌লাম' প্রচারে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষণ,
নর-স্বেচ্ছাকৃত নয় ;
সত্য ও মিথ্যার বিরোধ জনিত
স্বাভাবিক ইহা হয়।
বিশ্বহিতকর সার সত্য যাহা
সমাজের কুক্ষিগত,
অতীব সাদরে ইস্‌লাম সে ধনে
করিবেক সুরক্ষিত।
নাশিতে কলুষ, অন্যায়, কুপ্রথা,
ইহার প্রচার ভবে ;
সমাজ বিধ্বংসী নাশিবে জঞ্জাল,
সত্য অব্যাহত র'বে।
জাতি-ধর্ম্ম নাশ, সম্প্রদায়ে হিংসা,
ইস্‌লামের লক্ষ্য নয় ;
মহাসত্য-জালে বেড়িতে ধরণী
তা'র এই দিগ্বিজয়।

শিথিল সমাজ, স্বতঃই ভাঙ্গিয়া,
হইতেছে চূরমার ;
দাঁড়াইছে পুনঃ লভি নব প্রাণ,
নিবারে ক্ষমতা কার ?
প্রাচীন যুগের সত্য ধর্ম্ম আর
এই ইস্‌লামের মাঝে,
আছে কি প্রভেদ ? থাকা কি সম্ভব ?
সত্য সব এক, কাজে।
বিভ্রান্ত মানব, স্বল্পবুদ্ধি নর,
সত্যে ভেদজ্ঞান কল্পে ;
ধরমে ধরমে, ভেবে' বিভিন্নতা
প্রমাদ বাড়ায় অল্পে !
জ্ঞান, উদারতা, চালকের দোষে,
রূপান্তর পায় ধর্ম্ম।
স্থূলদর্শী নর বিরোধ রটিয়া
ঘটায় অনর্থ কর্ম্ম।
জাতি, সম্প্রদায় কিম্বা কারো সনে
তর্ক—মতভেদ হ'লে,
মহত্ত্ব যা তা'র তাও দেখিবে না,
সবই ফেলিবে ঠেলে' !

পতিত ভূভাগ আরবের মত
উন্নত জনমে যাঁ'র,
নহে কি সে নবী জাতি-নির্ব্বিশেষে
পূজনীয় সবাকার ?
ভালবেসে' যাঁ'রে স্বরগসম্পদে
ভূষিছেন দয়াময়,
সে মহাপুরুষ অবজ্ঞার পাত্র ?
বিশ্বের আরাধ্য নয় ?
জাতি, বংশ, ধন,— প্রার্থিব বৈভবে
নহেত মহত্ব তাঁ'র ;
অনন্য সম্পদে, স্বরগ-ঐশ্বর্য্যে
পূজ্য তিনি সবাকার।
ইচ্ছিলে হজরত, মোস্লেম-সাম্রাজ্যে
হইত সম্রাট্ তবে ;
তুচ্ছ করি সুখে কেটেছে জীবন
কত দীন হীন ভাবে !
মহত্বে গোড়ামি; সদ্‌গুণে বিদ্বেষ,
করে' আত্মা কলুষিত ;
এই গুরু দোষে ব্যক্তি কি সমাজ
হয় ক্রমে অবনত।

জাতীয় উন্নতি- হর্ম্ম্য বিনির্ম্মাণে,
বহু উপাদান চাই ;
না থাকিলে তা'তে সদ্‌গুণ-গ্রাহিতা,
স্থায়িত্ব ভরসা নাই ।
অনেকে যদিও ভ্রমহীন নয়,
দোষ গুণ দুই আছে ;
সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাতে ভাল মন্দ দুই
খুঁজিবে নরের কাছে ;—
সদ্‌গুণের পাল্লা ভারি হ'বে যাঁ'র
সে পূজ্য দেবতা নর ;
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাই উচিত
তাঁহার চরণোপর ।
উদ্দেশ্যে সাধুতা, বিশ্বে প্রেমভাব,
দেখিবে যে মহা নরে,
ভুলি ভেদজ্ঞান হইবে প্রণত
তাঁহার চরণোপরে ।
সাধুকার্য্যে যাঁ'র ধন্য উপকৃত
এ বিশ্বমানবগণ ;
পূজ্য সেই জন, নিঃসঙ্কোচে তাঁ'রে
কর হৃদি সমর্পণ ।

কার্‌বালা

জাতি—সম্প্রদায়,   লঘু গুরু জ্ঞান,
বিদলিয়া পদভরে ;
ভক্তিপূত মনে,   করিবে অর্চ্চনা
নিয়ত সে নরবরে।
কুপিল ইহুদী   এমামবচনে,
ছুড়িল হাতের বাণ ;
সেই তীক্ষ্ণশরে,   দৈবের ঘটনে,
বিঁধিল শিশুর প্রাণ।
ক্রোড়ে গেল অস্ত   শিশু-আত্মা-রবি,
সরিল এমামবাণী ;—
"কোথালো সহর   ধে'য়ে এ'সে নাও
সন্তান খে'য়েছে পানী" !
"হেন জলে তৃষ্ণা   নিবারিলা বিধি
তব পুণ্য শিশুবর,"
"এ পূত আত্মার   হ'বে না পিপাসা
অনন্ত জীবন ভ'র" !



পঞ্চম সর্গ।



কার্‌বালা প্রান্তর,—এমাম শিবিরে মন্ত্রণা-মজলিশ।

দামেস্ক-মন্ত্রীর পত্র—

"উঠে—ডুবে রবি যাঁহার কৃপায়,
করিয়া শশাঙ্ক কিরণ বিস্তার,
ঢালিছে আনন্দ ধরণীর গায়,
অচিন্ত্য অব্যক্ত মহিমা যাঁহার" ;
"ভীষণ, বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগর
হয় পরিণত মানব নিবাসে,
ধ্বংসি নরপল্লী সিন্ধুর লহর
ইঙ্গিতে যাঁহার খেলিছে উল্লাসে"।
"সু-উচ্চ গিরির উন্নত শিখর
প্রকাশিছে যাঁ'র অচিন্ত্য মহিমা,

দয়াবলে তাঁ'র দামেস্ক-ঈশ্বর
মোস্লেম ধরায় লভিছে গরিমা"।
"রত্নমেখলার মধ্য-মণিরূপে,
সৌরজগতের ভাস্কর যেমন,
মোস্লেম-সাম্রাজ্যে অতুল প্রতাপে
বিরাজিছে হেন দামেস্ক-রাজন।"
"অসংখ্য সৈনিক; অতুল বিভব,
সমরসম্ভার—তূণে অগণন,
দামেস্কের আজি বিপুল গৌরব,
অপলাপ তা'র করে কোন্ জন ?"

নবী মোহাম্মদ—
"রছুলে করিম" নাহি আজি হায় !
নাহি পূর্ব্ব সব প্রিয়শিষ্য তাঁ'র,
চালক অভাবে ইস্‌লাম ধরায়
করিছে অকালে, দৌর্ব্বল্য বিস্তার।"
"পুণ্যাত্মা সম্রাট্ মাবিয়া-নন্দন,
নব বলদৃপ্ত, দামেস্কভূপতি,
প্রবল প্রতাপ 'এজিদ' সুজন
ধর্ম্মনেতৃপদ-যোগ্য পাত্র অতি।"

"মানিবে সকলে 'খলিফা' তাঁহায়
এমাম এ বাক্যে হইলে সম্মত ;
তবে নির্ব্বিবাদে এজিদ ধরায়
পারেন 'খলিকা' হ'তে মনোনীত।"
নেতৃহীন হ'য়ে, ইস্‌লাম ভুবনে
কাঁপিছে সঘনে অস্থির, চঞ্চল ;
বসিলে 'এজিদ' খলিফা-আসনে
বিদূরি দৌর্ব্বল্য হইবে সবল।"
"হে এমাম আর আরবীয়গণ,
কার্‌বালাপ্রান্তরে বিপন্নসকল !
এ অকালে কেন ত্যজিছ জীবন ?
ধীরভাবে সবে চিন্ত ফলাফল।"
"লভে নরজন্ম, উন্নত জীবন,
যুগ যুগান্তের সাধনার ফল ;
কালবিবর্ত্তন না ক'রে চিন্তন,
কেন হে মরিছ অবোধ সকল ?"
"ল'য়ে সবে দীক্ষা, মনের হরষে,
দামেস্ক-সম্রাট্ এজিদের করে
ল'য়ে পরিজন যাও সুখে দেশে,
নিবারি পিপাসা ফোরাতের নীরে।"

"শেষবাক্য এই কর অবধান,—
তোমাদের সঙ্গে জয়্‌নব স্নুন্দরী,
দামেস্ক-পতিকে কর তাঁ'রে দান ;
হউক প্রভাত বিপদ-শর্ব্বরী।"

আবতুল রহমান—
"ভেবে'ছি অন্তরে, করে'ছি চিন্তন,
দামেস্ক-মন্ত্রীর লিখিত বিষয় ;
করিব না কভু বিবেক লঙ্ঘন,
আছে যা অদৃষ্টে ঘটিবে নিশ্চয়।"
"ধরমে নেতৃত্ব, সমাজ চালনা,
বিশ্বমানবের হৃদয়রঞ্জন,
'এজিদ' হইতে এ মহাসাধনা,
হ'বে না কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন।"
"ইস্‌লামধর্ম্মের কিবা মূল—সার,
কি পুণ্যভিত্তিতে ইস্‌লাম স্থাপিত,
সে গুরু দায়িত্ববোধ কোথা তা'র,
যে বিলাস-পঙ্কে আকণ্ঠ মজ্জিত ?"
"মহাত্যাগ যেই ইস্‌লামজীবন,
ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেমে নিরমান যা'র,

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে যাহার গঠন,
হইবে ‘এজিদ’ চালক তাহার ?
“ডুবু ডুবু যেই বিলাস-সাগরে,
দিবা, রাতি—নিত্য ইন্দ্রিয়ের দাস ;
ললনা-কণ্ঠের সঙ্গীত-ঝঙ্কারে,
সুখে গত যা’র কাল, দিন, মাস।”
“আরামকক্ষেতে বহে নিত্য যা’র,
মদের প্রবল—ভীষণ তুফান ;
কামের ফোয়ারা ছুটি অনিবার
করিছে সে স্থান নরক সমান।”
“পূর্ণ উলঙ্গিনী, মদোন্মত্তাগণ,
মোহিছে যাহায় অশ্লীল নর্ত্তনে,
করিয়া কটাক্ষ-বাণ বরিষণ,
করিছে বিমুগ্ধ অব্যর্থ সন্ধানে।”
“চলিতে, শুইতে, খাইতে, ফিরিতে,
অন্ত নাই যা’র কত আড়ম্বর ;
সে হ’য়ে ‘খলিফা’ মোস্লেম-জগতে,
বাড়া’বে ইস্‌লামে ধরণী ভিতর ?”
“অতুল ঐশ্বর্য্য, সমর-সম্ভারে,
রাজত্ব-মোহের বিপুল গরবে,

যাহার বদন পূর্ণ অহঙ্কারে,
ধর্ম্মনেতা সেই হ'বে এ আরবে ?"
"মহাত্যাগমন্ত্রে হ'বে সে দীক্ষিত ?
করিবে ইস্‌লামে সদ্ভাবসঞ্চার ?
নিষ্ঠার আগুন করে' প্রজ্বালিত,
নাশিবে জঞ্জাল বিশাল ধরার ?"
"নবীপদপূত যে পুণ্য আসনে,
ছিল "বুবকর", "ওমর", "ওছমান",
ধর্ম্ম বীর 'আলী' ছিলা সসম্মানে ;
বসিবে সে পদে 'এজিদ' সয়তান ?"
"ধন, সৈন্যবলে, তীরের ফলায়,
ঘটে রাজ্য লাভ, অরাতি নিধন ;
বিশ্বনরহৃদি বিজিতে ধরায়,
পারে কি এসব তুচ্ছ প্রহরণ ?"
"আত্ম-আদর্শের বিমল মাধুর্য্যে,
দুর্লভ চরিত্র,—অনন্য ভূষায়
হ'য়ে বিভূষিত, নিজকৃত কার্য্যে
দেখাইতে হয়, বিশ্বাস ধরায়।"
"কি কাজ বল সে ফাঁকা বক্তৃতায়,
বক্তা যদি নিজে মত্ত নহে তা'তে ?

না মজিলে সেই যদি সঙ্গীত যে গায়,
গলে কি অপর তার সে সঙ্গীতে ?"
"প্রাচীর-খচিত শাস্ত্রীয় বচনে,
মোহে না তেমন মানবের মন,
সেই মত কাজ কাহারো জীবনে
সফল দেখিলে হইছে যেমন !"
"ইস্‌লাম কথিত সার উপদেশ
নিজের জীবনে যদি পয়গম্বর,
না দেখা'য়ে চেষ্টা করিত বিশেষ,
টিকিত কি তাহা ধরণী ভিতর ?"
"সাহী তক্ত, তাজ গেছে গড়াগড়ি
পড়ে' পদ তলে হজরত নবীর,
চাহেনি রছুল ফিরে কাণাকড়ি,
তেমন লোভেও ছিলেন কি স্থির ?"
"থেকে অনাহারে দুই, তিন দিন,
শিষ্যদত্ত ভোজ্য দিয়েছে অপরে ;
বিলাইয়া বস্ত্র, পরিছে মলিন
শত গ্রন্থীময় আনন্দ অন্তরে"।
"হীন রোগা যেই দুর্গন্ধ শরীর,
আলিঙ্গিছে তা'রো ধরিয়া গলায়,

নমিত সবায় নত করি শির,
শুইত, বসিত দরিদ্র-শয্যায়" !
"রোগি-শয্যা তাঁ'র ছিল প্রিয় স্থান,
সমর আহত নিহত কারণে,
অরি কি বান্ধব না করিয়া জ্ঞান
কাঁদিত কাতরে, দুঃখিত বদনে"।
"করে' অনশন তিন চারি দিন,
বাঁধিয়া পাথর উদর উপরে,
গভীর ধ্যানেতে রহিত বিলীন,
কি স্বরগ-জ্যোতিঃ খেলিত অধরে" !
"ঐশ্বর্য্য-বিমোহে, বিলাস-ব্যসনে,
টলিলে নবীর চরিত্র কি মন,
তবে কি ইস্‌লাম কখন ভুবনে
লভিত এখন গৌরব-আসন ?
"প্রাতঃস্মরণীয় চারি খলিফার
কত আত্মত্যাগে, প্রগাঢ় নিষ্ঠায়,
লভিছে 'বিশ্বাস' সাফল্য অপার,
দীপ্ত জ্যোতিঃ তা'র জ্বলিছে ধরায়" !
আজি সে 'ইস্‌লাম' করিলে চালন
বিলাস-বিভোর এজিদ দুর্ম্মতি,

কি যাতনা হয় করিলে স্মরণ,—
ইস্‌লামের যত হইবে দুর্গতি" !
"মহালক্ষ্যচ্যুত হইলে 'ইস্‌লাম.'
মোহান্ধ কর্ত্তৃক হইলে চালিত,
হইবে নিস্তেজ—ডুবিবে সুনাম,
মোস্লেম-গৌরব হ'বে অস্তমিত" ।
"অসংখ্য আত্মাব দৈহিক রুধিরে
ঘাতক হইতে রক্ষিত 'ইস্‌লাম,'
করে' সমর্পণ পাপাত্মার করে,
পারি মোরা তা'র নাশিতে সুনাম" ?
"বিশ্বাসের ভিত্তি হইলে শিথিল,
হ'য়ে মোহমুগ্ধ যদি নেতা তা'র,
সঞ্চারে সমাজে বিলাস, অমিল
বাড়িবে কি তবে ইস্‌লাম-প্রচার ?
ভোগ লিপ্‌সা যদি বাড়ায় বৈভব,
মহাত্যাগশক্তি হইলে দুর্ব্বল,
পা'বে কি ইস্‌লাম জগতে গৌরব ?
এ উন্নতি তা'র যা'বে রসাতল" ।
"হইলে অর্পিত বিলাসীর করে,
ইস্‌লামের কত হ'বে রূপান্তর ;

করিয়া ধ্বংসিত সম্ভাবনিকরে
করিবে বিলাস ইস্‌লামে ঝর ঝর" !!
"রক্ষিতে যে সত্য ভীষণ সমরে,
হ'য়েছে বিপুল শোণিত-তর্পণ ;
অসংখ্য বিশ্বাসী সমর-সাগরে,
করিছে অমূল্য দেহ বিসর্জ্জন" !
"সেই শ্রমলব্ধ, গৌরবের ধন,
ধ্বংসশীল তুচ্ছ দেহের মায়ায়,
দুরাত্মার হাতে করিয়া অর্পণ,
কলঙ্ক-কালিমা মাখিব কি গায়" ?
"সামান্য,—অনিত্য সংসার-মায়ায়,
অমূল্য বিশ্বাস ডুবাইব জলে ?
অতুল সম্পদ্‌ বিপদ্‌-ধারায়,
ভাসিয়া এ ভাবে যাইবে অতলে" ?
অনুরোধে, ভয়ে, পদের কুহকে,
জীবনের আশে, সুখ লালসায়,
মানিয়া 'খলিফা' বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে,
ইস্‌লামে নিস্তেজ করিব ধরায়" ?
"প্রাণবিনিময়ে বিশ্বাস বর্জ্জন,
হ'বে না প্রাণান্তে—করিব না কভু

শত পীড়িলেও এজিদ দুর্জ্জন,
এ প্রস্তাব তা'র রক্ষিব না তবু" !
"পতিত ইস্‌লাম মহা পরীক্ষায়,
সোৎসাহে জগৎ করিছে দর্শন,
মোদের নিকটে বড় কি ধরায়,—
ইস্‌লাম অথবা নশ্বর জীবন ?"
"ভয়াবহ মরু এই কার্‌বালায়,
অন্তরে এমাম চিন্ত একবার !
পড়ে' মোরা ঘোর অগ্নিপরীক্ষায়
মহালক্ষ্য স্থল হ'য়েছি সবার" ।—
"স্বরগে দেবতা, মরতে মানব,
স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী উদ্‌গ্রীব কি ভাবে !
অপলক-নেত্রে হইয়া নীরব,—
মোদের পানেতে নেহারিছে সবে" ।
"ল'য়ে আপনার শিষ্য চতুষ্টয়
চাহিছে রছুল সজল নয়নে,
অশ্রুধারা তাঁ'র দুনয়নে বয়,
উত্তেজিছে কত আশীষ বচনে" ।
"যদি মোরা আজ হ'য়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট
বিনাশি বিশ্বাস জীবন-মায়ায়,

দেবতা, মানব, হ'বে ক্ষুণ্ণ—রুষ্ট,
তিতিবে হজরত নয়ন-ধারায়" !
হ'বে না হ'বে না ইহা কোন মতে,
আত্মরক্ষাকল্পে বিশ্বাস নিধন,
মরিব সকলে হাসিতে হাসিতে,
হউক অসার দেহের পতন"।
"করে' প্রাণদান ধর্ম্মের কল্যাণে,
রক্ষিব বিশ্বাস বিনিময়ে তা'র,
দিয়া আত্মবলি ; স্বরগে—ভুবনে
উজলিব মুখ মোস্লেম সবার"।
"শুখায় যদিও আরবসাগর,
এলবুর্জ্জ যদি সিন্ধুগত হয়,
হইলে বিভ্রষ্ট শশাঙ্ক—ভাস্কর,
তথাপি প্রতিজ্ঞা রক্ষিব নিশ্চয়" !
"করে' আত্মোৎসর্গ এই কার্‌বালায়
দেখাইব মোরা বিশ্ব-বাসিগণে,
বিশ্বাস রক্ষিতে, কতই হেলায়
মোস্লেমেরা পারে মরিতে পরাণে" !
"তুমি নবীবংশ পূজিত ধরায়,
ইস্‌লাম-তরীর যোগ্য কর্ণধার,

নিয়ন্ত্রিত তব বিধি-ব্যবস্থায়
এ মোস্লেম-রাজ্য, হেন কেবা আর” ?
“হ’লে তুমি নত এ প্রস্তাবে তাঁ’র,
সঙ্কল্প সিদ্ধিবে ‘এজিদ’ পাপীর,
প্রতিবাদ কেহ করিবে না আর ;
অনিচ্ছায় সবে নোয়াইবে শির” !
“তবে নিরাপদে, নির্ভয় অন্তরে,
হইবে ‘খলিফা’ সেই দুরাশয় ;
পড়িয়া ‘ইস্‌লাম’ বিলাসীর করে
ক্রমশঃ নিস্তেজ হইবে নিশ্চয় !”
“তাই মত মোর, হে এমামবর !
পুণ্য আরবের প্রিয়বন্ধুগণ !
চাহিলা জীবন পাপী দত্ত বর,
রক্ষিতে ‘বিশ্বাস’ ত্যজিব জীবন”।
“জয়্‌নবের মত বলুন জয়্‌নব,
ভোগ-লিপ্‌সা তিনি পোষিলে জীবনে,
হ’য়ে রাজপত্নী ভুঞ্জুন বিভব ;
করুন স্বেচ্ছায় যাহা লয় মনে”।
আক্কাশ—
প্রশান্ত—গম্ভীর এমাম নীরব,
নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ আরবীয়গণ,

কহিলা আকাশ কাঁদো কাঁদো রব,
নয়নের জলে তিতিল বদন।”
“সুধীর বদনে নবী মস্তফার—
মানবদুর্লভ চরিত শ্রবণে,
অতীতের কত বিস্মৃতি আমার
ভাসিল উজল মানস-দর্পণে” !
“মহাধনবতী ‘খোদেজা’ রমণী
পাণি দান তাঁ’রে করিলে জ্ঞাপন,
‘হজরত’ উত্তরে সুধাইলা “ধনি !
পার কি অর্পিতে দেশহিতে ধন” ?
“ধনের লালসা করে’ পরিহার,
করিলে সমস্ত পরার্থে অর্পণ,
তবে করি পাণিগ্রহণ তোমার,
পারিব যাপিতে আনন্দে জীবন”।
“অশান্তির মূল পার্থিব সম্পদ্,
ব্যতিব্যস্ত নর ধন, জন, ল’য়ে,
জন্মায় ঐশ্বর্য্য বিবিধ বিপদ্,
নির্ধন জীবন ভাল সব চে’য়ে” !
“ছিল মুখে যাঁর হেন দেববাণী,
প্রতি কার্য্যে কত বিশ্ব-প্রেমিকতা !

জে'গে মনে যত সে পুণ্যকাহিনী,
জনমিছে হৃদে কত শোকব্যথা" !
নিরমি ইস্‌লাম ত্যাগ-ভিত্তি 'পরে,
ঐক্য, সাম্য, প্রেম, বহু উপাদানে
রচি সুধাভাণ্ড, বিশ্বনরতরে—
মুদিলা নয়ন গৌরব জীবনে" !
"কিন্তু প্রাণে মোর বাজে কি যাতনা,—
যেন বিষধর অহির দংশনে !
এ বিশ্বনরের দুর্ভাগ্য ঘটনা,—
'ওম্মিয়া'-বংশীরা দামেস্ক-আসনে" ।
"যে নব আদর্শ, বৈরাগ্য সম্পদ্‌,
স্থাপিতে জগতে ইস্‌লামপ্রচার
করিলা, সাধক ত্যাগী মোহাম্মদ ;
রহিবে অটুট্ সে লক্ষ্য কি তাঁ'র" ?
"ওম্মিয়া-বংশীয় 'মাবিয়া' হইতে
নানা স্বেচ্ছাচারে পূরিছে ইস্‌লাম,
পাপ প্রলোভন—বিলাস-বিষেতে
ধ্বংসিছে তাহার সাধু গুণগ্রাম" !
"করেনি নির্দ্দিষ্ট ভাবী অধিকারী
হজরত রছুল, শিষ্য চতুষ্টয়,

উপযুক্ত লোক মনোনীত করি,—
বরিছে খলিফা বিশ্বাসিনিচয়”।
“ইস্‌লাম-উদ্দিষ্ট সাধু গুণগ্রামে
ভূষিত যে ধন্য মানব সুজন,
এ ধর্ম্মের নেতা সেই ধরাধামে,
রছুলের এই নীতি সনাতন।”
“নহে বংশগত ইস্‌লামে প্রাধান্য,
হয় গুণগত নেতৃত্ব তাহার,
হ’বে যে ‘লায়েক’ না ভাবিয়া অন্য
মানিবে সকলে তাঁহাকে সর্দ্দার”।
“করি ভঙ্গ এই সুনীতি নবীর,
‘মাবিয়া’ সন্তান এজিদের তরে
করিছে স্বেচ্ছায়, পদগর্ব্বে স্থির,—
“হ’বে সে খলিফা মোস্লেম-সংসারে”!
“সাধারণতন্ত্র ঐস্‌লামিক যাহা—
ছিল যার প্রাণ অনাড়ম্বরতা,
ওম্মিয়া-বংশীরা ধ্বংস করি তাহা ‘
দিয়াছে আসন রাজতন্ত্রে তথা”!
“হইলে ‘খলিফা’ বিলাস-বিহ্বল,
স্বার্থান্ধ, মানব, মোস্লেম প্রদেশে’

হইলে নিস্তেজ আদর্শের বল,
ইস্‌লাম বিস্তার ভরসা কি আছে" ?
"পশিলে 'বিশ্বাসে' স্বার্থ-প্রলোভন,
নানা আড়ম্বর, প্রাধান্য-কামনা,
বিশ্বহিতে প্রাণ, সর্ব্বস্ব অর্পণ,
হইবে ক্রমেই প্রবাদ ঘটনা" ।
"মাতিত মোস্লেম বিজয়-নেশায়,
ঐস্‌লামিক জ্ঞান বিলাইতে নরে,
দেখিতেছি ক্রমে স্বার্থ-লালসায়,
দামেস্ক-সম্রাট্ মাতিছে সমরে" !
ভুলি 'কোরাণে'র 'হজরত নবী'র,—
উপদেশতত্ত্ব, ইস্‌লাম বিধান,
ঐশ্বর্য্যের মদে দামেস্ক অস্থির,
ভোগ-লিপ্সা তা'র হরিয়াছে জ্ঞান" !
"কি আত্মপরতা, বিলাস-কলুষ
পশিছে নিয়ত ওম্মিয়া-বংশেতে !
আত্মসুখ-ভোগে হইয়া 'বেহুঁস'
কত মত্ত তা'রা ইন্দ্রিয় সেবাতে !!
"ভুলি বিশ্ব-প্রেম, মহাত্যাগ ব্রত,
আজি তারা কত আত্মপরায়ণ,

করিয়া ইস্‌লামে পুণ্য লক্ষ্য চ্যুত
কত ক্ষতি তা'র করেছে সাধন" !
"নবীর সে প্রিয় শিষ্য-চতুষ্টয়
কি অনন্য গুণে ছিলা বিভূষিত,
পরিয়া আল্‌খেলা শত তালিময়
বিশ্ব-হিতব্রতে ছিলা কি নিরত" !
"শুইত না তা'রা বিলাস-শয্যায়,
দুগ্ধফেণনিভ কুসুম-আসনে,
সাধু জনসনে বসে' মৃত্তিকায়,
রহিত আনন্দে শাস্ত্রআলাপনে"।
"রাজ্যলব্ধ আয় দেশের কল্যাণে,
করি বিতরণ দরিদ্রনিকরে,
কত দৈন্যভাবে স্বোপার্জ্জিত ধনে,
যাপিত জীবন আনন্দ অন্তরে"।
"বিলাস পশিবে এই আশঙ্কায়,—
হর্ম্য প্রাসাদ দিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
নিজের চরিত্রে গড়িতে সবায়
ল'য়েছে স্বেচ্ছায় দীনতা বরিয়া" !
"ছিল তা'রা এই মোস্লেম-জগতে—
অদম্য প্রতাপ খলিফা, ভূপতি,

নিঃসম্বলভাবে পশিয়া মরতে,
করে'ছে সে ভাবে পরলোকে গতি" !
"না সঞ্চিয়া ধন পরিজনতরে,
দেশ—ধর্ম্মহিতে করি সব দান,
রিক্ত হস্তে আহা ! প্রফুল্ল অন্তরে
করে'ছে নীরবে অনন্তে প্রস্থান" !
"আত্মমহাভাবে করি উদ্দীপিত,—
'ইস্‌লাম'-সাম্রাজ্য, মানবনিচয়
পাপান্ধ ধরণী করি আলোকিত,
জগতে অমর তাঁ'রা সমুদয়" !
"সেই পুণ্য পদে,—খলিফা-আসনে,
বসিলে বিলাস-বিভোর আমীর,
সামান্য 'উষ্ণীষ', 'আলখেলা'র স্থানে,
হইবে ভূষণ, মুকুট জরির" !
"শাকান্নের স্থলে 'পোলাও', 'কালিয়া,'
হ'বে খলিফার আহার সম্বল,
পিপাসার কালে মদিরা পিইয়া
নিবারিবে তৃষ্ণা খলিফা সকল" ।
"বৈরাগ্যব্যঞ্জক মূরতির স্থানে,
হইবে খলিফা বিলাস-পুতুল !

চলিবে ঘটায় নানা রম্য যানে,
কভু মৃত্তিকার ছুইবে না ধূল” !!
“শাস্ত্রীয় চর্চ্চায় থাকিত ‘গোল্‌জার’
খলিফার যেই দরবার সতত !
নর্ত্তকী-কণ্ঠের সঙ্গীত-ঝঙ্কার
বুঝিবা সে স্থান করে মুখরিত” !
“লভিত সাদর মহাজ্ঞানিগণ,
ধর্ম্মপ্রচারক, বিরাগী সকল ;
পা’বে বুঝি যত্ন সেই সব জন
যা’রা আড়ম্বর-বিলাস-বিহ্বল” !
“হ’বে স্বল্প কালে নীতি-বিপর্য্যয়,—
নবী খলিফার মোস্লেম-সংসারে ;
পুণ্য লক্ষ্য তাঁ’র টলিবে নিশ্চয়,—
যখন বিলাস পশিছে উদরে”।
“পশিলে প্রভেদ, লঘু, গুরু জ্ঞান,
সাম্যের বন্ধন হইবে দুর্ব্বল,
ধন, বংশগত জন্মি দূষ্য মান
করিবে নিস্তেজ সাধনার বল”।
“একতা-প্রাসাদ যাইবে ভাঙ্গিয়া
বৈষম্য জ্ঞানের দূষিত তুফানে ;—

ত্যাগ, প্রেম, ক্ষমা যাইবে উড়িয়া
অনন্ত গগনে, ঐক্য, সাম্যসনে” !
“পশিয়া সবলে মোস্লেম-ধমনীয়
একাধিপত্যের দূষিত-পবন,—
আঘাতি জাতীয় ভিত্তির গোড়ায়,
ছুটাইবে তা’র কি কম্প স্পন্দন” !
“এ নশ্বর তনু সুবিশাল রাজ্যে,
অলক্ষিত ভাবে পাপ—অনাচার
পশি অবিরত খলিফার কার্য্যে,
রোধিবে তাহার উন্নতির দ্বার” ।
“বিলাস—অজীর্ণ রাখিয়া উদরে,
অই যে বাড়িছে আয়তন তা’র,
হ’বে ভ্রংশোন্মুখ সে বিষোদ্‌গারে,
এ সবল ভাব্ রহিবে কি আর ?”
“কি আপ্‌শোষ ‘বাত’, দুখের বিষয়,
স্মরণে অন্তর উঠিছে কাঁদিয়া,
ত্রিংশৎ বৎসরে একি বিপর্য্যয় !
কি আদর্শ ভাব যে’তেছে চলিয়া” !
“থাকিলে অটুট সে লক্ষ্য, সাধনা,
বিশ্বাসের সেই সম্ভাবনিচয়,

এক ধর্ম্মরাজ্য করিয়া স্থাপনা
লভিত ইস্‌লাম-জগতে বিজয়" !
"বিলাস—বিরোধ যদি না ঘটিত,
স্বার্থ—স্বেচ্ছাচার না করিলে বল,
যদি ত্যাগ, ঐক্য, সে ক্ষমা থাকিত,
তবেই বিশ্বাস হইত সবল"।
"তা' হ'লে ইস্‌লাম অদম্য গতিতে,—
সিন্ধুর প্রবল লহরী যেমন,
পশিয়া বিশাল মানব-জগতে
মুছিত—ধুইত পাপ প্রলোভন"।
"ছিল এই আশা 'নবী মস্তফা'র
তাঁ'র এ অমিয় 'ইস্‌লাম'—গ্রহণে,—
যা'বে দুঃখ—ব্যথা সন্তপ্ত ধরার,
মিলিবে মানব ভ্রাতৃত্ববন্ধনে" !
"সেই আশা তাঁ'র হ'বে কি সফল ?
এক ধর্ম্মরাজ্য হ'বে কি স্থাপিত ?
'ইস্‌লামে'র সেই দিব্য জ্ঞান, বল
করিবে কি সারা বিশ্ব বিশোধিত" ?
ধরম দুর্দ্দশা করিয়া বর্ণন,
করিল 'আকাশ' বিষাদ সঞ্চার,

বহিল শোকের ভীম প্রভঞ্জন,
তিতিল বদন বিশ্বাসী সবার।
শিবির-সভাস্থ সুধীরনিচয়
করিলা স্বেচ্ছায় এই নির্দ্ধারণ,—
"দামেস্ক মন্ত্রীর লিখিত বিষয়
অক্ষম আমরা করিতে গ্রহণ" !
"এখনি জা'নাতে করিলাম স্থির,
দামেস্ক-সেনানী ওমর, সীমারে,—
লভিতে সবলে ফোরাতের নীর
কল্য ভোরে মোরা মাতিব সমরে"

জয়্নব,—
যবনিকা-আড়ে বসিয়া 'জয়্নব',
মর্ম্মাহতা সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমা
করিলা করুণ ক্ষীণ কণ্ঠে রব,—
ছড়া'য়ে সমীরে কত মাধুরিমা !
'সত্য সে সকল' কহিলা অঙ্গনা
বীণা-বিনিন্দিত মধুর বচনে,—
"সুধীগণ যাহা করিলা বর্ণনা
'এজিদ' দুরাত্মা তেমনি ভুবনে"।

"দিয়া আত্মাহুতি কামানলে তা'র,
কত অভাগিনী যৌবন-ঊষায়,
অমূল্য সতীত্ব করি ছারখার,
নিরবলম্বনা হ'য়েছে ধরায়"।
"সতীত্ব নারীর অতুল বিভব,
বিধি-দত্ত এই মহামূল্য দান,
এ ধন ছুটিলে যায় তাঁ'র সব,
কি আশে সে আর ধরিবে পরাণ"?
"এমন অধম যে জন ভুবনে,
কাম চরিতার্থ উদ্দেশ্য যাহার,
দিব তা'রে পাণি স্বামী জন জ্ঞানে ;
দিয়েছি 'এমামে' যে কর আমার"!
"স্থাপিত 'এমাম' যে হৃদি আসনে,
র'বে স্মৃতি তাঁ'র যাবত জীবন,
পারি না ভুলিতে যাঁহার কারণে,
যে অনন্ত-তরে হরিয়াছে মন"।
"তাঁ'র স্মৃতিপূত সে হৃদি আসনে
বসা'ব কি ঘৃণ্য কামাসক্ত নরে!
মিশিবে জাহ্নবী সে সিন্ধুর সনে,
বিষাক্ত সলিল যাহার উদরে"!

"ললনা-লতিকা নর-তরু বরে
যদিও জড়ায় সংসার-উদ্যানে,
বিষাক্ত বিটপী জানে সেই যা'রে,
কি সাহসে তা'য় আলিঙ্গিবে প্রাণে" ?
"করিলে কামুকে হৃদয় অর্পণ,
যৌবন-সম্পদ সঁপিলে তস্করে,
হ'য়ে নিঃসম্বলা, ক্ষুব্ধা, জ্বালাতন,
কাঁদিবে না কেন সেই চিরতরে ?"
"নাহি ধর্ম্মরাজ্যে যোগ্যতা যাহার,
পূত নারী-হৃদি ভূমে, সে কেমনে
যোগ্য নেতৃরূপে করিবে বিহার ?
অক্ষম, অক্ষম সকল স্থানে"।
"ইস্‌লাম কি হৃদে নাহি মোসবার ?
খেলে না কি ইহা নারীর শিরায় ?
ধরমের যেই করে ব্যভিচার,
পত্নী-হারে তা'র দুলিব গলায়" ?
"এমন কামুকা আরব-কামিনী
হ'বে, ইহা কভু কি সম্ভব হয় ?
হ'য়ে বুঝি আমি মাতাল-গৃহিণী
সাধিব জাতীয় দৌর্ব্বল্য বিজয়" ?

“ইস্‌লামের যেই করে অপমান,
মূল সূত্র তা’র চরণ-দলিত,
সেই নরাধম পশুর সমান,
আমরা অবলা নারীরো ঘৃণিত” !
“হ’য়ে কণ্ঠলগ্না ‘এজিদ’ পাপীর,
হ’ব কেন তা’র দুস্কার্য্য-ভাগিনী ?
ভীষণ প্রতিজ্ঞা এই মোর স্থির,—
“বৈধব্য-দশায় যাপিব জীবনী”।
“পার্থিব, নশ্বর সুখের আশায়,
‘বিশ্বাস’—বিবেকে দিয়ে বিসর্জ্জন,
দিব বরমাল্য পশুর গলায়,
জীবন থাকিতে হ’বে না কখন !

এমাম হোসেন,—
“প্রাণাধিক সব ‘ইয়ার’ আমার !
যবনিকা-স্থিত রমণী রতন !
ধন্য জন্ম মোর, দুখ নাহি আর,
বিমল হরষে ভাতিল বদন” !
“মরণের কালে, অন্তিম ভূমিতে,—
বিভীষণ এই অগ্নি-পরীক্ষায়,

হেন বাক্যামৃত পাইব শুনিতে,
এমন ধারণা নাহি ছিল হায়” !
“ ‘ইস্‌লাম’-কল্যাণে উৎসর্গিতে প্রাণ,
হে বন্ধো ! তোমরা কত লালায়িত,
জীবনের মায়া করে’ প্রত্যাখ্যান—
মিশিতে অনন্তে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত” !
“এস মৃত্যু এস ! কেন কর দেরি ?
এ সুখ-সম্পদে যাইব চলিয়া,
তোমার শ্রীকণ্ঠ আলিঙ্গন করি ;—
পাপীর আশায় ছাই-ভস্ম দিয়া” ।
“ধন্য আমি আজ, সুধন্য ‘ইস্‌লাম’,
কত ধন্য তাঁ’র সেবক-মণ্ডলী,
রেখে’ ধরাধামে পুণ্যময় নাম,
মরিতে প্রস্তুত আনন্দে সকলি” ।
“এসরে সাদরে আলিঙ্গি সকলে,
প্রিয় আরবের সুপুত্র সকল !
ভাসাইলে মোরে আনন্দ-হিল্লোলে,
দেবত্বে আমায়, করিলে বিহ্বল” ।
“রহিবে না কেহ, মরিবে সকলি,
কিন্তু হেন মৃত্যু কি গৌরবকর !

"সংরক্ষিতে ধর্ম্ম প্রাণে অবহেলি,—
সদ্‌জ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, সমর ভিতর" !!
স্বরগ-জ্যোতিতে ভাতিল বদন,
মহাধর্ম্মভাবে এমাম তন্ময় !
হয় দর দর অশ্রু বরিষণ ;
তিতিল নীরবে বিশ্বাসি-নিচয় !
করি পুন ভঙ্গ সেই নীরবতা
কহিলা এমাম,—"হে বান্ধবগণ !
জেগে' মনে মোর আজি এক কথা,
ভীষণ সন্তাপে দহিতেছে মন" ।
"সেবিয়া গরল, আসন্ন শয্যায়
শায়িত যখন ছিল মোর ভাই,
সেই কালে মোকে এক প্রতিজ্ঞায়
করে' প্রতিশ্রুত, তিনি আজি নাই" ।
"প্রাণাধিকা কন্যা 'সখিনা' আমার,
ত্বদীয় সুপুত্র 'কাসেমে'র করে—
সঁপিতে যে আজ্ঞা, জান সবে তাঁ'র,
রক্ষিব তা' আজি এ মরু প্রান্তরে" !
"ছিল আশা মনে প্রিয় মদিনায়,
মনের হরষে ল'য়ে বন্ধুগণ,

বাগ্‌দত্তা সেই কন্যা 'সখিনা'য়,
কাসেমের করে করিব অর্পণ" !
"সে সাধের আশা গেছে মিলাইয়া—
সময়-চক্রের ক্রম বিবর্ত্তনে !
যাহা অসম্ভব, কি ফল স্মরিয়া,
কি লাভ বেদনা জাগা'য়ে পরাণে" ?
"অক্ষমের কিবা কুস্থান সুস্থান ?
দশা-কাল তা'র নিষ্ফল জল্পনা,
তাহার কিসের সুখ, মান, জ্ঞান,
যেন তেন মতে সাধিবে কামনা" !
"ধনী-উপভোগ্য এ'সে এ জগতে,
দীন দুখী মোরা বাড়া'য়েছি গোল,
শোক, দুখ, ব্যথা ল'য়ে এ'সে সাথে,—
বহাইছি বিশ্বে বিপদের রোল" !
"দীন-ভোগ্য ধরা নাহি কি কোথায়,
স্রষ্টার অসংখ্য সে সৌরমণ্ডলে ?
যদি থাকে, মোরা না জন্মি তথায়
বিপন্ন কি হেতু এই ভূমণ্ডলে" ?
"যাউক অসার অদৃষ্ট চিন্তন—
কি ফল ভাবনা-নদী সাঁতারিয়া ?

লভিয়াছি যবে এ নর-জীবন,
কোন মতে আয়ু যাবেই কাটিয়া।”
“অই প্রেমাস্পদ ‘কাসেম’ এখানে,
আরব-পূজিত বিজ্ঞ ‘রহমান’ !
ইস্‌লাম নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদনে,
বিবাহ কার্য্যের কর সমাধান”।
“বাজিতেছে বাদ্য দামেস্ক-শিবিরে,
উড়িছে খচিত পতাকা সকল,
ভাসিছে কার্‌বালা সঙ্গীত-লহরে !
বিবাহের এই নহে যোগ্য স্থল” ?
এমামের মুখে করিয়া শ্রবণ
বিশ্বাসি-নিচয় অচিন্ত্য ঘটনা,
নীরবে,—কাতরে করিল ক্রন্দন,
পাইল অন্তরে গভীর যাতনা।
কাঁদিল ‘কাসেম,’ দর দর ধারে—
বহিল নীরবে অশ্রুর তুফান ;
নারীগণ ক্ষোভে কাঁদিলা কাতরে,
কাসেম-জননী বিষাদে অজ্ঞান।
কার্‌বালা-ভূমির সে পূত সভায়,
অশ্রুসিক্ত সেই মহাপুণ্য ক্ষণে,

‘কাসেম’ ‘সখিনা’ গভীর নিশায়
হইল মিলিত দাম্‌পত্য-বন্ধনে।
কেন গো কল্পনে! আসিলে অকালে,
বিবাহ-বারতা না করে’ বর্ণন?
কেন গণ্ড মোর ভাসে নেত্র-জলে?
গুমরি গুমরি কেন কাঁদে মন?
এই পরিণয় নিশার স্বপন,—
টুটিবে অচিরে কালের তাড়নে;
এ ভে’বে কি মন করিছে ক্রন্দন,
কল্পনে নীরব বিরস বদনে?
দু’ আত্মার হেন পুণ্য সম্মিলন,
কল্পনে নশ্বর এ জীবন তরে?
ধ্বংসে কি কখনো এ দৃঢ় বন্ধন
কোটি কল্প বর্ষে, যুগ যুগভরে?”





ষষ্ঠ সর্গ।



বিদায়।

আরোহি কল্পনা-রথে এই আমি যাই যাই,
কার্‌বালা-প্রান্তরে আজি হইবে ভীষণ রণ ;
কে কে যাইবে তথা মোর সনে এ'স ভাই,
এ বিপুল মনোযানে হ'বে স্থান সঙ্কুলন।
মায়াময়ীলো কল্পনে নিরাকারা সর্ব্বগতি !
সেই ভয়াবহ স্থানে নাও আমা সবাকারে—
যে মহা প্রান্তরে আজি নিঠুর দামেস্ক-পতি
বধিবে এমাম, শিশু, নারী ও অসংখ্য নরে।
যথা আজ আরবের রক্ত-সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
বহিয়া বিকটনাদে ভীষণ মরুর বুকে
লহরে লহরে ক্ষোভে করে' কল কল স্বর—
মানুষের নিঠুরতা গাহিবে মর্ম্মান্ত দুখে !

চলগো কল্পনে দেবি ! এ মিনতি করি তোকে !
এমাম হোসেন যথা বিশ্বাস রক্ষার তরে,
আত্মীয়-বান্ধবসনে স্নেহের সন্তান বুকে—
অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন হইবেন যে প্রান্তরে।
বহিয়া যথায় ঘোর রোদনের প্রভঞ্জন,—
কাঁপাইছে দেবপুরী মর্ম্মভেদী মহা রোলে ;
যে বিলাপে হ'য়ে আজ অস্থির অমরগণ,
তিতিছে সকলে ক্ষোভে কত নয়নের জলে !"
না করিলে দয়া তুমি এ দাসে কল্পনা সতি !
কিরূপে বর্ণিব আমি, যেখানে অমূল্য প্রাণ
তুচ্ছ করি খরভাবে জ্বলিয়া ইস্‌লাম-জ্যোতি
আলোকিবে চিরতরে ধরাতে মোস্লেম-স্থান ?
সেখানে লইয়া চল, যুবক কাসেম যথা—
কাঁদায়ে নাবোঢ়া পত্নী প্রাণাধিকা সখিনায়,
মায়ের কোমল বক্ষে হানি শোক-শেল-ব্যথা,—
লভিবে অনন্ত-শয্যা মরুর নীরস গায়।
শিশুর মরমভেদী 'জল' 'জল' 'জল' রবে
যে খানে অস্থির আজ হইয়ে জননীগণ,
মুমূর্ষু সন্তান বুকে রোদন করিছে সবে ;
দয়া করি তথা ত্বরা চললো কল্পনে ধনি !

কার্‌বালা

বাজিছে সমর-বাদ্য ঢুর ঢুর রণভূমে,
উঠিছে প্রলয়ে যেন বিভীষণ কলরব !
নাচিছে বীরের শিরা রণের মোহন নামে,
মাতিতে সমরকাজে অস্থির সৈনিক সব।
সাজিয়া দামেস্ক-সেনা সগৌরবে স্তরে স্তরে,—
করিতে সমর-খেলা, ল'য়ে নানা প্রহরণ,
কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ উষ্ট্রে, পদ ভরে,—
দাঁড়াইল রণভূমে, স্ফীতবক্ষে অগণন !
কম্পমান রণস্থল অগণ্য প্রাণীর ভারে,
ধূলাজালে আবরিত, অন্তিম প্রলয় যেন,
করেনা সাদরে আজ সম্ভাষা কেহই কারে ;
নাশিতে পরের প্রাণ চঞ্চল সকলে হেন !
উন্মত্ত সৈনিকগণ, দেবভাব নাহি কার,
আসুরিক পাপবলে সবে আজ প্রণোদিত !
হরিতে বক্ষের ধন সন্তান সর্ব্বস্ব মার,
গরবে ফাটিছে তা'রা কালান্ত যমের মত !
জাতীয়-সঙ্গীত গীত হইছে গভীর তানে,
বাজিছে সানাই, ভেরী, উন্মত্ত সকল বীর,
মৃত্যু ভয়, দয়া, মায়া নাহি আজি কারো মনে,—
লইতে কি দিতে প্রাণ সবে আজি কি অধীর !

পরিতে জয়ের মাল্য, সাজিতে গৌরব-সাজে,
নাচিছে বীরের দেহ, ধমনী কম্পন কত !
নীরবে প্রস্তুত সবে মাতিতে সমর-কাজে,
বিলম্বে অধীর হ'য়ে উঠিছে সৈনিক যত !
'ওমর', 'সীমার' আর অপর সেনানীগণ
ঘুরিছে ফিরিছে তেজে ইতস্ততঃ রণস্থলে,
ক্ষিপ্রগতি উচ্চ অশ্বে করি সবে আরোহণ,
উত্তেজিছে সেনাগণে,—উপদেশ, নব বলে !
কিন্তু আরবের কেহ নাহি কেন রণস্থলে ?
তবে তাঁ'রা 'এজিদে'র সনে করিবে না রণ ?
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বুঝি শু'য়েছে ধরণীতলে,—
প্রিয়সুত আরবের অকালে বিশ্বাসিগণ ?
চলগো কল্পনে যে'য়ে আরব-শিবির পানে,
নেহারিব ভালরূপে বিশ্বাসিগণের হাল ;
আসেনি এখনো তাঁরা কেন এ সমরাঙ্গণে,
তবে কি সবার আয়ু হরিছে দুরন্ত কাল ?
না, না, তা' ত ঠিক নয়, অই অই দেখ চে'য়ে,
সেজে বীরসাজে অই সকল বিশ্বাসিগণ
পড়িতেছে হজরতের চরণে বিনত হ'য়ে,
আবেগে এমাম সবে করিছেন আলিঙ্গন !

নাহি তাঁহাদের আজ অনশন-ক্লেশ, শ্রান্তি,—
কি অপূর্ব্ব দেববলে মেতেছে বীরেন্দ্রচয় !
নাহি কারো আজি বিন্দু ভাবনা, রোদন, ক্লান্তি,
বিষণ্ণবদনরাজি হ'য়েছে কি জ্যোতির্ম্ময় !
এমাম যুদ্ধার্থে চায় যাইতে সমরাঙ্গণে ;
বলিছে নিবারি তা'রে সম্ভ্রমে বিশ্বাসিগণ,—
"দিব না হজরত মোরা তোমায় যাইতে রণে,
রহিবে মোদের প্রাণ দেহমাঝে যতক্ষণ।"
হেন ভাবে গুরু শিষ্যে অন্তিমের সম্মিলন,
হেরেমের মাঝে ওই দুইটী অতৃপ্ত প্রাণ !
অনিমেষে একে অন্যে করিতেছে নিরীক্ষণ,
সে দুই হৃদয়ে কত বাজিছে বিষাদ-তান !
করি দৃঢ় আলিঙ্গন প্রাণের সখিনা ধনে,
দাঁড়া'য়ে 'কাসেম' ওই যেন চিত্রার্পিতপ্রায় ;
বিষাদের কি তরঙ্গ খেলিছে সে দুই প্রাণে,
উদ্বেলিত হৃদি-বীণা কি নৈরাশ্য-গীতি গায় !
শোভিছে অশ্রুর বিন্দু যুগল নিচোল 'পরে,
যেমন ঊষার ফুল্ল কুসুমে শিশির মত—
পড়িছে গড়ায়ে ধীরে, যথা মন্দবায়ু ভরে
ঝরিছে কুসুমস্থিত কুয়াসা-কণিকা যত।

সে নীরব চাহনিতে কত আশা, ব্যাকুলতা,
সে অশ্রুতে কি হতাশা, নৈরাশ্য ভাসিছে ধীরে,
ভাসিয়া উঠিছে কত অতৃপ্ত মরম ব্যথা।
সে দুটী পরাণ ভিন্ন অন্যে কি বুঝিতে পারে ?
সঞ্চিলে প্রগাঢ় মেঘ অনন্ত গগন-কোলে,
বাহিরায় বৃষ্টিরূপে যেমন প্রবল রাগে, ;
সঞ্চিত যে ব্যথাপুঞ্জ কাসেমের হৃদি স্থলে,
বাহিরিল মুখরন্ধ্রে, কাতর বচনাবেগে ;—
"কহিতে তোমায় প্রিয়ে এসেছি একটী কথা,
জীবনসর্ব্বস্ব মোর প্রাণের সখিনাধন !
কেমনে তা' বলি, মোর হৃদে যে বিষম ব্যথা,—
সে শোক-সিন্ধুতে আজি কি লহরী কি কম্পন" !
"কাঁদিছে অন্তর মোর বিনায়ে করুণ রবে,
হিয়ার ভিতরে বাজে যাতনার কি দংশন ;
কি যেন ফেলিয়ে আমি, এই পাপময় ভবে
যে'তেছি অনন্তে একা, প্রবোধ মানে না মন" !
"রহিল অপূর্ণ মোর কতই কর্ত্তব্য হায়,
তা'র মাঝে পত্নীরক্ষা মহা এক করণীয়,
ফেলিয়া তোমার তরে এই দাস্ত কার্‌বালায়
একাকী যে'তেছি চ'লে, নহে ইহা বাঞ্ছনীয়।"

"চলে'ছে বিশ্বাসিবৃন্দ সাজিয়া সমরমাঝ,
উদ্ধারিতে ফোরাতের অবরুদ্ধ জলদ্বার ;
অথবা ভৌতিক দেহ পরিহরি সবে আজ,
করিবে অনন্ত যাত্রা, ফিরিবে না কেহ আর" !
"বিদায় ল'য়েছি,—মাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যা পদে,
প্রাণের সখিনা ধন দাও মোরে অনুমতি,—
করে' আত্মোৎসর্গ এই কার্‌বালা-সমরনদে,
করিব আনন্দ মনে আমিও সে পথে গতি"।
"কি কাজ জীবনে বৃথা, দুঃখ-সিন্ধুসন্তরণে ?
যে'তেছে ছুটিয়া আহা স্নেহের বন্ধন যত,
গ্রাসিবে সময়-সিন্ধু ধ্বংসশেষ জনগণে,
ভেঙ্গেছে সুখের স্বপ্ন, এ জীবন আশাহত" !
"মরে মোর ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতা, খুড়ী, গুরুজন,
তুমি প্রাণ-সরবস্ব মরিছ যাতনা ভরে,
রাখিয়া কি লাভ আর দুখময় এ জীবন ;
দিব আত্মাহুতি সুখে কার্‌বালার এ সমরে" !
নেহারি স্বামির পানে, নীরবে সখিনা হায় !
শু'নে সে অশুভ, যেন বজ্রাঘাত শিরে তাঁ'র,
দুরু দুরু কাঁপে বুক, নৈরাশ্য-কম্পন গায় ;
বলিল বিশুষ্ক কণ্ঠে,—"আশা বুঝি নাহি আর" ?

"কত কথা ছিল মনে মিশিয়া তোমার বুকে,
কহিব গোপনে ধীরে বড় আশা ছিল নাথ!
সে মরম বাণী বুঝি গেঁথে রহিবে এ বুকে?
এ জীবনে বুঝি সেই পূরিল না মনোরথ"!
"নহে যুগ, বর্ষ, মাস, এক অহোরাত্র নয়,
এ স্বল্প কালের মাঝে, অভাগিনী সখিনার,
ভাঙ্গিয়া আশার হর্ম্ম্য পাইতে ব'সেছে লয়;
এমন কপালপোড়া গিয়াছে কি কবে কার"?
"কৈশোর মধ্যাহ্ন থে'কে যে প্রাণলতিকা মোর,
জড়িয়া যে আত্মা-তরু—বাড়িল সতেজে ভবে;
সে যদি অনন্তে উড়ে কালের তুফানে ঘোর,
আশ্রিতা লতিকা তা'র তবে কি জীবিতা রবে"?
"যে মোহন মূর্ত্তি, নিত্য স্থাপি স্বীয় হৃদি স্থলে,
হেরিয়া নয়নে—ধ্যানে বদনচন্দ্রিমা যাঁ'র,
পূজে'ছি বিমল শ্রদ্ধা, অনুরাগ, ভক্তি-ফুলে;
যৌবন-ঊষায় বুঝি শেষ দেখা এই তাঁ'র?
"কেটে' প্রেম, ভক্তি-পাশ, আশালতা ছিন্ন করি,
করিয়া অকালে ত্যাগ কণ্ঠলগ্না সখিনায়,
সাধের যৌবনকালে সুখ-ভোগ পরিহরি,
এই যে যেতে'ছ চলে' আর কি পাইব হায়"?

"সুখের সংসারধর্ম্ম, পতি-সুখসম্মিলন,
বাসনার এই কালে গায় হৃদি শত সুরে,
এমন সময়ে নাথ মোর তরে ছেড়ে আজ,
হইয়া নিঠুর বল চলিয়াছ কোন্ পুরে" ?
"সহিয়া নীরব জ্বালা, বিবিধ সন্তাপ ঘোর,
নেহারি, পূজিয়া তোমা,—নিয়ত নয়নে, ধ্যানে ;
আশা-সঞ্জীবনী বলে জীবন রয়েছে মোর,
এ ভাবে ত্যজিয়া তবে যাও দেব কোন্ খানে" ?
"কৈশোর যৌবন দ্বন্দ্ব, সুখের বিকাশ কালে,
মর্ম্মাহতা সখিনায় জ্বালাইয়া, কাঁদাইয়া,—
জীবনসর্ব্বস্ব মোর পড়িছ অনন্তে ঢলে',
পা'ব কি তোমায় বল দেবলোক অন্বেষিয়া" ?
"ঝাঁপিয়া অসীম-ক্রোড়ে চলে' যা'বে স্বর্গপুরে,
বল প্রাণ তোমায় কি বিচারিয়া সেইখানে,
পাইব কি পুন আর পরজন্ম জন্মান্তরে ?
মিশিতে পারিব তথা চির তরে প্রাণে প্রাণে" ?
"যে আশা-অঙ্কুর মোর রহিল এ বাল-হৃদে,
হ'বে কি সফল তাহা তব সম্মিলন-জলে ?
জনমিবে তৃপ্তি-মধু মোর মন-কোকনদে ?
আবার মিলন কিহে হইবে কি কোন কালে" ?

যাইতেছ পুণ্যকার্য্যে—কেমনে নিষেধি দাসী ?
বিদায় দিতেও নাথ ! প্রবোধ মানেনা মন,
"যাওগে" বলিতে প্রাণে বাজে কি যাতনা রাশি !
দিব কি উত্তর মোরে শিখাও হে প্রাণধন" !
"অবোধ বালিকা আমি, অনভিজ্ঞা আত্মহারা,
তুমিই আবাল্য মোর গুরু উপদেষ্টা জন ;
কি করা কি বলা চাই ওহে প্রাণ-ধ্রুব-তারা,
দাও উপদেশ মোরে, মাগি পদে স্বামী ধন" !
বিষম সঙ্কটে নাথ বল মোরে সে বচন ?
সাজায় আরব-বালা সযতনে স্বামী ধনে
যাইতে সমরভূমে, অম্লান বদনে সুখে ;
ফিরিবে সে রণজয়ি এ আশা উপজি মনে,
সে বীরপত্নীর আহা কত গর্ব্ব খেলে বুকে !
পরি স্বামী জয়মাল্য, যশের রতন হার,
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে করিয়া প্রাণান্ত রণ—
করে কত আনন্দিতা সে বীর ভার্য্যাকে তাঁ'র ;
ঘটিবে কি ভাগ্যে মোর বল তাহা প্রাণধন ?
করিয়া সমর-খেলা বিজয় লভিলে স্বামী,
সহ-ধর্ম্মিণীর তাঁ'র যে সুখ—গৌরব হয়,
তেমনি কার্‌বালা ভূমে সংগ্রাম জয়িয়া তুমি

গৌরব-মণ্ডিতা মোরে করিবে সম্ভব নয়।
ভীষণ কার্‌বালা এই নহে রণ-রঙ্গস্থান,—
এবে মহা বিভীষণ যমের বিকট পুরী ;
চিন্তি ভাবী অমঙ্গল সতত কাঁদিছে প্রাণ,
ইচ্ছা হয় হৃদে রেখে তোমায় নিয়ত হেরি।
গড়া'য়ে দুরন্ত অশ্রু পড়ে মোর শতধারে,
ভাসা'য়ে প্রবোধ, ধৈর্য্য—শান্তি সুখ খরবেগে;
থামে না অবাধ্য অশ্রু কি করি বলনা মোরে ?
শিখাও কি করি দাসী প্রার্থনা তোমার আগে।
উঠিল গভীর রব তূর্য্যনাদ হুহুঙ্কার
চলিল বীরত্বে—তেজে সমরে বিশ্বাসিগণ ;
কাসেম ছাড়িয়া কণ্ঠ মর্ম্মাহতা সখিনার
বলিল,— সখিনে চাই এই শেষ দরশন !





সপ্তম সর্গ।

মহা শ্মশান।

নাই কার্‌বালার আজি অস্ত্রের ঝঙ্কার আর,
গরজে না ভীম নাদে রণ-সিন্ধু পারাবার;
কার-বালার শুষ্ক বক্ষ ছিল কত পিপাসিত
নরের রুধির পানে সরস হ'য়েছে কত!
থামিয়াছে ভয়াবহ কাল রণ-প্রভঞ্জন,
গভীর নিনাদে আর গরজে না বীরগণ;
পতিত অসংখ্য সেনা মরুভূমে স্তরে স্তরে,
শৃগাল গৃধিনীগণ ঘোর কলরব করে।
শোণিতের মহানদী হ'য়ে বেগে প্রবাহিত,
বাড়া'য়ে ফোরাত-বপু করিয়াছে সুরঞ্জিত।
নাহি আজ দামেস্কের শিবিরে জাতীয় গান,
বিজয় উল্লাসভরে নাচে না সৈনিক-প্রাণ!

কার্‌বালা

সমর ভীষণ বহ্নি হইয়াছে নির্ব্বাপিত,
সৈনিক-ইন্ধন বহু করি রণে ভস্মীভূত ;
নহে শুধু আরবের শিবিরে রোদন-রোল,
দামেস্ক-ছাউনি মাঝে পড়িছেও গণ্ডগোল।
আত্মীয়, সেনানী, বন্ধু অসংখ্য শায়িত রণে,
অস্থির শোকার্ত্ত হ'য়ে কাঁদিছে সৈনিকগণে।
'সীমার' বিমর্ষ আজ, গরবে ফাটে না বুক,
অগণ্য কটক নাশে উপজিছে ভয়, দুখ।
এখনো এমাম-রিপু বর্ত্তমান রণস্থলে,
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণ আঁটিবে কি তাঁ'র বলে ?
পরিতে পারিবে সে কি জয়মাল্য রত্নহার ?
ভাবিছে সে উচ্চ আশা পূর্ণ কি হইবে তা'র ?
পিপাসার্ত্ত দুরবল মুষ্টিমেয় মুসলমান,
বধিয়াছে দামেস্কের বিপুল সেনার প্রাণ।
নিপতিত শবরাশি রণস্থলে স্তূপে স্তূপে,
কত ভয়ঙ্করী আজ কার্‌বালা বিভৎসরূপে !
বিনাশি অসংখ্য সেনা বাহুবল অস্ত্র-ধারে,
শায়িত বিশ্বাসিবৃন্দ শবভূমে স্তরে স্তরে।
নিরজন মরু আজ ভীষণ সমাধি স্থান,
প্রান্তর শিবির তা'র হইয়াছে কি শ্মশান !

বিপুল দামেস্ক-সেনা আহত হইয়া রণে,
শিবির-চিকিৎসালয়ে মিশিছে অনন্তসনে।
কার্‌বালা-প্রান্তর স্থিত এমাম-শিবিররাজি,
কত শোকে সমাচ্ছন্ন বিষাদ মলিন আজি !
অনন্তের মহাযাত্রী হইয়াছে স্বামী ধন,
'জল' 'জল' 'জল' করে' মরে'ছে সন্তানগণ।
মহাশোকে অনশনে বহুনারী ভূপতিতা,
স্বামী সুত আত্মাসনে হইয়াছে স্বর্গগতা !
সম্মীলিত হ'য়ে সবে শান্তিময় দেবধামে,
কি আনন্দে মাতিয়াছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই প্রাণে !
দুই পক্ষে বহুতর পতিত যে বীরগণ,
তা'দের সমাধি-কার্য্যে নিরত সৈনিকগণ।
ছাড়ি অস্ত্র, রণ-বেশ, আকুল সৈনিক যত,
হইয়াছে নিহতের সমাধি-কার্য্যেতে রত।
বিহ্বল এমাম, শোকে অস্থির উন্মাদ যেন,
ঘরে ও বাহিরে তাঁ'র শবরাশি অগণন !
বহু সাধু—বিজ্ঞলোক ছিল এমামের সনে,
করিয়াছে আত্মোৎসর্গ সকলে কার্‌বালা-রণে।
জীবিত তাঁহার ক'টী পশু-রক্ষী অনুচর,
লইয়ে তা' সবে সঙ্গে বিহ্বল এমামবর।

রণে তাঁ'র যত বীর হইয়াছে নিপাতিত,
এ'নে সকলের শব করিয়াছে স্তূপীকৃত।
মৃত-দেহ সকলের আনিয়া শিবির দ্বারে,
সমাধি দিবার তরে রাখিয়াছে স্তরে স্তরে।
ঐ দেখ শবরাশি বেষ্টিয়া রমণী সবে,
পতি-পুত্রগণ তরে কাঁদিছে আকুল রবে।
ধরিয়া যুগল করে পতির চরণদ্বয়,
অসংখ্য রমণী দেখ কাঁদিয়া আকুল হায়।
ভেঙ্গেছে সুখের স্বপ্ন, নিমগ্ন আশার তরি,
গত প্রাণ বহুনারী পতি-পুত্র বুকে করি।
'আকবর,' 'আসগর' দুই সন্তান পতিত রণে,
খেলে কত শোকোচ্ছ্বাস 'সাহার বানুর' প্রাণে!
বাণবিদ্ধ শিশু পুত্র, কাসেমের বেদনায়,
শোকাকুলা অভাগিনী ভূমে গড়াগড়ি যায়!
নিহত যুগল সুত লইয়া অঙ্কের' পরে
চে'য়ে আছে অনিমেষে দর দর অশ্রু ঝরে!
উন্মাদিনী শোকমগ্না বিহ্বলা 'সাহার' হায়,
যেন মহাযোগরতা নীরব নিস্পন্দ কায়!
মানস-নয়নে অই হে প্রিয় পাঠকগণ!
কাসেমের মৃত দেহ কর সবে সন্দর্শন!

শিরপদ তলে ওই দুই পুণ্য মূর্ত্তি তাঁ'র,—
মাতা হাস্‌নে বানু, আর অভাগিনী সখিনার।
পুত্র-কণ্ঠ, পতি-পদ,—সাপুটি যুগল করে,
দুইটী পবিত্রা ধারা বহে কল কল স্বরে।
মৃত সুত লয়ে ক্রোড়ে অস্থিরা জননী হায়,
পতি পদতলে পড়ে' পত্নী গড়াগড়ি যায়।
ক্ষণে মূর্চ্ছা ক্ষণে জ্ঞান মর্ম্মাহতা সখিনার,
বলিছে উন্মত্তা প্রায় "সব শেষ মা আমার"।
'মা, তব অঞ্চলমণি হৃদিদেব সখিনার—
হরিল কি দুষ্ট চোরে, ফিরে কি পা'ব না আর ?
হারাইয়া ভ্রাতাগণে, হারা'য়ে মা স্বামী ধন,
কেমনে ধৈরয ধরি, প্রবোধ মানে না মন।
পায়ে ধরি, দয়া করি বল বল মা আমার ?
বল জেঠী, শ্বশ্রূ মাতা এই শেষ দেখা তাঁ'র ?
আমার বিবাহবেশ এখন র'য়েছে হায় !
অকালে মরম মোর বিঁধিল বৈধব্য-ঘায় !
কাঁদ কেন জননী গো, ঝরিছে যুগল আঁখি,
তবে কি পলা'য়ে গেল তাঁহার জীবন-পাখী ?
বলিতে বলিতে তা'র বিলুপ্ত হইল জ্ঞান,—
শুইল সখিনা ভূমে যেন দেহে নাহি প্রাণ !

ভাঙ্গিল মূর্চ্ছনা, বালা আবার বিষাদে উঠি
ধরিয়া শ্বশ্রূর গলা কহিল ভূতলে লুটি ;—
বাসিতাম কত ভাল, সে যত্ন করিত কত,
জাগিয়া উঠিছে হৃদে সে অতীত স্মৃতি যত।
ছিল সে বয়সে জ্যেষ্ঠ, মোরা ভ্রাতা ভগ্নী সবে,
শিখাইত কোরাণ মা অমিয় মধুর রবে।
বাখানি 'ইস্‌লাম'-নীতি, 'হজরতের' পুণ্য গানে,
তোষিত মোদিগে তিনি ভক্তি গদ্‌গদ-প্রাণে।
ছিল মা সে একাধারে প্রিয় ভ্রাতা, গুরুজন,
পূজিতাম ভক্তিফুলে পদ তাঁর অনুক্ষণ।
কনিষ্ঠ মোসবে তিনি কতই বাসিত ভালো,
করিত কি আনন্দিত বিলা'য়ে প্রণয়-আলো !
ছোট ছোট মোরা সব ভ্রাতা ভগ্নীগণ তাঁর,
আজ্ঞাবহ, অনুরক্ত ছিনু কত অনিবার।
ভুলিতাম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাঁর বাক্যামৃতপানে, ;
হেরিলে তাঁহায় কত আনন্দ খেলিত প্রাণে !
সেই প্রিয় গুরু, সখা যৌবন প্রারম্ভ কালে,
দিয়ে দেখা স্বামী রূপে গেল কি অনন্তে চ'লে ?
স্মরিতে অতীত স্মৃতি, গাইতে সে গত গান,
ঢলিল সখিনা ভূমে পুন হারাইয়া জ্ঞান।

কালঝড়-বিলুণ্ঠিতা স্বামি-তরু-মূল-তলে—
ছিন্নমূলা লতা যেন সখিনা পড়িল ঢলে'।
কাঁদে প্রাণ সখিনায় দেখিব নিকটে যাই—
কাঁদিয়া অনিল কহে সে আর জগতে নাই !
"প্রাণাধিক কাসেমের পবিত্র আত্মার সনে,
মিশিয়া সখিনা চলে' গিয়াছে অনন্ত ধামে"।
যেখানে বিচ্ছেদ নাই, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনশন ;
বিরাজে সেখানে সুখে আজি তাঁ'রা দুইজন !
"যেখানে এজিদ নাই, জলহীন মরুস্থান,
সবলের অত্যাচারে পোড়েনা দরিদ্রপ্রাণ।
নাহি যথা হিংসা, লোভ, নিষ্ঠুরতা, অনাচার,
চির শান্তি, পবিত্রতা বিরাজিত অনিবার,
সরলতা, প্রেম, সাম্য চির বিরাজিছে যথা,
কাসেম, সখিনা আজি আনন্দে বিহরে তথা।"
একত্রিয়া শবরাশি অন্তিম প্রার্থনা সাধি,
রাখিয়া কবরে দেহ কহিলা এমাম কাঁদি,—
"স্নেহাস্পদ পুত্র, কন্যা, আত্মীয় বান্ধব মোর,
হইলে কার্‌বালা-ভূমে অনন্ত নিদ্রায় ভোর" !
"রক্ষিতে বিশ্বাস, সত্য, অনায়াসে সর্ব্বজন—
ত্যজিলে অমূল্য প্রাণ করিয়া ভীষণ রণ" !

"আমি অভাগার সনে এমর জগতে মিশি,
ত্যজিলে অকালে প্রাণ ভুঞ্জি দুখ রাশি রাশি" !
আমিই নাশের মূল, সর্ব্ব ধ্বংস মোর তরে ;
বহিল শোণিত-স্রোত মম হেতু মরুপরে !
"মরিল সকল মোর, পুরুষ, বালকগণ,
আমার সমাধি দিতে রহিল না একজন !"
"পড়িতে 'জানাজা' মোর প্রিয়জন নাই কেহ,
ছিল ভালে লিখা বুঝি শৃগালে খাইবে দেহ।
যে শরীর ল'য়ে ক্রোড়ে রছুল, জননী, পিতা,
চুম্বিয়া বদন মোর শুনিত বিবিধ কথা" !
"যে দেহের ধূলি, কাদা, দুর্গন্ধ, পুরীষরাশি,
স্বহস্তে ধুইত 'নবী' স্নেহভরে হাসি হাসি।
"তাঁর পূত অঙ্গস্পর্শে যেই দেহ গৌরবিত,—
হইবে অন্তিমে তাহা শ্বাপদের কুক্ষিগত" !





অষ্টম সর্গ।

আত্মোৎসর্গ।

কহিলা এমাম করিয়া ক্রন্দন,—
"মনে পড়ে কত অতীত কথন,
সেই সব আজি যেমন স্বপন,
ছায়াময়ী প্রায় আমার কাছে" ;
নাই নূর নবী নানাজী আমার,
প্রেম বিশ্বাসের দীপ্ত অবতার,
বিশ্ব আলোকিত জনমে যাঁহার,
হায়রে সে জ্যোতি নিবিয়ে গেছে" !
"কোথা আজি সেই ঋষি 'বুবকর,'
মহাত্যাগশীল সাধক প্রবর,—
খলিফা গ্রহের পূর্ণ শশধর,
গিয়াছে মিশিয়া ধূলির সনে" ;

"নাহি এ জগতে ওমর সাধক,
নির্ভীক, বৈরাগ্য, নীতিপ্রচারক,
জ্বলন্ত বিশ্বাসী, ইস্‌লাম চালক,
পাইব কাহায় এ পাপ রণে" ?
"কোথা মহাধনী বদান্য 'ওছমান' ?
সত্য সংরক্ষণে ছিল যাঁ'র প্রাণ,
রাশি রাশি ধন করিলা প্রদান,
ইস্‌লাম-কল্যাণে যে জন হায়" !
"নাহি বীরবর সে 'হাম্‌জা আমীর,'
ছিল ভয়ে যাঁ'র বিধর্ম্মী অস্থির,
বিপথগামীর নত ক'রে শির
মিশিয়াছে তিনি ধরার গায়" !
"আলী মহাবীর জনক আমার,
বীরত্ব-ধর্ম্মের অতুল ভাণ্ডার,
বিনাশিয়ে যিনি অসত্য-আঁধার--
করিলা ধরণী উজ্জ্বল কত" ;
"দুল্‌ দুল্‌" ঘোড়ায় করে আরোহণ,
দমিয়া অধর্ম্ম, ব্যভিচারিগণ,
সত্যের মহিমা করি বিঘোষণ,
ঘাতক-কৃপাণে অনন্তগত" !

"সেই বীরবর 'খালেদ' কোথায় ?
ইস্‌লাম রক্ষণে সেইজন হায় !
জীবন যৌবন সঁপি সমুদায়
রহিত নিয়ত সমর মাঝ" ;
"থাকিলে খালেদ মাতিত উত্তমে ;
এই কার্‌বালার ভীষণ সংগ্রামে—
কাঁপিত 'এজিদ' 'খালেদের' নামে,
হ'ত নবীবংশ রক্ষিত আজ"।
"হ'ত মুক্ত তবে ফোরাত-পুলিন,
পাইত সুশিক্ষা বিপক্ষ 'কমিন,'
ভাসিত আনন্দে সকল 'মমিন,'
যাইত মোদের পিপাসা—ব্যথা ;"
"হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কেহ নাহি আর,
নিরাশ্রয় আমি দুনিয়া মাঝার ;
স্মরিলে কি লাভ তাহা বার বার,
অতীতে মিলিছে যে সব কথা"।
"নাহি মাতা মোর 'ফতেমা জোহরা'
নবীর তনয়া খোদার 'পেয়ারা,'
বিশুষ্ক জগতে শান্তির ফোয়ারা,
স্নেহ-মন্দাকিনী মরত পুরে" ;

"বিস্মৃতি-তিমিরে অতীত ঘটনে—
ক্রমেই ঢাকিছে, পড়ে না স্মরণে,
যত কিছু গত হয়েছে জীবনে,
স্মৃতিরশ্মি তা'র মুছিছে ধীরে" !
আবার বিষাদে হইয়া চঞ্চল
কহিলা এমাম—"মরিল সকল,
ভীষণ প্রান্তরে করে 'জল' 'জল,'
আত্মীয় বান্ধব আমার যত" ;
"নাহিক কাসেম বীরচূড়ামণি,
কোথায় 'আক্‌বর' নয়ন-নিছনী,
'আস্‌গর' আমার স্নেহের বাছনী
ঝরিল এখন কোরক কত" !
"জীবন-সঙ্গিনী যাহার প্রেয়সী
চোখের কোটর গেছে তাঁ'র বসি,
কত বিমলিন মুখপূর্ণশশী—
মহাশোকে দেহ হয়েছে ছাই" ;
"পরাণসর্ব্বস্ব সখিনা আমার,
প্রস্ফুট কোরক যৌবন-ঊষার,
ছিল যা'র রূপে 'হেরেম' গোল্‌জার !
হায় আজি সেই জগতে নাই !"

"সৌন্দর্য্য-প্রতিমা নাই সে জয়্নব,
লাবণ্য, মাধুর্য্য, অতুল বিভব,
শোকে দুখে তাঁ'র গেছে চলে' সব,
সে'জেছে যৌবনে যোগিনী হেন" ;
"সঙ্গিনী সকল আরব্য-রমণী
ফুটন্ত গোলাপ, সুষমার খনি,
যৌবন-সম্পদে ভূষিতা কামিনী,
শতবর্ষা বৃদ্ধা হয়েছে যেন" !
নানিজী ছলেমা রছুল-ঘরণী,
সুখে দুখে মোর পরাণ-তোষিণী,
বিপদ আপদে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী,—
শোকে ও ক্ষুধায় মরার প্রায়" ;
ভ্রাতুষ্পত্নী মম কাসেম-জননী
তীব্র শোক-শেলে ঘোর উন্মাদিনী,
মোস্লেমের পত্নী কত পাগলিনী,
স্বামী সুত নাশে হয়েছে হায়" !
"আকুলিত প্রাণে করে' উচ্চ ধ্বনি
রোদিছে সকল আরব্য-জননী,
হারায়ে সন্তান হৃদয়ের মণি,
উন্মাদিনী প্রায় সকলি তা'রা" ;

"বিরাট ছাউনি জীবন্ত শ্মশান,
কি ভীষণ উহু শোকের তুফান !
ক্ষুৎ-পিপাসায়, বিষাদে অজ্ঞান
হ'য়েছে সকলে আসন্নমরা" !
"করিত মোস্লেম কত 'মহব্বত,'
সাহস বীরত্বে বিখ্যাত জগৎ,
ছেড়ে পরিজন স্বদেশ, আওরত,
যে'য়ে কাজে মোর কুফায় চ'লে" ;
"পড়ে 'জেয়াদের' ঘৃণিত চক্রান্তে,
ভীষণ সমরে অতুল বীরত্বে,
বীরজন হেন মিলিতে অনন্তে,
পড়ে'ছে ঢলিয়া মরণ-কোলে" !
"নাহি দোস্তদার আর এ জগতে,
গাঢ় অবিশ্বাস আসিছে গ্রাসিতে,
ছলনা-শেলের দুঃসহ আঘাতে,
হৃদি শান্তিফুল গিয়েছে ঝরে' !"
"ঘোর অবিশ্বাস ঘৃণ্য প্রতারণা,
বিশ্বময় শুধু বিরাজে ছলনা !
কলুষিত ধরা কোথায় সান্ত্বনা,
কেন আসিলাম মরত 'পরে" !

"ভেঙ্গেছে পার্থিব মোহের বন্ধন,
শান্তির কল্পনা নিশার স্বপন,
কি লাভ নিষ্ফল শরীর ধারণ ?
মরিব নিশ্চয়ি মানুষ মত ;"
"দেখ বিশ্বধাম, পর্ব্বত, কানন,
কার্‌বালা, নক্ষত্র, রবি, গ্রহগণ,
দেখরে 'ফোরাত' জগত জীবন,
শত্রুজন মোরে পীড়িল কত" !
"জগজ্জীবন পানীয় সলিল,
ভাস্কর কিরণ, স্বভাব অনিল,
বিশ্ব রক্ষা কল্পে সৃজিছে "জলিল"
এ তিনে স্বামিত্ব সবার এক ;
"দুর্দ্দান্ত 'এজিদ' নিঠুর অরাতি,
কার্‌বালা ত্যাগের রোধ করি গতি,—
বিনাশিল মোর পুত্র কন্যা জ্ঞাতি ;
কি ঘোর জুলুম সবাই দ্যাখ্" !
কহিলা ইমাম আঁখি ছল ছল,—
"বিশাল ধরার তিন ভাগ জল,
কার্‌বালার মোর স্বজন সকল,
বিনাশিত প্রায় সলিল তরে" !

"জিজ্ঞাসি কাতরে বল নিরঞ্জন,
করিল কি দোষ মোর লোক জন ?
করি "জল" "জল" ত্যজিছে জীবন,
তবু বিন্দু বারি দিলে না কারে" ?
"একি লীলা তব বল দয়াময়,
হ'য়ে মাঝে মাঝে নিঠুর হৃদয়
হাসিতে কাঁদাও জীব সমুদয় ?
কৌতুকপ্রিয়তা তোমারো আছে"।
"ব্যথিত বিলাপ, আর্ত্তের ক্রন্দনে,
নির্দ্দোষ আক্ষেপ, শিশুর রোদনে,
না বাজিলে ঘাত তোমার পরাণে,
দাঁড়াবে বিপন্ন কাহার কাছে" ?
"অত্যাচারী কিহে বান্ধব তোমার ?
করেছে' অবাধে নানা অনাচার,
সুখ, শান্তি, শোভা নাশিছে ধরার,
করিছে বিশ্বের সম্পদ্ ক্ষয় ;
শুধাই—'রহিম' ! বল দীন হীনে,
হইয়া উত্যক্ত প্রবল পীড়নে,
চাহিবে বিপন্ন কার মুখপানে
তুমি যদি প্রভু তাহারি নয়" ?

(তবে) "মরুক দুর্ব্বল সবল পীড়নে,
দেখ তুমি বসে' স্বর্গ-সিংহাসনে,
ফুটুক আনন্দ তব শ্রীবদনে,—
পূর্ণ হ'ক তব অচিন্ত্য কাম ;
ইস্‌লাম অমৃত ত্বদীয় সম্পদ্,
বিলাইলা যেই পুণ্য মোহাম্মদ,
বিনিময়ে তাঁরে দিলে এ সম্পদ্
বুঝি ভবে তাঁ'র রয় না নাম" !
"তিতিয়া এমাম নয়ন-আসারে,—
ডাকিলা শিবির-ললনা সবারে,
কহিলা,—বিদায় দাও সবে মোরে,
পশিয়া 'জেহাদে' ত্যজিব দেহ ;
গিয়াছে মরিয়া সন্তান, বান্ধব,
হিতাকাঙ্ক্ষী দোস্ত ছিল যত সব,
কত মহাজ্ঞানী ধরণী-দুর্লভ
মরিল অকালে, র'ল না কেহ" !
"পুরুষ সকলি ত্যজিল পরাণী,
আছ মাত্র শুধু কয়টী রমণী,
এনে বাঁচাইব ফোরাতের পানী,
পিয়াইয়া তোমা সকল জনে ;

ভোগিছ অসহ্য পিপাসা-বেদন,
নিবারি পিয়াস পিয়াব জীবন,
কার্‌বালা-প্রান্তরে করে' ঘোর রণ—
নাশিব নির্ম্মম অরাতিগণে"।

"শরীরে আমার আরব্য-শোণিত—
তেমনি সতেজে আছে প্রবাহিত,
হইছে সেরূপ ধমনী স্পন্দিত—
ছিল যথা মোর পিতার অঙ্গে ;
বাজে কার্‌বালায় সমর-বাজন,—
নাচে তালে তালে মোর দেহ, মন,
কত উত্তেজনা করিবারে রণ,
মাতিব সমরে বিকট-রঙ্গে"।

"ক্ষমাকর মোর অভাব—পীড়ন,
কর এ আশীষ, ওগো বিবিগণ !
করিয়া সমরে উৎসর্গ জীবন
ইমাম রক্ষিতে পারি গো যেন ;
প্রাণের মমতা করে' পরিহার,
পালিতে বিশ্বাস ধরে' তরবার,
মরণ যে পথে বিশ্বাসী সবার
হউক সদ্‌গতি আমারো তেন" !

"কহিল জয়্‌নাল ধরিয়া গলায়,—
যাও কোথা বাবা! ছাড়িয়া আমায়?
দিব না দিব না যাইতে তোমায়—
করে' নিরাশ্রয় ধরার 'পরে;
না রহিলে তুমি বাছাধন বলে'—
করিয়া আদর কে লইবে তুলে,'
জুড়াব পরাণ কার ক্রোড়ে ঢলে'?
পড়া'বে কে আর কোরাণ মোরে"!
"ভ্রাতা ভগ্নী মোর মরে'ছে সকল,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জননী পাগল;
তুমি গেলে, শোকে হইয়া বিহ্বল—
আমিও জীবন ত্যজিব রণে;
সাজিয়া 'এতিম,' ভিখারী হইয়া
দাঁড়াইব বল কোথায় যাইয়া,
এ দুখিনী সুতে কে নিবে টানিয়া?
করিবে অবজ্ঞা সকল জনে"।
"করিনু কি দোষ খোদার 'দর্‌গায়'—
একে একে মোর সব চলে যায়,
ফেলে' এ ভীষণ মরু কার্‌বালায়,
আপন বলিতে পাইব কারে"?

রুগ্ন জয়্‌নালের কাতর রোদনে,
কাঁদিল সকলে বিষণ্ণ বদনে,
বিলাপের ধ্বনি উঠিল গগনে,
যেমতি প্রলয় কার্‌বালা ’পরে!
“সন্তান-রোদনে এমাম চঞ্চল,
কহিলা ‘সাহার’ অস্থিরা, বিহ্বল,—
যেওনা স্বামিন্ নাহি চাই জল,
ফেলিয়া মোদিগে অরাতি-পুরে ;
অন্তিম সময়ে সেবি তব পদ,
ভুলিব পিপাসা, শোক ও বিপদ্,
গিয়াছে সকল আশার সম্পদ্,
মরিতে দাওনা চরণোপরে” ।
“শিবিরের সব আরব্য-রমণী—
‘পর্দ্দা’-আকরের মহামূল্য মণি,
চন্দ্র সূর্য্যে যাঁরে কখনো দেখেনি,
সম্ভ্রমে যাঁহারা আরব খ্যাত ;
করি অসহায়া কার্‌বালা-প্রাঙ্গণে,
এ লোকললাম সতী সাধ্বীগণে,
নিক্ষেপি নিঠুর দুশ্মন বদনে,
কি বিচারে একা যে’তেছ নাথ” !

"ভাবনা, রোদনে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়,—
ভাঙ্গিয়া পড়িছ বাতাসের গায়,
বলহীনে কি হে রণ শোভা পায় ?
মরিও শিবিরে মোদের সনে !
কহিলা এমাম,—প্রাণস্বরূপিণী
প্রেয়সী আমার, আরামদায়িনি.
দগ্ধহৃদয়ের শান্তি-বিধায়িনি,
বারেক চিন্তিয়ে দেখনা মনে" !
"স্বাধীন আরব মোর মাতৃভূমি,
বীর অবতার আলী-পুত্র আমি,
তুমি বীরাঙ্গনা, হই তব স্বামী,
রণ ত আমার আনন্দ-খেলা ;
আমিত আরব, সমরপরাণ,
নাচিব উল্লাসে ধরিয়া কৃপাণ,—
কাটিব 'দুষ্মন' কদলি সমান,
করিব বিমুক্ত ফোরাত-বেলা" ।
"রক্ষিতে আমায় কত শত জন—
ভীষণ সমরে ত্যজিলা জীবন,
কেমনে রহিব বল বিবি ধন !
কাপুরুষপ্রায় নীরবে ঘরে ?

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আমি কি দুর্ব্বল ?
শোকে, দুখে আরো বাড়িয়াছে বল,
ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ ব্যাঘ্র যেমন চঞ্চল,
মহাভয়াবহ বিরাগভরে" !
"মরিব সমরে বীরের মতন,
একদা যখন হইবে মরণ,
চিরস্থির কোথা জীবন যৌবন ?
রণভূমি ভালো পতনস্থান ;
শুইলে সমরে বীরের শয্যায়,
যশোভাতি নিত্য জ্বলিবে ধরায়,
গাঁথা রবে নাম যশোমেখলায়,
দেব-নর-লোকে বাড়িবে ম্যান" !
"পারে কি মানুষ রক্ষিতে মানবে ?
দয়াল ঈশ্বর পোষিতেছে সবে,
তোমরা তাঁহার করুণা-প্রভাবে
নিশ্চয় রহিবে 'ইজ্জত'—মানে ;
তোমাদের হিতে যত মোর মন,
ততোধিক ব্যস্ত প্রভু নিরঞ্জন,
সম্ভ্রমে—সতীত্বে করিতে রক্ষণ,
যেতেছি সঁপিয়া তাঁহার স্থানে" !

"সংসারে ললনা মহাশক্তিময়ী,
নারীর প্রভাবে নর বিশ্বজয়ী,
অবলা-শক্তিতে প্রণোদিত হই,
লভে সফলতা সকল কাজে ;
সতীত্বে নারীর সে শক্তি উথলে,
নারী শক্তিময়ী সেই মহাবলে,
বিপদে তারণ করি অবহেলে,
বিশ্ববিজয়িনী ধরার মাঝে"।
"কি সাধ্য অধম কামুক—দুষ্মন,
করিতে সতীর কেশাগ্র ধারণ—
ত্রিসীমায় তাঁ'র করে পদার্পণ,
সতী নির্য্যাতন দুরূহ কথা ;
থাক নিরভয়ে কি ভয় কি ভয় ?
সতী সংরক্ষিবে প্রভু দয়াময়,
করিয়া নিস্তেজ দুরাত্মা-নিচয়,
মিথ্যা ধনি ! মনে পোষিছ ব্যথা"
"ভয় নাই প্রিয়ে মিলিব অচিরে,
প্রিয়জনসনে আনন্দ-নগরে
যা'বে সব চলে' ছেড়ে এ পৃথ্বীরে,
চিরকাল ভবে র'বে না কেহ ;

'দুনিয়া' বিষম হিংসার আধার,
দুর্ব্বল পীড়ন, ঘোর অত্যাচার,
পাপ, প্রতারণা ছাড়িছে হুঙ্কার,
অনর্থের মূল মানব-দেহ" !
"হে প্রেয়সি, ভালো হয় হেন ঠাঁই,—
যেখানে অশান্তি, অত্যাচার নাই,
যেখানে মানুষ সব ভাই ভাই,
সূক্ষ্ম দেহ ধরে' অমর হ'বে ;
দেব-নিবাসিত সে পুরী উত্তম,
নাই যথা অশ্রু, তপ্ত শ্বাস, "গম"
নাহিক যেস্থানে 'এজিদ' অধম,
কেন তথা তবে যাবনা সবে" ?
"কত শান্তিময় সে আনন্দ ধাম,
ডাকে দেবগণ—"এস হে এমাম,
এই শান্তি ধামে কি সুখ আরাম" ।
দিব্যকর্ণে আমি শুনিছি নিতি ;
সুদৃশ্য খচিত লইয়া নিশান—
ডাকিছে অমর, মুগ্ধ মোর প্রাণ,
কি ব্যস্ততা মোর পশিতে সে স্থান ;
পা'বে মোরে তথা যাইলে সতি" !

"লইয়া 'রুমাল' "মোবারক" করে,
মুছি নেত্র তাঁ'র সান্ত্বনি পত্নীরে,
বন্দি হাস্‌নে বানু, উম্মে ছলে মারে
কহিলা জয়্‌নবে কাতর স্বরে ;—
কত আশা বুকে সুখের যৌবনে,
বরিলে পতিত্বে এমাম হোসেনে ;
সে আশ্রয়-তরু এ ঘোর দুর্দ্দিনে—
টুটিল অকালে অসূয়া-ঝড়ে" !
"বুঝি আমি তব হৃদয়-বেদন,
আজি তুমি হায় কত জ্বালাতন !
না ধরিলে ধনি আশ্রয় এমন,
হয়ত জীবনে রহিতে সুখে ;
আজি বিবি তব জীবন-সাগরে,
কি অশান্তি-ঢেউ লহরে লহরে
খেলিছে,—বৈধব্য-বিষাদ তোমারে
দহিছে কতই ভীষণ দুখে" !
"করে' হতভাগ্যে কর সমর্পণ,
পাইলে যৌবনে কি জ্বালা ভীষণ !
"খোদার ওয়াস্তে" করি নিবেদন,
মাপ কর বিবি স্বামীর তরে ;

পড়িল জয়্নব হোসেনের পায়,
কহিল ফুকারি কেঁদে উভরায়,—
"আমিই অনর্থা, পিশাচী ধরায়,
ধ্বংসিছি সবায় কার্বালা 'পরে" !
"আমি অভাগিনী না হ'লে আরবে,
এজিদ এমাম বধিত না তবে,
কাঁপিত না দেশ ভীষণ আহবে—
উঠিত না রোল মদিনা দেশে !
তবে স্বামী মোর অকালে মোস্লেম,
মরিত না শিশু, আকবর, কাসেম,
ডুবাই বিষাদে সুখের "হেরেম,"
পড়িত না দেশ পাপীর রোষে" !
"এ অশান্তি-লতা, স্বামি-তরু ধনে,
নাহি জড়াইলে দৃঢ় আলিঙ্গনে—
ভাঙ্গিত না তাহা বিদ্বেষ-পবনে,
হইত না শেষ মরত বাস ;
'হেলেনা'র মত আমার কারণে—
টলমল দেশ ঘোরতর রণে ;
বহুতর লোক সুখের যৌবনে
করিছে অমূল্য জীবন নাশ" !

"রমণী-সৌন্দর্য্য মায়ার নিদান,
মুহূর্ত্তে বহায় আনন্দ-তুফান,
ক্ষণে করে' দেশ বিকট শ্মশান,
নন্দন, নরক, করিছে ধরা ;
সোণার 'মদিনা', 'দামেস্ক' নগরী,
খেলিত যেখানে আনন্দলহরী,
নিরবিলি শান্তি দিবস শর্ব্বরী,
দিনু আমি তথা অশান্তি ভরা !"
"ত্যজিব পরাণ খাইব গরল,
এ অশুভ দেহ ধরে' কিবা ফল,
কেন বিনাশিব মানব সকল,
প্রভুর সুখের—সাধের সৃষ্টি ?
আত্মত্যাগে মম, স্বদেশে আমার
হউক বিমল্ শান্তির সঞ্চার,
থামুক বিপ্লব-ঝড় দুর্নিবার,
বর্ষুক ধাতার করুণা-বৃষ্টি"।
"তুলিয়া 'জয়্নবে'—করিয়া সান্ত্বনা
কহিলা 'হোসেন'—হে বিধুবদনা !
পে'য়েছ হৃদয়ে গভীর যাতনা,
জীবনে বিরক্তা হ'য়েছ তুমি ;

ধ্বংস কার্‌বালায় হয় নবীকুল.
এক মাত্র তুমি নহ তার মূল ;
হে জয়্‌নব তব এ বিশ্বাস ভুল,
সে কথা তোমায় কহিব আমি"।
"যদি কেহ কোন সাধি' শ্রেষ্ঠ কাজ,
বিপুল সম্মান লভে ধরা মাঝ,
পরিয়া অক্ষয় যশোরত্ন-সাজ,
অনন্য সদ্‌গুণ সাধনা ভরে ;
(তবে) যশোলোভী নর, দুরাশা-প্রবণ,
নিজ যোগ্য ভার না বুঝি ওজন,
পরিণাম ফল না করে' চিন্তন,
সাজিতে চাহে সে সুকীর্ত্তি-হারে" !
"প্রভুর আদেশে, শুভ সন্দর্শনে,
লভি দৈবাদেশ গভীর সাধনে,
প্রচারি হজ্‌রত, "ইস্‌লাম" ভুবনে
জ্বালিলা উজল যশের শিখা ;
জ্বলিয়া 'ইস্‌লাম' ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌,—
নাশি আরবের বিবিধ পাতক,
লোলরসনায় সে পূত পাবক
ছড়াইছে বিশ্বে আলোক-রেখা" !

"ইস্‌লাম-তরুর শান্তির ছায়ায়,
কলুষ-উত্তাপে দগ্ধীভূত প্রায়—
অগণ্য মানব জুড়াইল কায়,
পে'য়ে নব বল আরাম ধন ;
প্রচারি ইস্‌লাম, সেধে' গুরু কাজ,
অক্ষয় অমূল্য কীর্ত্তি-হারে আজ
মণ্ডিত নবীর খ্যাতি ধরামাঝ,
নামে নত তাঁ'র মানবগণ" ;
"সদ্ভাবে ইস্‌লাম করিয়া চালন,
রছুলের প্রিয় শিষ্য চারি জন,
করে'ছে বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ,
তা'রাও পূজিত রছুল যেন ;
দেখিয়া 'এজিদ' দামেস্ক-ভূপতি
বিলাস—সম্পদ্ প্রমত্ত দুর্ম্মতি,
হইয়া 'খলিফা' লভিতে কীরতি,
অস্থির উন্মত্ত হ'য়েছে হেন"।
"ক্ষীণ দুই স্রোত হ'লে সংযোজিত,
প্রকাণ্ড নদীতে হয় পরিণত,
নেতৃত্ব,—সৌন্দর্য্য দুই সম্মিলিত
পাপীর হৃদয়ে কামজ মোহ ;—

আগ্নেয় গিরির নিস্রবের মত,
সে দূষিত কাম হ'য়ে বিনির্গত—
হইয়াছে এই রণে পরিণত,
ইচ্ছা তা'র মোরা না থাকি কেহ"।
"কেন আত্মহত্যা করিবে জয়্‌নব,
মানব জনম দুর্ল্লভ বিভব,
অতৃপ্ত বাসনা রহিয়াছে সব,
নিবেনি এখনো আশার আলো ;
দেহ পরিত্যাগ করিলে যে জন,—
উপকৃত হয় বহু নরগণ,
এ বিশ্বধামের কল্যাণ সাধন,
তাঁ'র আত্মত্যাগ বরঞ্চ ভালো"।
"তোমার মরণে থামিবে না রণ,
এই নরহত্যা ভীম প্রভঞ্জন,
ইস্‌লাম-তরুর রক্তের মোক্ষণ,
কেন আত্মনাশি সঞ্চিবে পাপ!
যদিও জয়্‌নব হও বীরাঙ্গণা ;
নাই তব কিন্তু সমর সাধনা,
কর ঈশ-স্থানে এই আরাধনা—
ধ্বংস্তক বিশ্বের অধর্ম্ম-তাপ!

"ধর্ম্ম, ধন, মান, পুত্র-কন্যাগণ,
সাধ্বী, পতিব্রতা ললনা রতন;
স্বাধীনতা-সুখ, ল'য়ে শান্তি ধন,
হ'ক্ নিরাপদ মানব যত ;
সংসারে তোমরা শক্তি-সঞ্জীবনী,
দয়া ও প্রেমের পুণ্য-মন্দাকিনী,
সঞ্চার সমাজে ইস্‌লামের বাণী,
থাকে যেন নর ন্যায়েতে রত"।
" 'জয়্‌নাল্ আব্‌দিনে' করি আলিঙ্গন,
কহিলা 'এমাম',—প্রাণাধিক ধন !
সকলের পিতা প্রভু নিরঞ্জন,—
বিশ্ব-সংরক্ষক, দয়াল ধাতা ;
কেবা মাতা, পিতা, আত্মীয়, বান্ধব,
পৃথিবীর ইহা মিথ্যা, ধাঁ ধাঁ রব,
অসার ধরার সুখ, দুঃখ সব,
অলীক সম্পদ, বিপদ্-কথা"।
"অনন্ত যাত্রিক আত্মা সমুদয়,—
হেরি, গতি পথে ধরা রঙ্গালয়,
নরের খোলসে করে অভিনয়,
বিভিন্ন প্রকারে মোহের বশে ;

অভিনিছে কেহ সুখ, মান দিয়ে,
কেহ বা খেলিছে দৈন্য, দুঃখ ল'য়ে,
কেহ বা রাজত্ব,—ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে
খেলে' ধ্বংস রাজ্যে মিশিছে শেষে"।
"ভেল্কির বিকার সুখ দুঃখ, মান,
দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, রাজত্ব-সম্মান—
পদ্মদলগত জীবন প্রমাণ
টলমলপ্রায়,—নশ্বর সব ;
তাই তত্ত্বদর্শী পার্থিব সম্পদে,
ধীর, নির্ব্বিকার দুঃখ কি বিপদে,
হয় না বিভ্রান্ত ঐশ্বর্য্যের মদে,
করে না বিপদে অনর্থ রব"।
"আমার পতনে থামে যেন রণ,
যেও না সমরে ওহে বাছাধন,
হয় যেন মোর বংশের রক্ষণ,
রক্ষিতে ইস্‌লাম ধরণীতলে ;
ইস্‌লামে কখনো ভুলিও না তুমি,
ধর্ম্মই জাতিকে করে ঊর্দ্ধগামী,
সুখ ও সৌভাগ্য গৌরবের স্বামী,
মহান্‌, অজেয় অদম্য বলে"।

"দেশ, জাতি, ধর্ম্ম রক্ষে কালে কালে,
পতিত উত্থান করে ভূমণ্ডলে,
জাতীয় বিপদ নাশে অবহেলে,
ধর্ম্মই জগতে মুক্তির সার ;
অনন্ত শক্তির পুণ্য-ফোয়ারায়,
সত্য বিশ্বাসের জ্বলন্ত ধারায়,
স্বরগ-জ্যোতির বিমল বিভায়,—
নাশিছে ধর্ম্মই ধরার ভার"।

"সত্য বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে,
জাতীয় পত্তন না হ'লে জগতে,
পারে না সে জাতি স্থায়িত্ব লভিতে,
পাপ-বলে জাতি সবল নয় ;
অন্যায়,—অধর্ম্ম করিয়া ভূষণ,
পাশবিক-বলে মানব কখন,
হয় না জগতে প্রতিষ্ঠা-ভাজন,
অচিরে তাদের পতন হয়"।

"ধর্ম্ম বিশ্বাসের জ্বলন্ত গোলক,
ইস্‌লাম, ধরার নাশিতে পাতক,
অই যে জ্বলিছে করি ধক্ ধক্ !
কার সাধ্য তা'র নিবায় ভাতি ?

নিশ্চয় জানিবে এ দেব-আগুন
জ্বলি দাউ দাউ দ্বিগুণ,—ত্রিগুণ,—
নিঃশেষিবে ক্রমে পাপ-তাপ-তৃণ,
বিনাশিবে কত অধর্ম্ম জাতি"।
"আরব, তুরকে তৃপ্তিবে না তা'র,
লেলিহান জিহ্বা করিয়া বিস্তার—
জঙ্গলী আফ্রিকা, মহা এশিয়ার—
দহিবে জঞ্জাল অচিরকালে ;
এই যে দামেস্ক পশুবল-দৃপ্ত,
দুর্লোভে,—অধর্ম্মে হইয়াছে লিপ্ত,
এ বহ্নি হইতে কিসে র'বে গুপ্ত ?
দুরাকাঙ্ক্ষা তা'র যাইবে জ্বলে"
"অজ্ঞান-আঁধারে মূর্খ সুত বুকে
যে বিশাল ভূমি পরিমগ্ন দুখে,
মহাবর্ব্বরতা বিরাজিয়া সুখে,
করিছে যে ভূমি নরকস্থান;
সেই ইউরোপ, অচিরে ধরায়,
ভাসিবে আনন্দে ইস্‌লামপ্রভায়,
ভূষিবে সভ্যতা, জ্ঞান-সুষমায়,
দাঁড়াবে লভিয়া নূতন প্রাণ"।

"ধর্ম্মবলে হয় জাতীয় উন্নতি,
আরবে তাহার পূর্ণ পরিণতি,
এ বলে আরব সমুন্নত অতি,
অন্য গুণে নহে সমৃদ্ধি তা'র ;
দরিদ্র হইতে আরব উত্থান,
দরিদ্র আরব লভিয়াছে মান,
ইস্‌লাম-ঐশ্বর্য্য করি বিশ্বে দান,
হরিছে ধরার দুখের ভার"।
"এ সাধনা যদি না ভুলে আরব,
নিয়ত তাহার বাড়িবে বিভব,
প্রণত থাকিবে বিশ্ববাসী সব,
কে রোধিবে তা'র প্রবল গতি ?
জ্ঞান সম্মিলিত একতা, বিশ্বাস,
প্রেম, ভ্রাতৃভাব না হ'লে বিনাশ,
থাকিলে অটুট জাতীয় আশ্বাস,—
এ বিভব তা'র বাড়িবে নিতি"।
"রাজশক্তি-বলে, ধনের প্রভাবে,
আরব কভু কি জাগিয়াছে ভবে ?
জেগেছে বিজ্ঞান বিশ্বাসের রবে,
জাতীয়াকাঙ্ক্ষার অদম্য তেজে ;

সাধনার বলে জনৈক দরিদ্র,
জ্ঞান বিশ্বাসের অতল সমুদ্র,
হয়ে বাহু-বল,—জন-বলে ক্ষুদ্র ;
সাধিছে কি কাজ ধরণী মাঝে” !
“ভুলিও না শিক্ষা, মাতৃভাষা দেবী,
জাতীয় উন্নতি মাতৃভাষা সেবি,
মাতৃভাষা-বরে হয় লোক কবি,
লভে অতুলন গৌরব ধন ;
এ মাতৃভাষার উদ্দীপনা-বলে,
জাতির উত্থান হয় কালে কালে,
ধন, মান, সুখ হয় ভূমণ্ডলে,
নব ভাবে মাতে মানবগণ” !
“ভুলি মাতৃ-শিক্ষা, সেবি অন্য ভাষা,
মিটে কি মনের অতৃপ্ত পিপাসা ?
পূরে কি অক্ষয় যশের উচ্চাশা ?
হয় কি মানব অমর ভবে ?
সুসভ্য দেশের বিজ্ঞান, সভ্যতা,
তবেই বাড়ায় উৎকর্ষ, সততা,
স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি-প্রিয়তা,
মাতৃভাষে পাঠ করিলে সবে” ।

"জনমি 'রছুল' এই ধরা'পরে
আর এক দান দিল বিশ্ব-নরে,—
মহামানবের কল্যাণের তরে,
সে অমূল্য বস্তু 'কোরাণ' হয় ;
জ্ঞানভাণ্ডারের সেই মহাধন,
অনাদি, অভ্রান্ত, বিশ্বে অতুলন,
প্রতি ছত্রে যেন মাণিক-রতন
জ্বলে ঝক্ ঝক্ সদ্ভাবচয়" !
"ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার ছটায়,
ভগবৎ উক্তি—মহা মেখলায়,
সাহিত্যিক বিশ্ব কোরাণ ধরায়
বিভূষিত, রম্য করেছে কত !
ধর্ম্ম, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান,
সাহিত্য, গণিত, নানারূপ জ্ঞান,
অর্থ বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান,
একাধারে কোথা কোরাণে যত" ?
"জেগেছে আরব কোরাণের সুরে
রচিত আরব্য ভাষা ও অক্ষরে,
সঞ্চারিছে বল জাতীয় শরীরে—
ছড়াইয়া কত সুষমারাশি ;

আরব্য দর্শন, আরব্য বিজ্ঞান—
মোহিছে ধরার মানব পরাণ,
করিয়া বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প দান,
বিশ্বের বদনে বিমল হাসি !”
“ভুলিও বাছনি ! লঘু, গুরু জ্ঞান,
ভাই ভাই নর, সবাই সমান,
ইস্‌লামের ইহা এক মহাদান,
বিজয় ইহার এ মন্ত্র-বলে ;
মানব-জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর,
সৃষ্টিরক্ষা-কার্য্যে রয়েছে তৎপর,
সমাজ করিয়া তাহাদিগে ভর—
দৃঢ়ভাবে আছে, যেমন কলে” !
“নানা অঙ্গে নরদেহ বিনির্ম্মিত,—
বহু রত্নে যথা মেখলা গ্রথিত,
নরসমবায়ে সমাজ গঠিত,
নানা ব্যবসায়ী দেশের প্রাণ্‌ ;
এ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরম যতনে
না রক্ষিলে দেশ, যায় ধ্বংস পানে
বিকলাঙ্গ মত, অকাল মরণে ;
করিও মানবে সমান জ্ঞান”।

"নানা প্রবাহিনী সলিল সম্পাতে
ভরপূর নদী, বিপুলা জগতে,
সমাজ উন্নতি শাখা প্রশাখাতে
বহিয়া আনিলে সমৃদ্ধিচয় !
নানাব্যবসায়ী-সহস্রধারায়,
সম্পদবাহিকা শত ফোয়ারায়,
পশিলে সমৃদ্ধি সমাজের গায়,
তবেত সে দেশ উন্নত হয়" !
"এ আরব-জাতি জগতে প্রাচীন,
নহে কোন দিন পরের অধীন,
প্রিয় মাতৃভূমি রাখিতে স্বাধীন
করিছে বিপুল শোণিত ক্ষয় ;
যুগে, যুগে, যুগে, এ হেতু আরবে,
ভীষণ সমরে মাতিয়াছে সবে,
কাঁপিয়াছে দেশ হুহুঙ্কার রবে,
তবু স্বাধীনতা পায়নি লয়" !
"ভূতলে অতুল স্বাধীনতা ধন,
কি ছার ধরার অমূল্য রতন !
বিধাতার এই দান অতুলন—
জীবনে কি কেহ ভুলিতে পারে ?

ইতর প্রাণীকে করিলে বন্ধন,
চাহে সেও কত করে প্রাণপণ—
উড়িতে গগনে, স্বাধীন জীবন,
নিয়ত থাকে সে বিরস ভরে” !
“সৃষ্টির প্রধান মানব সকল
সঁপি পরহস্তে স্বাধীনতা-বল,
পারে কি পরিতে দাসত্ব-শৃঙ্খল—
অধীনতারূপ প্রাণান্তকর ?
জলশূন্য নদী, ছাদহীন বাড়ী,
মুণ্ডশূন্য দেহ, রক্তহীন নাড়ী,
বৈদ্যুতিক-বলশূন্য যেন ঘড়ি,
স্বাধীনতা হীন তেমনি” !
“স্বাধীনতা বিশ্বে শক্তি-সঞ্জীবনী,
জাতীয় দেহের মহা শিরোমণি,—
জাতীয় অঙ্গের প্রধান ধমনি,
মরত দুর্ল্লভ, অতুল ধন ;.
না সঁপি এ ধন অপরের পদে,
থাকিতে জীবন এ শরীর-নদে,
স্বাধীনতা তরে না ডরি বিপদে,
কালে কালে নর করিছে রণ” ।

"যাই, মোর এই অন্তিম সময়,
এই সব শিক্ষা হে প্রাণতনয় !
প্রতি নিতি তব হৃদে যেন রয়,—
বংশের আমার আশার রেখা !
স্মর না, জগতে সব পিতৃহীন,
বেঁচে পিতা কার থাকে চিরদিন ?
হ'তেছি অনন্তে আমিও বিলীন,
এস না আলিঙ্গি এ শেষ দেখা !"
মোস্লেম-পত্নীকে করিয়া সান্ত্বনা
কহিলা এমাম—"হে বিধুবদনা !
এই হৃদে মোর তোমার ভাবনা,
কি জ্বলন্ত ব্যথা ভোগিছ বুকে !"
"জীবনে তোমার আছে কি বন্ধন ?
হারা'য়েছ সতী পতি, পুত্রধন,
কুফার-ভূমির সেই কাল রণ—
তোমার সর্ব্বস্ব হরিছে সুখে !".
"আমার কারণে গ্রাসিছে তোমার
আশা ও ভরসা স্নেহ মমতার
অতুল সম্পদ, কাল দুরাচার,
কি বলি তোমায় সান্ত্বনি বিবি" ?

কহিলা প্রণমি মোস্লেম-ঘরণী,—
"ধরাতলে আমি কত গৌরবিণী,
কোন ভাগ্যবতী আমার নিছনী,
এ সৌভাগ্য মোর ঘোষিবে কবি" !
"কি আনন্দ তাঁ'র, কত হর্ষ বুকে
পতি পুত্র যাঁ'র পরহিতে স্থখে
ত্যজিছে জীবন হাস্যময় মুখে,
নিষ্কাম পরার্থ ধরিয়া হৃদে ;
কত স্থখ-শান্তি, আজি মোর মনে,
স্বামী, স্থত মোর অম্লান-বদনে,
ধর্ম্ম, গুরু, প্রিয় স্বদেশ কারণে,—
উৎসর্গিল প্রাণ সমর-নদে" ।
"অবশ্য তাঁদের হইত পতন,
নহে চির স্থির জীবন, যৌবন,
ধন্য মরিয়াছে ক'রে ধর্ম্মরণ—
বীরের মতন, তোমার কাজে !
তোমার শ্রীপদে কি কৃতজ্ঞা আমি,
এ ভাগ্যের মোর মূল, দেব তুমি !
তোমার কার্য্যেতে মোর পুত্র, স্বামী
হইল স্মরণ্য ধরণী মাঝে !"

এই দুখ শুধু আছে মম মনে,
"পতি, পুত্র মোর যায় যবে রণে,
নারিনু সাজা'তে সমর-ভূষণে,
সাগ্রহে স্বহস্তে তাঁদের তরে" ;
প্রশংসি অশেষ মোস্লেম ভার্য্যায় ,
আশীষি, সান্ত্বনি ললনা সবায়,
সঁপিয়া সকলে বিধাতার পায়,
চুম্বিয়া জয়্‌নালে সাদর ভরে ;—
সাজিয়া এমাম সমর-ভূষণে,
স্নেহের 'দুল দুল' অশ্ব আরোহণে,
ত্বরিত গতিতে কার্‌বালা প্রাঙ্গণে
যাইয়া, বিস্ময়ে দেখিলা চেয়ে ;—
বিপুল-বাহিনী ল'য়ে আপনার—
দুর্ম্মতি 'জেয়াদ' ভূপতি 'কুফার'
মিশিছে আসিয়া রণে কার্‌বালার—
মার্‌ওয়ান্‌ সহিত একত্র হয়ে !
বলিলা এমাম হেরিয়া তাহারে,—
"তুমিও আবদুল্লা কার্‌বালা প্রান্তরে !
সবংশে আমায় ধ্বংস করিবারে
এসেছ, সসৈন্যে আনন্দ মনে" ?

"বধিয়া সদলে মোস্লেমে আমার,
মনের বাসনা পূরেনি তোমার ?
নাশিতে আমায় এসেছ্ আবার
মিলিয়া দামেস্ক কটক সনে" !
"বলরে অধম তোমায় জিজ্ঞাসি,
কোন্ দোষে আমি তব কাছে দোষী ?
কেন তুমি রুষ্ট বলহে প্রকাশি,
কেন সর্ব্বনাশ করিলে মোর" ?
"কার্য্যে তব চেয়ে দেখ না পামর,—
কার্‌বালা, কুফায় শোণিত্ লহর্
ধায় তালে, তালে, নে'চে তর তর,
জননী-মহলে রোদন শোর" !
"হইয়া বিমুগ্ধ তোর শঠতায়,
বালক, ললনা বাহিরি সবায়,
এনে এ ভীষণ মরু কার্‌বালায়
মজিছি সবংশে, যাতনা ভ়রে" ;
মোর সনে আহা করিয়া গমন
আরবের কত—অমূল্য জীবন,
লভিল এখানে অনন্ত শয়ন,
অকালে সপোষ্যে, বিশ্বাস তরে" !

''দেড় শত' পত্র লিখিলে আমায়,
যাইতে সগোত্রে তোমার কুফায়,
ভুলি আমি তব মিষ্ট শঠতায়,
প্রিয় জন হারা অকালে এথা ;
নির্লজ্জ, 'বেহায়া,' পাপাত্মা, দুর্ম্মুখ ;
আমায় আবার দেখাইছ মুখ ?
গরবের ভরে ফুলাইয়া বুক ?
এস না নিকটে ছিঁড়িব মাথা" !
"তুইনা ইস্‌লাম ধরম পরাণ ?
কুফাতে নবীর 'উম্মত' প্রধান ?
সংরক্ষার মোর করি মিছা ভান,
তুই না বাহির করিলি মোরে ?
দূরহ জঘন্য বিশ্বাসঘাতক ;
নরকের কীট, ঘোর প্রতারক,
ইস্‌লামের শক্তি, প্রভাবনাশক,
আত্মা-কলুষিত হেরিলে তোরে" !
ঘৃণা-বিজড়িত কঠোর বচনে—
কহিলা এমাম গভীর গর্জ্জনে,—
"আছ কোন্‌বীর এস ত্বরা রণে,
সমরের সাধ মিটাব তার ;

মাতামহ 'নবী', পিতা মোর 'আলী',
মাতা 'ফতেমার' নয়ন পুতলি
আমিই 'হোসেন', শুন সবে বলি,
এস ত্বরা গৌণ সহে না আর"।
"বিনাশিতে যারে এত আয়োজন,
কম্পিত বিপ্লবে মোস্লেম-ভবন,
সে অভাগা আমি কর এসে রণ,
এই একা আছি সমরস্থলে ;
"নাহি ছাড় যদি ফোরাতের তীর,
লভিতে সবলে আজি তার নীর,
জীবন-পণেতে হইয়ে অধীর
মুক্ত, কুল তার করিব বলে"।
"মাতিলে সমরে মিটাইব সাধ,
তবে কার্‌বালায় ঘটিবে প্রমাদ,
শোণিত নীরধি করি ঘোর নাদ
বহিবে আনন্দে, গরব ভরে ;
পূর্ণ জলা নদী অতি স্বল্পক্ষণে
সাজিয়া মোহিনী লোহিত বসনে,
ছুটিবে নাচিয়া অনন্ত মিলনে
কল কল কল মধুর স্বরে !

যে ক্ষুদ্র আরব তীক্ষ্ণ অসি করে,
আত্মরক্ষা কল্লে মাতিয়া সমরে,
ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিজয় হুঙ্কারে,
সাধিলা জগতে অচিন্ত্য কাজ ;—
যে দরিদ্র জাতি, মহা ধর্ম্ম বলে
সুবিশাল রাজ্য স্থাপি ধরাতলে,
অর্জ্জিয়া বিপুল যশ অবহেলে
হইলা বরণ্য ধরার মাঝ !—
"সেই ধন্য দেশে আমি নরাধম—
দয়ায় স্রষ্টার লভিছি জনম,
সাহস বীরত্বে নহি আমি কম,
শোকে, রোষে আরো উন্মাদপ্রায় ;
বধিয়াছ মোর আত্মীয় বান্ধব,
করি 'জল', 'জল,' আর্ত্ত-কলরব,
মরিছে তৃষায় শিশু প্রায় সব,
মাতৃ ক্রোড়ে, ভূমে ঢলিয়া হায়" !
"দাও রণ ত্বরা," বজ্রনাদ রবে
ডাকে বার বার বীর, অরি সবে,
কেহ না আসিছে তথাপি আহবে,
নিস্তব্ধ অরাতি কটকগণ ;

হজরত এমামে সাক্ষাতে হেরিয়া,
কাঁপিল সবার দুরু দুরু হিয়া,
'খোদা'-'রছুলের বিরাগ চিন্তিয়া
দমিল মুহূর্ত্তে সৈনিক-মন'।
ভাবিল এ পুণ্য দৌহিত্র নবীর,
বংশের প্রদীপ ধর্ম্মাত্মা আলীর,
প্রাণের সন্তান ফতেমা বিবির,
রণ এঁর সঙ্গে উচিত কার ?
দৈব প্রেরণায় এঁরা বলীয়ান্,
অদম্য শক্তিতে মহাগরীয়ান্,
সাধ্য কি সামান্য নর ক্ষুদ্র প্রাণ
ছুঁইতে কেশাগ্র পারিবে তাঁর ?
এমাম নবীর পুণ্য বংশধর,
যে ইহাঁর সনে করিবে সমর,
নরকে তাহার হবে বাড়ী ঘর,
এ পাপে বিমুক্তি তাহার নাই ;
যেন ইন্দ্র-জালে হয়ে ভীত মন
চিত্রার্পিত প্রায়, স্তব্ধ, সৈন্যগণ,
নড়িল না কেহ করিবারে রণ
সনে এমামের, সম্মুখে যাই !

আসিল না কেহ হেরিয়া নয়নে,
ধাইল এমাম ফোরাতের পানে,
ছুটিল 'দুল দুল' প্রবল কুর্দ্দনে,
হেরিল দামেস্ক সেনানী সবে,
ঝটিকা গমনে, নর-সিংহ প্রায়
এমাম ফোরাত অভিমুখে ধায়,
বৈদ্যুতিক জ্যোতি খেলে তাঁর গায়,
কাঁপায়ে কার্‌বালা হুঙ্কার রবে!
নেহারিল ধীরে সেনানী সকল,
হয়ে সম্মোহিত, অজ্ঞান, বিহ্বল,
বিপুল মোস্লেম সৈনিকের দল,
কাঁপে ঠক্ ঠক্ যেন কি ভয়ে;
হেন সৈন্যে আর না করি নির্ভর,
একত্রি বিধর্ম্মী সৈনিক নিকর,
ঘিরিয়া ফোরাত কূলের প্রান্তর
রহিলা সসৈন্য প্রস্তুত হয়ে!
মুক্ত তরবারি ধরি বজ্র-করে,
ঝাঁপিল এমাম সমর-সাগরে,
নাশিতে দামেস্ক সৈনিক লহরে,
জীবনের বিন্দু নাহিক আশ;

ছুটিল 'তুল' 'তুল' কি তীব্র গতিতে !
দলে দলে সৈন্য শুইছে মহীতে,
আর্দ্রিয়া কার্‌বালা বক্ষের শোণিতে,
এমামের অস্ত্রে পাইয়া নাশ !
'ওমর', 'সীমার', 'জেয়াদ', 'মারওয়ান্‌',
প্রবল বিক্রমে হ'ল আগুয়ান,
বধিতে এমামে অরাতি প্রধান,
উৎসাহিতে নিজ কটক তরে ;
ইহুদী সৈন্যেরা ঘিরিল এমামে
করিতে বিনাশ প্রবল বিক্রমে,
প্রাণান্ত পণেতে, অমিত উদ্যমে,
হয়ে স্ফীতবক্ষ গরব ভরে ।
যেন দৈববলে এমাম প্রবল,
ইহুদী সৈন্যের বড় বড় দল,
এমামের অস্ত্রে শুইল সকল
কার্‌বালা প্রান্তরে অনন্ত তরে ;
আবরিল সবে সমর প্রান্তর,
ছুটিল সবেগে শোণিত লহর,
হইল সৈন্যেরা ভীত কলেবর
অস্থির চঞ্চল প্রাণের ডরে !

ফিরিয়া এমাম যেই দিকে চায়,
"এল" "এল" বলি বিপক্ষ পলায়,
যে পারে যে দিকে সেই দিকে ধায়,
ভাঙ্গিল সৈন্যের বিরাট ব্যূহ ;
ব্যাঘ্র-বিতাড়িত কুরঙ্গ যেমন,
ধায় দিকে দিকে শত্রু সৈন্যগণ,
ভয়ে অস্ত্র, শস্ত্র করি বিসর্জ্জন,
সেনানীর বাক্য না শু'নে কেহ !
বিরাট বাহিনী-সঙ্কুল ময়দান,
হইল নির্জ্জন, বিকট শ্মশান,
নিস্তব্ধ, নির্ব্বাত, তড়াগ প্রমাণ,
পলাইল ভয়ে সৈনিকগণ ;
হেরি এমামের সে রুদ্র মূরতি,
জেয়াদ, মার্‌ওয়ান্‌ সকল দুর্ম্মতি,
দুরাশা প্রমত্ত সীমার 'লানতি'
লুকাইল দূরে ছাড়িয়া রণ ;
রক্ত প্রবাহিনী বহিছে নাচিয়া,
ছিন্ন হস্ত, মুণ্ড তাহাতে ভাসিয়া
ফোরাতের নীরে মিশিছে যাইয়া
পরিছে কার্‌বালা লোহিত বাস ;

আহত সেনার করুণ ক্রন্দনে,
মুমূর্ষুর শেষ কাকুতি দর্শনে,
এমাম অস্থির, স্মরিলেন মনে
"উহু কত জীব করিনু নাশ!"
"জীবে দয়া শ্রেষ্ঠ ধরম বিধান
মানবের এক কর্ত্তব্য প্রধান
ভুলি, মোহ বশে নাশি বহু প্রাণ
করিনু কি ঘৃণ্য, রাক্ষসী কাজ!
এক কীটে প্রাণ করিতে সঞ্চার,
জগতে এমন শক্তি আছে কার?
শ্রেষ্ঠ প্রিয় সৃষ্টি দয়াল ধাতার,
বিনাশিনু কত এখানে আজ!
সমর আহত নিহত-বেদনে;
বিগত সকল অশুভ স্মরণে,
গভীর যাতনা জনমিয়া মনে
হইলা এমাম বিহ্বল প্রায়;
চায় চারি ভিতে উন্মাদ আকার,
হিতাহিত বোধ যেন লুপ্ত তাঁর,
বহিল নয়নে শত অশ্রু ধার,
লভি শাস্তি, কাঁদি কহিলা হায়!—

"এই না সেকাল-অশুভ-প্রান্তর,
গ্রাসিল যে মোর স্বজননিকর,
জলহীন মরু নরক সোসর,
দামেস্ক কটক শোভিত ভূমি ?
হইলে সে স্থান কোথা তবে তার,
সৈন্যের অসংখ্য ছাউনি বাহার ?
অযুত কণ্ঠের গভীর হুঙ্কার ?
খচিত পতাকা গগন চুমী" ?
"এই বুঝি সেই ফোরাতের কূল,
বারি তরে যার হইল নির্ম্মূল
ধরা উদ্যানের বহু শিশু ফুল,
যুবতী-জননী, অসংখ্য নর ;
ঘোর পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ
হেরিলা এমাম, ফোরাত-বয়ান,
মিষ্ট জলা, স্বচ্ছ নদী বহমান
বহিছে গাহিয়া মধুর স্বর" !
ত্যজি-অশ্ব-পৃষ্ঠ নামিয়া নদীতে,
ফোরাত জীবন লইল হস্তেতে,
সে প্রাণান্তকর তৃষা নিবারিতে,
নিলেন অঞ্জলি বদন পাশ;

হঠাৎ তাঁহার হইল স্মরণ,—
“ফোরাতের এই জলের কারণ,
কত হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয়তম জন
        অকালে এখানে পাইল নাশ” !
“ধরি গলা মার আহা শিশুগণ,
‘জল’ ‘জল’ রবে করিয়া রোদন,
বক্ষে জননীর ত্যজিল জীবন,
        তবু বিন্দু বারি নারিনু দিতে ;
“প্রিয় জনগণে সবে হারাইয়া,
কি ফল নিজের জীবন রক্ষিয়া ?
ফোরাতের ছাই সলিল ভক্ষিয়া?
        কি তীব্র ধিক্কার বাজিছে চিতে” ।
“ধরার সুখের কণ্টক প্রধান,
অমঙ্গলকর, মোর এই প্রাণ,
শান্তি কল্পে নাই দিলে বলিদান,
        কর্ত্তব্যের ক্রুটী হইবে মম ;”
“দীর্ঘ কাল আমি রহিলে জীবনে,
হবে কত মন্দ মোস্লেম-ভবনে
কত প্রাণ হানি হবে ক্ষণে, ক্ষণে,
        কালগ্রহ কোথা আমার সম !”

"অসংখ্য অতুল, অমূল্য জীবন,
উত্তেজনা বশে করেছি নিধন,
অগণ্য হৃদয়ে গভীর বেদন
দিনু চির তরে রাগের ভরে ;
"স্বামী, সুতহারা ললনানিচয়,
পিতৃহারা ক্ষুব্ধ শিশু সমুদয়,
বৃদ্ধ, কর্ম্মক্ষম হারা'য়ে তনয়
হইবে অসুখী, জীবন তরে"।
"সে সবার খেদে, গভীর নিশ্বাসে,
মর সুখ শান্তি উড়িবে আকাশে,
কাঁপিবে ধরণী বিষাদ বাতাসে,
হইবে মলিন, রোদনময়" ;
বিশ্ব অশান্তির নিদান হইয়া,
কি সাধে, কি লাজে রহিব বাঁচিয়া ?
প্রায়শ্চিত্ত ত্বরা পরাণ ত্যজিয়া
করিতে আমার উচিত হয়"।
"কেন পোষি আর জীবন প্রবৃত্তি?
কেন অস্ত্র বর্ম্ম, রাক্ষসী মূরতি ?
কেন জল পানে হইল কুমতি ?
এথা আত্মত্যাগ করিব আজ ;

হস্তস্থিত বারি দূরে নিক্ষেপিয়া
দ্রুত পদক্ষেপে কূলেতে উঠিয়া
বর্ম্ম, অস্ত্র, সব দিলেন ফেলিয়া
সমর সম্ভার ভূমির মাঝ"।
দাঁড়া'য়ে এমাম 'আলখেলা'-শরীরে,
স্মরিল ভক্তিতে জনম-ভূমিরে,
পুণ্য স্মৃতি তার উদিয়া অন্তরে
করিল বিহ্বল, কোমল চিত ;
স্মরিয়া সে ভূমি, মুদিত নয়নে,
ভাবপ্রণোদিত উদ্বেলিত প্রাণে
গাইলা এমাম নির্জ্জন ময়দানে,
জনম-ভূমির মধুর গীত ।—

(১)

"কোথায় মদিনাপুরী প্রিয়ভূমি মা আমার !
মা তব মধুর স্মৃতি,
অতীত সে পুণ্য গীতি
তু'লেছে এ হৃদে আজি কি আনন্দ পারাবার !
জগতে অতুলা তুমি,
সুখের নন্দন ভূমি,
তুমিই তোমার যোগ্য, কোন স্থান হেন আর ?

তব স্মৃতি সুধা পানে,
কি আনন্দ খেলে প্রাণে,
মুছিছে মুহূর্ত্তে সব হৃদয়-বিষাদ-ভার" !

(২)

"শক্তি মন্দাকিনী ওগো মাতৃভূমি মা আমার !
তোমার গৌরব পণে,
আজি মা এখানে রণে,
তোমারি প্রসাদে কত বহাইছি রক্তধার !
জপি তোরে নিরবধি,
সাঁতারিয়া রক্তনদী,
বিজয় ঘোষিতে আজি পারিয়াছি মা তোমার !
অকৃতী সন্তান আমি,
বল সঞ্চারিছ তুমি,
নতু হেন কাজে শক্তি ছিল কোথা অভাগার" ?

(৩)

"কত পূত-স্মৃতি-লিপ্ত বক্ষঃ তব মা আমার !
সাধি পুণ্য গুরু কাজ,
নবী 'মোহাম্মদ' আজ
অনন্ত নিদ্রিত সুখে, শান্তি অঙ্কে হে তোমার !

বিপদে বিশ্বাসিগণে,
রক্ষিছ ইস্‌লাম-ধনে,
রবে তাই কালে কালে স্মরণীয় সবাকার।
সাষ্টাঙ্গে তোমার তরে
অকপট-ভক্তিভরে,
নমিবে মোস্লেমকুল, যুগে যুগে অনিবার।

(৪)

"গর্ব্বিণীর সমপ্রায় পালয়িত্রী মা আমার!
তব খাদ্য, আলোগুণে,
তোমারি সলিল পানে,
তব সমীরণে দেহ বেড়েছে এ অভাগার।
তোমার মধুর তানে,
তোমারি পুলক গানে,
তোমার গরবে, সুখে বহিছি জীবন-ভার!
তোমার প্রান্তর, বন,
পল্লী, গিরি, প্রস্রবণ,
যে সুখ প্রদানে হৃদে কোথায় এমন আর" ?

(৫)

"স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমি মা আমার!
তব ভাষা নব বলে,
মন মাতাইয়া তুলে,
কি মাধুর্য্য, কি লালিত্য বলিহারি যাই তার!
তার প্রতি ভাব, বর্ণে,
যে অমিয় ঢালে কর্ণে
উথলে হৃদয় মাঝে যে আনন্দ পারাবার!—
পর ভাষা, পর নীতি,
হেন উদ্দীপনা, প্রীতি—
সঞ্চারিতে নরদেহে পারে কি এমন আর" ?

(৬)

"সেবি স্বীয় মাতৃভূমি ভক্তিভরে মা আমার!
কত মহা নর আজ
অমর ধরার মাঝ,
পরিয়াছে চিরতরে কীরতির রত্নহার!
প্রাণান্ত যতন ভরে,
সেবিব তোমার তরে,
ছিল যে বাসনা মাতঃ, পূরিল না তাহা আর!

ছিল বড় আশা মনে,
তোমারি ধূলির সনে,
মিশিব অনন্ত তরে ছাড়িয়া জীবন ভার” !

(৭)

“প্রকৃতির রম্যস্থল—মাতৃভূমি মা আমার !
তোমার পর্ব্বত, নদী,
শ্যামল প্রান্তর আদি,
হেরিলে হৃদয়ে কত বহে মা আনন্দ-ধার !
তবস্থিত লোকালয়,
হর্ম্ম্য, পর্ণ গৃহচয়,
দরশনে কত সুখ জনমিত অনিবার !
তোমার স্নেহার্দ্র বুকে,
ছিনু কত শান্তিসুখে,
ক্ষম অভাজনে মাগো এ প্রার্থনা শতবার।

(৮)

এই শেষ নিবেদন মাতৃভূমি মা আমার,
নাহি কোন গুণ মোর,
আমি কু-সন্তান তোর,
যদিও, তথাপি মোরে স্মরিও মা অনিবার।

হ'লেও অক্ষম আমি
সন্তান-বৎসলা তুমি,—
সুপুত্র, কুপত্র সব নহে তব একাকার ?
বরং অযোগ্য সুতে,
আদরে মা বেশী মতে,
তাই বলি "রেখ মনে এ মিনতি শতবার" !

———

বন্দি জন্মভূমি করি উচ্চ তান,
শীতলিল তৃষা, শোকদগ্ধ প্রাণ,
মাগি ঈশ স্থানে অন্তিম কল্যাণ—
মেলিলা নয়ন প্রশান্ত মনে,
দেখিলা এমাম কিছু দূরে তাঁর,
লইয়া 'খঞ্জর' অস্ত্র ক্ষুরধার,
রয়েছে নীরবে 'জল্লাদ' সীমার,
হরিবারে তাঁর জীবনধনে !
ভক্তি বিগলিত এমাম বদন
নীরবে সীমার করিছে দর্শন,
সে মাতৃসঙ্গীত করিয়া শ্রবণ
ক্ষণ তরে তার দমিল প্রাণী ;

দাঁড়ায়ে সে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধ প্রায়,
এমামের পানে অনিমিষে চায়,
সাদরে এমাম ডাকিয়া তাহায়
প্রদানি অভয় কহিলা বাণী।—
"এই লও লও মস্তক আমার,
বাড়াইনু গলা কাটরে সীমার !
বধি মোরে লাভ হইলে তোমার,
এ'সে ত্বরা তবে বিনাশ কর ;
এ মস্তক মোর এত মূল্যবান্,
কোন দিন তাহা করি নাই জ্ঞান,
তাতে যদি তব উন্নতি বিধান,
কাট কাট তবে হানিয়া শর" !
"ক্ষুদ্র ছিন্ন মোর মস্তকের গুণে,
সুখী যদি তুমি হও ধনে মানে,
ধন্য জন্ম মোর তবে এ ভুবনে,
কিসের আক্ষেপ, বিষাদ আর ?
পরের মঙ্গলে যদি কোন জন,—
করে ধরাধামে আত্ম-বিসর্জ্জন,
কত ধন্য আহা তাঁহার জীবন !
ততোধিক ভাগ্য কি আর তাঁর" ?

"হবে হেন মোর গৌরব-মরণ,
তেমন দুরাশা ভাবিনি কখন,
যে সৌভাগ্য কভু করিনি চিন্তন,
তুমিই সীমার তাহার মূল !
তোমার প্রসাদে অন্তিমে আমার
হইল অচিন্ত্য সৌভাগ্য-সঞ্চার,
উথলিল হৃদে সুখ পারাবার,
তুমি মোর এক ভাঙ্গিলে ভুল !"
"শত্রু নও তুমি মহা মিত্র জন,
এস প্রীতিভরে করি আলিঙ্গন,
হবে তব গুণে সার্থক জীবন,
পরম বান্ধব তুমি কি নও ?
শত ধন্যবাদ দিতেছি তোমারে,
তুমি চিরমুক্ত করিবে আমারে,
বঞ্চিতে আনন্দে নন্দননগরে,
দিনু নত ক'রে মস্তক লও"।
"খেলে কত সুখ আজি মোর প্রাণে,
আত্মত্যাগে মোর কার্‌বালা প্রাঙ্গণে,
পুনঃ সুখ শান্তি এ মোস্লেম স্থানে,
বিরাজিবে ত্বরা পুলক ভরে ;

আত্মত্যাগে মোর হবে রাজ্যে শান্তি,
আসিবে দেশের পূর্ব্ব ভাগ্য, কান্তি,
যাইবে সবার শোক ব্যথা ক্লান্তি,
এতগুণ মোর এ ক্ষুদ্র শিরে” !
“না, না আমার এ বিশ্বাস ভুল,
এমুণ্ডই মোর অশান্তির মূল,
এ ভ্রাতৃবিরোধ, কাণ্ড অপ্রতুল
ঘটিছে এদেশে ইহারি তরে ;
হারা’য়ে সর্ব্বস্ব, আরব্য জননী
অই যে রোদিছে বক্ষে কর হানি,
মোস্লেম জগতে রোদনের ধ্বনি,
এনেছে এ সব আমার শিরে” !
“সসম্ভ্রমে ধাতা ! জিজ্ঞাসি তোমারে,
দয়াময় কেন ! সৃজিলে আমারে
জগতের সুখ শান্তি হরিবারে,
দিতে ঘরে ঘরে রোদন রোল ?
যদিও একান্ত করিলে সৃজন,
কেন এই মুণ্ড দিলে নিরঞ্জন ?
করিতে ধরাতে অশান্তি স্থাপন,
সুখের দেশেতে তুলিতে গোল” ?

"কি চাও সীমার তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে,
কাট মুণ্ড মোর নির্ভয় অন্তরে,
এই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার তরে
অবশ্য ইহার বিচ্ছেদ চাই ;
অই দেখ মোর শিষ্য, বন্ধুগণ,
সমীর সাগরে করে বিচরণ,
লইতে আমায় স্বরগ ভবন,
ত্বরা দেহ মুক্ত করহে ভাই" !
"অসংখ্য আত্মিক ল'য়ে অই সনে
হজরত রছুল বিষণ্ণ বদনে,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা মোর সর্ব্বজনে
দাঁড়া'য়ে গগনে বিরসভরে ;
"বলিছে আমায় আত্মিকনিচয়,—
"পরলোক কত শান্তির আলয়,
মহাস্ফূর্ত্তি-স্রোত অবিরাম বয়,
ত্যজিয়া শরীর এস এ পুরে" !
"অপূর্ব্ব-সৌরভে দিক্ প্রপূরিত,
স্বরগ-বিভায় ব্যোম উদ্ভাসিত,
অমরসঙ্গীত, বাদ্যে মুখরিত—
আকাশপ্রাঙ্গণ আনন্দ পুরী !

কাতরে সীমার মাগি তব ঠাঁই,—
কর দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড মোর ভাই !
আনন্দসাগরে আমিত্ব ভাসাই
যে'তে দাও মোরে চরণে ধরি" !
"আত্মার দুর্গতি হউক মোচন,
করিয়া মানব শরীর ধারণ
হইলাম উহু কত জ্বালাতন !
ভুঞ্জিয়া সংসার-কারার ক্লেশ ;
কাট, কাট, কাট, মস্তক আমার,
এই নিবেদন নিকটে ধাতার,—
এ সৌভাগ্যে মোর জঘণ্য ধরার
শরীর ধারণ হউক শেষ !"
"কাল বিবর্ত্তনে, সময়ের ফেরে,
পতিত ইস্লাম বিলাসীর করে,
ক্রমেই বিশ্বাস লক্ষ্য ছেড়ে দূরে,—
সমস্যা বন্ধনে পড়িছে এ'সে ;
পারিনা হেরিতে এই ভাব আর,
আমি অস্ত্রহীন ভয় কি সীমার ?
ল'য়ে বজ্র করে অস্ত্র ক্ষুর ধার
ছিন্ন কর কণ্ঠ, এস হে পাশে

ইস্‌লামের ভাবী চিন্তিয়া দুর্গতি
ক্ষোভে হৃদি মোর কাঁদে দিবারাতি;
হইত বাসনা হ'তে আত্মঘাতী,
সময়ে ধৈরয হইত লোপ ;
"কোথা দয়াময় ! ক্ষম অভাজনে,
শত দোষী দাস তোমার চরণে,
কত ভুল, ত্রুটী ক'রেছি জীবনে,
সম্বর দয়াল তোমার কোপ !
"শত ধন্যবাদ, বাহবা সীমার !
এসেছ সশস্ত্র নিকটে আমার,
এতক্ষণে দয়া হয়েছে তোমার,
কর অস্ত্রাঘাত প্রাণান্তবলে ;
আমার শোণিতে হউক শীতল—
দামেস্ক-পতির তীব্র ক্রোধানল,—
মোস্লেম ধরার তপ্ত বক্ষঃস্থল,
'আল্ হাম্‌দো' খঞ্জর দিয়েছ গলে" !

(১)

কি করিস্ কি করিস্ ওরে দুরাশয় ?
এ পুণ্য স্বরগ দুত,
সাধ্বী ফতেমার সুত,
এ যে পৃথিবীর কোন ধনশালী নয়।

এ দরিদ্র, ভিক্ষু জন,
নাহি রাজ্য, নাই ধন,
কি লোভে বধিবি ওরে সীমার দুর্জ্জয় ?
বধিয়া ইঁহাকে আজ,
লুটিলে শিবির রাজি,
কি ধন লভিবি পাপী তস্করতনয় ?

(২)

কি করিস্ কি করিস্ সীমার সয়্‌তান ?
এ নহে সামান্য পতি,
প্রবল প্রতাপ অতি,
কি ফল লভিবি পাপি বধি ওঁর প্রাণ ?
ইঁহার অভাব হ'লে
ইস্‌লাম পড়িবে ঢ'লে
হবে ক্ষুণ্ণ তেজ, তার প্রভাব, সম্মান !
অস্ত গেলে এই রবি,
বলে হীন, ক্ষুব্ধ কবি,
ইস্‌লাম-গৌরব, গতি হবে কত ম্লান!

(৩)

কি করিস্ কি করিস্ সীমার পাতকি ?
হায় এ সোণার চাঁদে,
হেরিতে পরাণ কাঁদে,
সরিয়া দাঁড়ারে পাপি একবার দেখি !
বারেক হেরিরে তাঁরে,
অনন্ত কালের তরে,
ও পুণ্য পবিত্র মূর্ত্তি হৃদে এঁকে রাখি।
যেতেছে এমাম চ'লে,
অনন্তের ক্রোড়ে চ'লে'
আর কি ও রাঙ্গাপদ হেরিব নারকি ?

(৪)

কি করিস্ কি করিস্ সয়্তান 'মর্‌হুদ' ?
প্রকৃত খলিফা হায় !
অকালে চলিয়া যায়,
একটু অপেক্ষা কর্ পড়িব 'দরুদ'।
এ দুঃখ-জগতে আসি,
ভুঞ্জি ক্লেশ রাশি রাশি,
যেতেছে এমাম মোর দহিছে 'অজুদ' !

ফে'লে এ কার্‌বালা পরে,
প্রিয় পরিজন তরে,—
দেখে বিন্দু দয়া তোর হয়না 'জহুদ' ?

(৫)

রে নিঠুর মহাপাপি সীমার অধম !
ইহার এ দশা দেখে,
ঐ দেখ দেবলোকে,
অধীরে অমরগণ করিছে মাতম !
চির সুখশান্তি যথা,
কার্য্যে তোর হ্যাখ্ তথা,
করুণ বিলাপ কত বিষাদ, বিষম !
স্বর্গ, মর্ত্তে শোক দে'খে,
বাজেনা কি তোর বুকে ?
ক দিয়ে বিধাতা তোরে সৃজিছে অধম ?

(৬)

কি করিস্ কি করিস্ সীমার পামর ?
বধিলে এ মহাপ্রাণী,
অই যে ছাউনিখানি,
যাহাতে রয়েছে ক্ষুব্ধা রমণীনিকর,—

চা'বে তাঁরা কার পানে,
কিসে শান্তি পাবে প্রাণে,
তৃষ্ণা, শোক, দুখে যাঁরা অই মর মর ?
বলিছে শোকার্ত্ত কবি,
তাঁদের অবস্থা ভাবি
বিন্দুমাত্র দয়া তোর হয় না পামর ?

(৭)

কি করিস্ কি করিস্ মোহান্ধ মানব ?
এই যে, ললনাগণ,
চন্দ্রে, সূর্য্যে কদাচন
হেরেনি, বিমুক্ত মাঠে দেখ্ তাঁরা সব,—
ল'য়ে মৃত-সুত বুকে,
শিবিরে অজ্ঞান দুখে,
অশ্রুসিক্ত নেত্রদ্বয়, মুখে নাই রব !
তাঁদের রক্ষার তরে,
বিনাশ ক'রনা ওঁরে,
পড়িবে চরণে তোর নিঠুর মানব !

(৮)

কি করিস্ কি করিস্ রে লোভী দুর্জ্জন ?
বধি হেন দেবজন,
পাবি তুই যেই ধন,
সে ধনে কি হবি সুখী অনন্ত জীবন ?
রিক্ত হস্তে যাবি চ'লে,
চলিয়া অনন্ত কোলে,
হইয়া কলুষ, নিন্দা, কলঙ্কভাজন ;
পড়িবি প্রভুর রোষে,
কালে কালে এই দোষে
দিবে তোরে অভিশাপ বিশ্ববাসিগণ !

(১১)

কি করিস্ কি করিস্ ওরে অর্ব্বাচীন ?
সুনাম, পুণ্যের তরে
বিশ্বে নর কার্য্য করে,
তুই কলঙ্কের ভাগী রবি চিরদিন !
ঘৃণিবে সকলে তোরে
যুগ যুগান্তের তরে,

হবে না যাবত ধরা মহাধ্বংসে লীন।
ধিক্ তোর বীর্য্য, নামে,
ধিক্ তোর ঘৃণ্য কামে!
শত ধিক্ বংশে তোর রে পাপী 'কমিন্'!

(১০)

কি করিস্ কি করিস্ ওরে রে নিদয়?
শিষ্য বন্ধুগণ দুখে,
সন্তান-বিয়োগ-শোকে,
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় যাঁর মৃত্যু হয় হয়!
অস্ত্র, শস্ত্র-হীন জনে
বধে কি রে যোদ্ধৃগণে
পামর এমন জন ক্ষম্য ব্যক্তি নয়?
স্মরি গত প্রিয়জনে,
বিরত যে জলপানে,
নররক্তপাত-ভয়ে যুদ্ধ-কামী নয়!

(১১)

কি করিস্ কি করিস্ ওরে দুরাচার?
রাখিতে নবীর স্মৃতি,
গাইতে ধরম গীতি,
বধিলে ইহাকে তুই, কে রহিবে আর?

রয়ে প্রায় উপবাসী,
অকাতরে হাসি হাসি,
কে আর ইস্‌লাম-নীতি করিবে প্রচার ?
নিজে অনশনে রয়ে,
দীনে অন্ন বিলাইয়ে,
কে আর হরিবে বল ক্ষুণ্ণ দুখ ভার ?

(১২)

হায় সত্য নরাধম বধিলি হোসেনে ?
বিচ্ছিন্ন করিলি শির ?
ছুটিয়াছে কি রুধির !
ঢলিল এমাম আহা মৃত্তিকা শয়নে !
দেব-জ্যোতি ঢল ঢল
জ্বলে মুখে কি উজল !
"হায়" "হায়" আর্ত্তরব উঠিছে গগনে !
কাঁপে ক্ষোভে থর থর,
বিশ্ব, ব্যোম, চরাচর,
কাঁদিছে প্রকৃতি তীব্র, গভীর স্বননে !

———

অষ্টম সর্গ

(১)

বীর কোথা তুমি যাও ?
পাপ, তাপ, শোকভরা
পরিহরি এই ধরা
কোন্ সুখময় স্থানে ছুটিছ উধাও ?
হিংসাময় এই ভূমি
ঘৃণায় ত্যজিয়া তুমি
যথা চির সুখ, শান্তি তথায় কি ধাও ?
অমরেরা যথা নিতি
গাইছে আনন্দগীতি,
বাজিছে মধুর বাদ্য তথায় পলাও ?

(২)

বীর কোথা তুমি যাও ?
আসিয়া মরত পরে,
সুখ সুখ করে নরে,
ধন মান ভোগ তরে রব দাও দাও !
তুমিত নিষ্কাম যোগী,
চাওনি কিছুই ত্যাগী:

অসার ভোগের ভোগে নাহি ছিল রাও !
পরি ছিন্ন বস্ত্রখানি
খেয়ে 'থোড়া রুটী' পানী
সন্তুষ্ট রহিতে তবে কোন লোভে যাও ?

(৩)

বীর কোথা তুমি যাও ?
আঁধারি মোস্লেম ভূমি
এই যে ছুটিছ তুমি
কোন দূর লক্ষ্য পানে হইয়া উধাও;—
আর কি আসিবে হেথা ?
দাঁড়াও শুননা কথা !
পবিত্র মুখের শেষ বচন শুনাও।
তুমি না দয়াল অতি ?
তবে কেন মহামতি
অকালে চলিয়ে যেয়ে ভক্তকে কাঁদাও ?

(৪)

বীর কোথা তুমি যাও ?
অরাতি-বেষ্টিত স্থানে
ফে'লে পরিজন গণে,
তুমি হেন বীর কেন এ ভাবে পলাও ?

অইত কাঁদিছে তাঁরা
হইয়া সর্ব্বস্ব হারা,
বিসর্জ্জিয়া তাঁহাদিগে কোন ভয়ে ধাও ?
দেখনা শিবিরে সবে
কাঁদে কি করুণ রবে,
বারেক দাঁড়া'য়ে আহা তাহাদিগে চাও !

(৫)

বীর কোথা তুমি যাও ?
প্রাণের ইস্‌লামে ফেঁ'লে,
অকালে এভাবে চ'লে
যাওয়া কি উচিত তব ? তাহা ভেবে চাও !
তব অন্তর্দ্ধান পরে,
পড়ে বিলাসীর করে,
হবে না তা দুরবল আমাকে শুনাও ?
ইস্‌লামের পুণ্য লক্ষ্য,
ত্যাগ, সাম্য, প্রেম, ঐক্য
রবেত অটুট সব ? ক্ষণেক দাঁড়াও !

(৬)

বীর কোথা তুমি যাও ?
হে মিলন মন্ত্র গুণে,
মুষ্টিমেয় মোসলমানে,
মাতিয়া পবিত্র ব্রতে ছুটিয়া উধাও,—
ধর্ম্ম বিশ্বাসের বলে,
অল্প দিনে ভূমণ্ডলে,
স্থাপিছে যে মহারাজ্য, সে কথা শুনাও,—
তার আয়তন গতি,
বাড়িবে কি প্রতিনিতি ?
লক্ষ্য * কি রহিবে ঠিক বল বীর তাও ?

(৭)

বীর কোথা তুমি যাও ?
ইস্‌লামের যেই গতি
সবলিয়া দেশ, জাতি,
সংরক্ষিয়া সত্যধন করি ঘোর রাও,—
প্রবল তরঙ্গে বয়ে,
অসত্য-জঞ্জাল ধু'য়ে,

ছড়াইছে বিশ্বময় ছুটিয়া উধাও !
কে রাখিবে তাহা স্থির,
যাও তুমি যদি বীর ?
অকালে ইস্‌লামে কেন অনর্থে ভাসাও ?

(৮)

বীর কোথা তুমি যাও ?
যে ইস্‌লামামৃত বাণী,
গাইয়া মোহিতে প্রাণী,
বারেক দাঁড়ায়ে তাহা শেষ বার গাও।
অনন্য সদ্‌গুণ বলে,
অবাকি মানবদলে,
অকালে এমন ভাবে কোথায় পলাও ?
যেই ধর্ম্মভাব বুকে,
যেতেছ অকালে দুখে,
দয়া করি সে অমিয় মোদিগে বিলাও।

(৯)

বীর সত্যই কি যাও ?
যেতেছ একান্ত যবে,
স্বীয় মহাভাবে তবে,
চিরতরে লক্ষ্য ব্রতে মোস্লেমে মাতাও !

পুণ্য ধর্ম্মোন্মাদ বলে,
তাহাদিগে ভূমণ্ডলে,
গেয়ে সাম্য, ঐক্য গীতি তুলি উচ্চ রাও,—
প্রেমের অচ্ছিন্ন ডোরে
বাঁধিয়া এ বিশ্ব নরে,
স্থাপিতে ধরম রাজ্য বর দিয়া যাও !

(১০

বীর যাও তবে যাও !
লও শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি,
এ প্রার্থনা করি নিতি,—
গিয়া পুণ্যময় ধামে পরাণ জুড়াও।
এ পাপ জগতে আসি,
ভোগি শোক, দুখ রাশি,
সে স্নিগ্ধ শান্তিতে তপ্ত হৃদয় মিশাও !
নবী, পিতা, মাতা তব,
যথা প্রিয় জন সব
সেখানে তাঁদিগে যেয়ে আনন্দে ভাসাও !

—•:○:※:○:•—

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

‘কাব্‌বালায়’ ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দের বাঙ্গালা অর্থ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	অর্থ
১০	৭	‘মঞ্জিল’	বিশ্রাম স্থান।
১০	৭	‘ফোরাত’	ইউফ্রেটিশ নদী।
২১	৯	‘রওজা’	সমাধি।
২১	১১	‘হদিশ’	মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ।
২৬	১৩	‘কাসেদ’	দূত।
২৬	১৬	‘বেএক্তার’	অস্থির।
২৭	৯	‘নামদার’	প্রতিষ্ঠাভাজন।
২৭	১২	‘সহিদ’	ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত।
২৭	১২	‘ইয়ার তামাম’	বন্ধুসকল।
২৭	১৪	‘লস্কর’	সৈন্য।
২৭	১৯	‘বেকারার’	অস্থির।
২৮	৫	‘শিরোতাজ’	মস্তকের মুকুট।
২৯	১০	‘হারাম’	অবিশ্বাসী।
২৯	১২	‘ভেজিল’	প্রেরণ করিল।
২৯	১২	‘পয়গাম’	পত্র।
৩১	৪	‘আল্‌বত’	নিশ্চয়ই।
৩১	৫	‘নবীর উম্মত’	রছুলের শিষ্য।
৩১	৭	‘খেদমত’	সেবা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	অর্থ
৩২	১৮	'ইমান'	ধর্ম্ম বিশ্বাস।
৩৩	৯	'আওরত'	স্ত্রীলোক।
৩৩	১১	'মছিবত'	বিপদ্।
৩৪	২	'পেয়ারের'	স্নেহের।
৩৪	৫	'কাফেলা'	শিবির পুঞ্জ।
৩৫	৮	'তস্লিম'	সসম্ভ্রম।
৩৮	৯	'আল্লাহো আক্বর'	ঈশ্বর খুব বড়।
৭৩	১০	'বেইমান'	ধর্ম্মজ্ঞান হীন।
৭৫	৯	'আসাদ,' 'মোসেলামা'—হজরত মহম্মদের সম সাময়িক দুইজন মিথ্যাধর্ম্ম প্রচারক।	
৯১	১	'খলিফা'—	মুসলমান ধর্ম্মনেতা।
৯৫	৮	পয়গম্বর'	স্বর্গীয় দূত,এস্থলে মোহাম্মদ।
৯৫	১১	'সাহীতক্ত, তাজ'	রাজসিংহাসন ও মুকুট।
১০৩	১০	'ওম্মিয়াবংশ'	এজিদ যে বংশের লোক।
১০৪	৯	'লায়েক'	উপযুক্ত।
১০৫	১৭	'বেহুস'	অজ্ঞান, বিভোর।
১০৮	৩	'গোলজার'	বিভূষিত।
১০৯	১৫	'আপশোষ বাত'	দুঃখের কথা।
১৪১	১০	'কমিন'	পাপাত্মা, নির্লজ্জ।
১৪১	১১	'মমিন'	পুণ্যাত্মা, বিশ্বাসী।
১৪২	১৯	'হেরেম গোলজার'	অন্তঃপুর শোভিত।
১৪৪	৫	'মহব্বত'	স্নেহ, ভালবাসা।
১৪৪	১৩	'দোস্তদার'	বান্ধব।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	অর্থ
১৪৬	১৭	'রহিম'	দয়াল ঈশ্বর।
১৪৭	১২	'জেহাদে'	ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে।
১৪৯	১৩	'এতিম'	পিতৃহীন, নিরাশ্রয়।
১৪৯	১৭	'খোদার দরগায়'	ঈশ্বরের দরবারে।
১৫০	১৪	'পর্দ্দা-আকরের'	অবরোধ প্রথারূপ খনির।
১৫৪	১০	'গম'	'দুশ্চিন্তা, শোক।
১৫৫	১	'মোবারক'	অতি পবিত্র।
১৫৫	১৯	'খোদার ওয়াস্তে'	ঈশ্বরের পানে চাহিয়া।
১৮১	১৫	'লানতি'	ধিক্কারের পাত্র।
১৯১	১৩	'জল্লাদ'	ঘাতক।
১৯৭	১৬	'আল্‌হাম্‌দো'	ঈশ্বরের ধন্যবাদ।
১৯৯	১১	'মর্‌দুদ'	ঘোর পাপী।
১৯৯	১৪	'দরুদ'	আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কল্পে ঈশস্থানে প্রার্থনা।
১৯২	১৭	'অজুদ'	শরীর।
১৯২	২০	'জহুদ'	নির্ম্মম।
২০০	৭	'মাতম্‌'	আকুল ক্রন্দন।
২০৫	১৫	'থোড়া'	সামান্য, অল্প।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১০	'সকল'	সফল
১৩	১০	'ললানা'	ললনা।
৩৪	৩	'গেচরে'	গোচরে।
৩৮	১২	'অরবের'	আরবের।
৪১	১৫	'অবদুল্লা'	আবদুল্লা।
৪৬	১	'সামার'	সীমার।
৫০	৯	'সম্রাট	সম্রাটে।
৫৬	১৩	'এসেছি'	এসেছে।
৫৯	১	'মজেছি'	মজিছি।
৬৭	৯	'মোর'	মা'র।
৭২	১৯	'মুগ্ধ'	যুদ্ধ।
৭৫	১৬	'মহাতুল'	মহাভুল।
৮১	৪	'নারব'	নীরব।
৮২	১৬	'করেছেন'	করেহেন।
৮৮	১৩	'বিধি'	বিবি।

৯০ পৃষ্ঠার দশম পংক্তির পরবর্ত্তী ও একাদশ পংক্তির, মধ্যবর্ত্তী 'নবী মোহাম্মদ' শব্দ উঠিয়া যাইবে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯১	৪	'খলিকা'	খলিফা।
৯১	১৩	লভে	লাভ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৬	১৬	হরম্য	সুরম্য।
১০৯	১৩	ভ্রংশোন্মুখ	ধ্বংসোন্মুখ।
১০৯	১৩	সেবিষোদ্‌গারে,	সেই বিষোদ্গারে।
১১৯	৩	আসিলে	থামিলে।
১২৮	৩	'মোরতরে ছেড়ে আজ'	করি মোরে বিসর্জ্জন।
১২৯ পৃষ্ঠার		৯ম পংক্তি একেবারে উঠিয়া যাইবে।	
১৪২	১৩	'যাহার'	সাহার।
১৪৬	১৪	'করেছে'	ক'রে সে।
১৫৫	৬	'এমামহোসেনে'	এমাম হাসেনে।
১৭০	১২	'তেমনি' শব্দের পর 'নর' শব্দ হইবে।	
১৮০	১৭	'সবে'	শবে।